ওঁ

# সারনিত্যক্রিয়া

অর্থাৎ

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর

## উপদেশ সংগ্রহ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ( পরিবর্দ্ধিত )।

শ্রীমতী মোহিনী ঈশরাণীর ব্যয়ে

শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, এসি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বসু প্রেস,

৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

১৮২৪ শকাব্দা।

# ভূমিকা।

এই জগতের মধ্যে কত শত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও সাম্প্রদায়িক কত মত আছে তাহার সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য আর কোন মত মিথ্যা এবং কোন্ শাস্ত্র সত্য ও কোন্ শাস্ত্র মিথ্যা তাহা স্থির করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কারণ, মানব অল্পায়ুঃ এবং নানারূপ চিন্তায় ব্যস্ত, এবং বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সমুদ্রবৎ অসীম। অতএব এই গ্রন্থে সাধারণের উপকারার্থ সর্ব্ব শাস্ত্র ও বেদের সারভাব পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রতিপাদিত হইলেন।

বিচার পূর্ব্বক যুক্তি সহকারে পরমাত্মারূপ সার ভাব গ্রহণ এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যাঁহার বস্তু বোধ আছে তাঁহার জ্ঞান আছে, যাঁহার জ্ঞান আছে তাঁহার শান্তি আছে; যাঁহার বস্তু বোধ নাই তাঁহার জ্ঞান নাই, যাঁহার জ্ঞান নাই তাঁহার শান্তি নাই।

মাতা পিতার কর্ত্তব্য সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসের সহিত সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া। তাহা হইলে সন্তান ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যসমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। পৃথিবীতে মাতা পিতা সন্তানের পক্ষে জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্থলাভিষিক্ত। যে সন্তান প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পার্থিব মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার আজ্ঞা, প্রীতি ও ভক্তি সহকারে, পালন করিয়া অপার আনন্দভোগের অধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। আরও বলা যাইতে পারে যে, যে মাতা পিতার জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে প্রীতি ও ভক্তি আছে তাহাদের সন্ততিও তাহাদিগকে প্রীতি ও ভক্তি করে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে, এই জগতে কি ব্যবহারিক কি

পারমার্থিক সকল কার্য্যই তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম, নিষ্কাম ভাবে, দ্বিতীয় তৃষ্ণাতে, তৃতীয় ভয়ে। পরমাত্মার প্রিয়, জ্ঞানবান ও ভক্তিমান লোকে উভয় কার্য্যই জগতের উপকারার্থে নিষ্কামভাবে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। লোভী অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য কোন ফল প্রাপ্তির আশা ব্যতীত জগতের উপকারার্থে কখনই করে না। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ বিনা ভয়ে, কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক, কোনও কার্য্যই করে না।

যিনি এ গ্রন্থের বক্তা তিনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, নিরক্ষর প্রায়। অথচ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিদ্যা গুরু তাঁহার অন্তরে বিরাজমান। ইহাতে যে শাস্ত্রাদির কথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা অপরের নিবেদিত বাক্যের ব্যাখ্যা মাত্র। শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহার বস্তুতে পর্য্যবসান করা হইয়াছে। সাধকের এইরূপ ব্যাখ্যারই প্রয়োজন।

## প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থে পূর্ণপরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এই গ্রন্থও অমূল্য। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি ঘটিয়াছে পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন—এই প্রার্থনা। গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ৺ প্রাপ্তি বশতঃ বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশের ভার অন্য হস্তে পড়িয়াছে। দুই একটী নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, কুচবিহার প্রদেশীয় জমীদার বংশীয়া শ্রীমতী মোহিনী ঈশরাণী মহাশয়ার ব্যয়ে বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশিত।

---

# সূচীপত্র।

ওঁ

# সারনিত্যক্রিয়া।

## সারনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে।

সত্য শুদ্ধ চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সার এবং তিনিই নিত্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রতিদিন যে ক্রিয়া করা যায় এবং যে কার্য্য করিলে সার নিত্যবস্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সার নিত্য ক্রিয়া বলে। এইরূপ ক্রিয়া বিচার পূর্ব্বক করা আবশ্যক। যে ক্রিয়া করিলে ব্যবহারিক পারমার্থিক উভয় বিষয়ই উত্তমরূপে ও সহজে নিষ্পন্ন হয় এবং ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিচার পূর্ব্বক সেই নিত্যক্রিয়া করা উচিত এবং যে কার্য্য করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না তাহা করা উচিত নহে। যেরূপ অন্ধকার দূর করিতে হইলে দিয়াসলাই ঘর্ষণ করিলে অনায়াসে অন্ধকার দূর হইয়া আলোক প্রকাশিত হব অন্যথা জল, ও বরফ ঘর্ষণ করিলে কখনই হয় না, কেবল পরিশ্রম সার হয় তদ্রূপ অন্ধকাররূপ অজ্ঞানতা ও পাপ দূর করিতে হইলে ভক্তিসহকারে তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে সহজে অজ্ঞানতা দূর হইয়া

জ্ঞান প্রকাশ হয় নতুবা হইবার নহে, পরিশ্রমই সার হয়। যেরূপ দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত সার বস্তু, ইহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেইরূপ জগতের মধ্যে পরমাত্মাই যে সারবস্তু, যে ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হইয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই ক্রিয়াকে সারনিত্যক্রিয়া বলে।

---

# সাধারণ উপদেশ।

সর্ব্বদা সত্য, শুদ্ধ, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে। বিচারপূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সকল গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবে। যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পার তাহা করিবে। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করা উচিত। জগতের মঙ্গল হইলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গল হইলে সমস্ত জগৎ মঙ্গলময় হয়; কেননা সমস্ত জগৎ আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই উভয় কার্য্যই তীক্ষ্ণভাবে করা উচিত। ইহার কোন্ কার্য্যে আলস্য করিতে নাই। যে কার্য্যে আলস্য করা যায়, সে কার্য্য কখন উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যক্তিমাত্রেরই স্ব স্ব সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহারা সত্য কথা বলে ও সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা রাখে; কাহারও নিন্দাবাদ না করে এবং সকলের নিকট প্রিয়বাদী হয় ও সর্ব্ব-

বিষয়ে সভ্যতা শিক্ষা করে। কাহাঁকেও সৎপথ হইতে কদাপি বিমুখ না করে সর্ব্বদা সকলকে সৎপথ দেখাইয়া দেয়। যেরূপ কোন ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিলে ধান্যই জন্মে ও ধান্যই কাটা হয়, আবার সেই ক্ষেত্রে কাঁটা রোপন করিলে কাঁটাই জন্মে ও কাঁটাই কাটিতে হয়, সেইরূপ এই জগতে কেহ কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করিলে তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি হয়।

বিচারপূর্ব্বক দেখিতে হয় যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি এবং ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা আত্মা গুরুর স্বরূপ কি? আমি কোন্ স্বরূপ হইয়া তাঁহার কোন স্বরূপের ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা করিব, কি কার্য্য তাঁহার প্রিয় যাহা সম্পন্ন করিয়া সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি? আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর আমায় কোথায় যাইতে হইবে? শূন্য হাতে আসিয়াছি, শূন্য হাতে যাইতে হইবে। কোন বস্তু সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গে যাইবেও না। এমন কি স্থূল শরীরও সঙ্গে যাইবে না। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সারবস্তু এবং ইনিই সঙ্গে যান, সঙ্গে আসেন ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তির ভাবার্থের দিকে যাওয়া উচিত, শব্দার্থের দিকে যাওয়া উচিত নয়। শব্দার্থ কামধেনুর ন্যায়, অর্থাৎ উহার সীমা নাই। ভাবার্থ কাহাকে বলে স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া সূক্ষ্ম করিয়া ভাব গ্রহণ কর। যেমন জল একটী পদার্থ, দেশ ও ভাষা বিশেষে ইহার নানাপ্রকার নাম কল্পিত

হইয়াছে, যথা,—জল, পানী, নীর, সরিৎ, তোয়ঃ, অম্বু, বারি, জীবন, ওয়াটার, নিলু, তনি, ইত্যাদি। কিন্তু পদার্থ একই। যদি জল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম ও শব্দার্থের দিকে যাওয়া যায় তাহা হইলে তর্কের সীমা থাকে না ও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যদি জল এই শব্দটীর প্রত্যেক অক্ষরের শব্দার্থ করা যায়, তাহা হইলে জ+অ+ল এই তিনটী শব্দ হয়। যদি 'জ' হয় তাহা হইলে 'জ' শব্দের অর্থ এই দৃশ্যমান নানা বৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ। আর যদি 'য' হয় তাহা হইলে 'য' শব্দের অর্থ অন্তর্জগৎ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়াদি, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। 'অ' অব্যয়শক্তি, যাহার দ্বারা তোমারা সকল প্রকার কার্য্য করিতেছ। 'ল' শব্দের অর্থ লিঙ্গাকার জ্যোতিঃস্বরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এক্ষণে দেখ জল শব্দের কত শব্দার্থ বাহির হইল। ইহার পর জলের অন্যান্য নামের প্রত্যেক অক্ষরের অভিধানানুসারে শব্দার্থ করিতে গেলে একটা যুগ কাটিয়া যায় এবং কত শাস্ত্র রচনা হইতে পারে তাহার সীমা থাকে না। কিন্তু আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া জল শব্দের অর্থ করিয়া মরিলাম তাহাতে জলের কিছু হইল না, জল যে বস্তু তাহাই রহিল, আমারও পিপাসা গেল না; কেবল পরিশ্রমই সার হইল। যদি আমি সমস্ত শব্দার্থ ও নানাপ্রকার উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে সারবস্তু তাহাকে পান করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার পিপাসা নিবৃত্তি হইত, আমিও শান্তি পাইতাম। সেইরূপ কি পারমার্থিক, কি ব্যবহারিক, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া

কেবল ভাবার্থ অর্থাৎ সত্য বস্তু জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে গ্রহণ করিবে। অবোধের ন্যায় নানারূপ নাম ও শব্দার্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইও না। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভগবানের কল্পিত নানা নাম রূপ উপাধি ও শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারবস্তু সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিও এবং মূর্খের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা তাঁহার নানা নাম এবং উপাধি ও শব্দার্থ লইয়া মনে অশান্তি পাইয়া সত্যধর্ম্মে বিমুখ হইও না। আর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা সূক্ষ্মভাবে ইহার সারভাব গ্রহণ কর। আমার পিপাসা হওয়াতে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, জল কোথায় পাইব যে, পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করি। তিনি কহিলেন, এই দিকে এই রাস্তা দিয়া এক ক্রোশ সোজা গিয়া তিনটি রাস্তা পাইবে; তাহার বামের দুইটি ছাড়িয়া দক্ষিণেরটি ধরিয়া কিছু দূর যাইলে আটটি রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের সাতটি রাখিয়া বামেরটি ধরিয়া কিছুদূর যাইলে, একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইবে, তাহাতে জল পরিপূর্ণ আছে। কিন্তু পানায় ঢাকা, জল দেখা যায় না। পুকুরে পাকা ঘাট আছে কিন্তু বড় পিচ্ছল। পানা সরাইয়া সেই জল পান করিলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে। আমি ঐ কথা শুনিলাম ও শিখিলাম এবং দিবানিশি উহা পাঠ করিতে লাগিলাম কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি হইল না। যদি ঐ প্রকার পাঠ ও নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তির কথানুসারে পুষ্করিণীতে গিয়া জল পান অর্থাৎ ভাবার্থ গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার তৃষ্ণা দূর হইত। এই স্থলে পুষ্করিণী শব্দে আকাশ, জল শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান এবং পানা শব্দে অজ্ঞানতা বুঝিবে। পিপাসা অর্থে বিবেক, পাকা ঘাট অর্থে জ্ঞান, পিচ্ছল অর্থে অসৎ পদার্থে সর্ব্বদা আসক্তি।

আধ্যাত্মিক জগতেও এই প্রকার শাস্ত্রের নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারভাব সেই নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিলে তোমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ ভ্রম দূর হইয়া মনে শান্তি পাইবে।

মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞা বা নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় ও সহজেই ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধি হয় এবং মনে কোন ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা আসে না, সদা জ্ঞানস্বরূপ আনন্দরূপে কাল কাটে। যেরূপ যে ধাতুর সহবাস করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেইরূপে সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়, এবং যেরূপে যে ধাতুর সহবাস করিলে পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তি হয় সেইরূপে সেই ধাতুর সহবাসে পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। যেমন তৃষ্ণা বোধ হইলে মনুষ্যমাত্রকেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য জল পান করিতে হয়, ক্ষুধা বোধ হইলে অন্নাহার করিতে হয়, অন্ধকার বোধ হইলে অগ্নি দ্বারা আলোক করিতে হয়। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা এইরূপ করিলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা বা নিয়ম পালন হয় এবং সহজেই কার্য্য সিদ্ধি ঘটে।

যদ্যপি অগ্নি দ্বারা আলোক না করিয়া জলের দ্বারা করিতে চাহ, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনও হইবে না এবং আলোকও হইবে না। সেইরূপ যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন

হয় তখন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান মাতাপিতা তেজোময়কে ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিতে হয় এবং যখন ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থের সহবাস করিয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়। এইরূপে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন এবং সহজেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

—:০:—

## ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রের অগোচর। প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে পরব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না।

বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু প্রাণ, আকাশ হৃদয় ও মস্তক, জল নাড়ী এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই বিরাট ভগবানের এই সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কোন শাস্ত্রে সাত ধাতু এবং কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে। কিন্তু যাঁহাকে সাত ধাতু বলে তাঁহাকেই সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে এবং তাঁহাকেই সাত ঋষি এবং দেবীমাতা এবং ব্যাকরণে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতকে অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি, শিবের অষ্ট মূর্ত্তি প্রভৃতি, বলে। এবং ইহাঁদিগকে নবগ্রহ বলে, যথা,—'গ্রহরূপী জনার্দ্দন' অর্থাৎ গ্রহরূপা বিরাট ভগবান। ইহাঁদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে সপ্ত

ব্যাহৃতি বলে। যথা,—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্; অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই একই ওঁকার বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম ধরিয়া দেব দেবী কল্পনা করে ও ব্যাখ্যা করে কিন্তু বিরাট ভগবান নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন।

বহির্মুখে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক সাত ভাগে দেখা যাইতেছে ও বোধ হইতেছে। কিন্তু তিনি সাত ভাগে বিভক্ত নহেন, ভিতরে ও বাহিরে একই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল বিরাট ভগবান পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। যেরূপ তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহির্মুখে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে (যথা—হাত, পা, নাক, কাণ ইত্যাদি) কিন্তু তুমি পৃথক পৃথক নও, তুমি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টি লইয়া পূর্ণভাবে একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ, কোন এক অঙ্গের অভাব হইলে তোমারই অপূর্ণতা ঘটে, এবং তুমি এক এক অঙ্গের এক এক শক্তি দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ সেইরূপ বিরাট ভগবান এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে সাতটি বোধ হয় কিন্তু তিনি সাতটি নহেন। তিনি জ্যোতিঃ নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই বিরাজমান আছেন। যেরূপ তুমি ক্রোধ করিলে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

সকলকে লইয়া ক্রোধান্বিত হও সেইরূপ বিরাট ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ক্রোধান্বিত হইলে সমস্ত চরাচরকে লইয়া ক্রোধান্বিত হন। যেরূপ তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হও, সেইরূপ বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত চরাচর লইয়া প্রসন্ন হন। কেননা যেরূপ তুমি শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেইরূপ চরাচরের মধ্যে জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ চেতন নিরাকার কারণ পরব্রহ্ম হইতে সূর্য্যনারায়ণ স্বতঃ প্রকাশ হইয়াছেন ও সূর্য্যনারায়ণ হইতে এই স্থূল চরাচর জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যখন এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয় তখন সূর্য্যনারায়ণ বার কলা তেজোরূপী হইয়া এই স্থূল জগৎকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হন এবং পুনরায় আপন ইচ্ছানুসারে জগৎরূপে প্রকাশ হন। ইহাই বেদ বেদান্তের সার এবং মূল বাক্য। ইনি ছাড়া আর কেহ পূর্ব্বে হন নাই, বর্ত্তমান কালে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইতে পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই; ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। এই জন্য সকল শাস্ত্রে কেবল সূর্য্যনারায়ণেই সকল দেব দেবী ও ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে, যেহেতু বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণই সমস্ত দেব দেবী।

প্রত্যক্ষ বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, সুপাত্র পুত্র কন্যা আপনার মাতা পিতার চক্ষের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে মাতা-পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিকে নমস্কার করা হয়, মাতা পিতাও চক্ষের দ্বারা দেখিতে পান যে, পুত্র কন্যা আমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। আর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন

করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকে না। যথা, হাত পিতাকে নমস্কার, পা-পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। যদি পুত্র কন্যা জানেন যে মাতাপিতা বহুরূপ ধারণ করেন তবে একই মাতা পিতাকে সর্ব্বরূপে একই মাতা পিতা জানিয়া পূজা করেন। যদি একই সত্য বহুভাবে প্রকাশ হন তবে সর্ব্বভাবে সেই একই সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। পুত্র কন্যা শব্দে নরনারী সমূহ ও মাতা পিতা শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার বিরাট ভগবান। তাঁহার নেত্রস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে নিরাকার সাকার আপনাকে লইয়া সমস্ত দেবদেবী চরাচর সমষ্টিকে প্রণাম করা হয়। আর পৃথক পৃথক মিথ্যা কল্পিত দেব দেবীর নাম করিয়া প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম দিবসে ও রাত্রে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমারূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উদয় অস্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক বাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই নমস্কার প্রণাম করিবে। যদি দিবসে বা রাত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান না থাকিয়া নিরাকার ভাবে থাকেন তাহা হইলে তোমরা ঘরের বাহিরে কিম্বা ঘরের ভিতরে, বিছানার উপরে কিম্বা মাটির উপরে, শুচি অশুচি যে অবস্থায় থাক, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম যে দিকেই হউক মুখ করিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার ও প্রণাম করিবে। তাহা হইলে নিরাকার সাকার, দেব দেবী সমষ্টি ভগবানকে পূর্ণরূপে নমস্কার করা হইবে, পৃথক পৃথক নমস্কার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যে স্থানেই তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার কিম্বা প্রণাম করিবে

সেই স্থান হইতেই তিনি তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন ও পাইতেছেন। কেন না যখন তোমরা তাঁহার তেজোময় জ্যোতিঃ দ্বারা চেতন হইয়া রূপব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ তখন তিনি কি তোমাদিগকে জানিতে বা দেখিতে পাইতেছেন না ?

এ স্থলে যদি সন্দেহ হয় যে সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মাকে জ্যোতিঃ স্বরূপে ধারণা করিয়া উপাসনার কি প্রয়োজন তবে দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। যদি তোমার মাতা কোন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া তোমাকে ডাকেন এবং তুমি তাঁহার চক্ষু মাত্র দেখিয়া সেই চক্ষের সম্মুখে প্রণাম কর বা কীল দেখাও তবে তিনি চক্ষুমাত্রে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন, না, সমষ্টি শরীর লইয়া প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন ? সেইরূপ বিশ্বের মাতা পিতা অখিল জনক জননী সাকার নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান। তাঁহার সেই জ্যোতিঃ নেত্রের সম্মুখে প্রণাম করিলে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইবেন কি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডলে মাত্র প্রসন্ন হইবেন ?

এই সমস্ত কারণে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান ও মুক্তির জন্য কেবল মাত্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপেতেই দেব দেবী ঈশ্বরকে উপাসনা, ভক্তি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে।

চারিবেদের মূল ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যার মূল ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর ওঁকার প্রণব মন্ত্র, এবং এক অক্ষর প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণ। বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণের নামই ওঁকার। যদ্যপি সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর এবং

সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই না করিয়া কেবল এক অক্ষর ওঁকার মন্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক জপ কর, তাহা হইলে সকল মন্ত্র, সন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি জপ করা হয়, ও সকল ফল মিলে এবং সকল দেব দেবীর উপাসনা করা হয়, অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের জপ ও উপাসনা করা হয় এবং তাহা হইলে অনর্থক কল্পিত পৃথক পৃথক মন্ত্র জপ ও পৃথক পৃথক কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন থাকে না। জ্যোতির ধারণায় সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়।

হে মনুষ্যগণ, তোমরা আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক নানা সংস্কার ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কার, প্রণাম ও ধ্যান ধারণা কর, এবং ইহাঁর শরণাগত হও তাহা হইলে সকল দেব দেবীর অর্থাৎ পূর্ণ পরমেশ্বরের উপাসনা করা হইবে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য জানিবে, কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না।

এই কারণেই শাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান করিবার বিষয় নিম্নলিখিত প্রকারে বিধি আছে যথাঃ—প্রাতে ব্রহ্মারূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, সায়ংকালে শিবরূপ ; প্রাতে কালীরূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গা রূপ, সায়ংকালে সরস্বতীরূপ ; প্রাতে ঋগ্বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও সায়ংকালে সাম বেদ। কালীমাতাকে ঋগ্বেদ, দুর্গামাতাকে যজুর্ব্বেদ ও সরস্বতীমাতাকে সাম বেদ বলে ; অর্থাৎ কালীমাতা, দুর্গামাতা সরস্বতীমাতা ঋক্, যজুঃ, সাম বেদমাতা ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ, গণেশ ও দেবীমাতা এবং গায়ত্রী সাবিত্রীমাতা প্রভৃতি

নানা নাম কেবল বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণেরই কল্পিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত কেবলমাত্র সূর্য্যনারায়ণেই সকল দেব দেবী ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। জ্ঞানবান ব্যক্তি ইহা জানেন।

চারি বেদের সার বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূর্য্যনারায়ণে ঈশ্বরের দুই অঙ্গঃ— এক, নিরাকার নিগুর্ণরূপে অদৃশ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ও এক প্রকাশমান জগৎস্বরূপ বিরাজমান।

এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা হইতে বিমুখ হওয়াতে মনুষ্যের কি দুর্দ্দশা! যিনি আপনার ঘরের ইষ্ট, যিনি ভিতরে বাহিরে অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে অনাদি কাল হইতে বিরাজমান, লোকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী উপাসনায় ভ্রমে পতিত হইতেছে। কাহাকে শাস্ত্রে প্রকৃত দেব দেবী বলে তাহা আদৌ বিচার করিয়া দেখিতেছে না।

---

## সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা।

সকলেই বলেন যে, আমাদিগের ইষ্টদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু যাহাদিগের স্বরূপ বোধ নাই তাহারা নিরাকার ব্রহ্ম পৃথক ও সাকার ব্রহ্মকে পৃথক বোধ করে। নিরাকার ব্রহ্ম যে চরাচর সাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান অখণ্ডাকারে বিরাজমান ইহা তাহারা জানে না। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তি-

মান হইতে পারেন না এবং সাকারব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, নিরাকার একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন এবং সাকার একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন হইয়া পড়েন, কেহই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাহা হইলে কি নিরাকার কি সাকার উপাসক কাহারও পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা হয় না।

শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমাদের যে ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতা ঈশ্বর আল্লা প্রভৃতি তিনি মিথ্যা না সত্য, কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে কাহারও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা, তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা এবং সকলেরই একই ধর্ম্ম মিথ্যা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপমাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরূপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান এবং পুনশ্চ

স্থূল নামরূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যথন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তথন নানা নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে। যথন নানা নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তথন তাঁহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি। আর যথন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নির্গুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশ্যাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমারা সত্য হই.ত হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সত্য ও যাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। যেহেতু সত্যদ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়, মিথ্যা দ্বারা কথনও সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ-স্বরূপ সত্য মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যা হইলে তাহারা সত্য স্বরূপই বিদ্যমান থাকে, আপনাকে সত্য বোধ করিয়া সত্য স্বরূপ মাতা পিতাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যে আমাদিগের মাতা পিতা সত্য, আমরা সত্য হইতে হইয়া সত্য স্বরূপেই বিদ্যমান আছি। যদি কারণ স্বরূপ মাতা পিতা মিথ্যা হন তাহা হইলে পুত্র কন্যাও মিথ্যা, এবং পুত্র কন্যা মিথ্যা হইলে মাতা পিতাও মিথ্যা। তেমনই কারণস্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং তাঁহা হইতে যদি তোমরা জগৎ চরাচর হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, সত্যস্বরূপই আছ এবং তোমরা

যে বিশ্বাস করিতেছ,—যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আছেন তাহাও সত্য। এক ব্যতীত সত্য দুই হইতে পারেন না এবং সত্য কখনই মিথ্যা হন না, সত্য সত্যই থাকেন কেবল রূপান্তর হন মাত্র। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন।

এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটি শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নির্গুণ, জ্ঞানাতীত। অপর, প্রকাশ, সগুণ, দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের সুষুপ্তির অবস্থায়। সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

—•○•—

## সৃষ্টি প্রকরণ।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন কি তিনি নিজে সৃষ্টিরূপে বিরাজমান ইহাই এই প্রকরণের বিচার্য্য বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর না হইলে ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ কর।

পরমাত্মা পূর্ণ অখণ্ডাকার, সর্ব্বশক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত ! যাহাই অনন্ত তাহাই অনাদি এবং যাহা অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি নাই তাহাই অসৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং যাহা অনন্ত তাহার অন্তও নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের উৎপত্তি ও লয় নাই এবং তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনি সর্ব্বদা নিজেই আছেন।

এক্ষণে উদাহরণস্থলে তাঁহাকে মহাসমুদ্ররূপে কল্পনা কর। সমুদ্র হইতে অসংখ্য নানা প্রকার ছোট, বড়, ও মাঝারি তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্‌বুদ্‌ পৃথক্‌ পৃথক রূপে উত্থিত হয়; অথচ সমুদ্র যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু উপাধিভেদে ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্ত্তন ভাসে। ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ ও তরঙ্গ প্রভৃতির যদি চেতনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মনে হয় যে, আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। কিন্তু যদি তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কোন পৃথক সত্ত্বা নাই, তাহারাও জল সমুদ্র মাত্র; এবং সমুদ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় না থাকিলে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, কারণ তাহারাও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, কেবলমাত্র রূপান্তরিত। জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিছুই নাই, যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে। এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ স্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি যে উত্থিত হয় তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই উত্থিত হয়, সুতরাং বায়ু

সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে। এ স্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইলেন? বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বুঝিয়া লইবে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম এস্থলে যেমন সমুদ্র, তাঁহার ইচ্ছা ( আমি বহুরূপ হইব ) ইহাই কারণরূপ বায়ু, এবং এই ইচ্ছাশক্তিকে মায়া বা প্রকৃতি বলে। আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেন, বুদ্‌বুদ্‌, তরঙ্গ।

স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে। জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে এবং পূর্ণপরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। এইরূপ সার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সকল ঋষি, মুনি ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব? ইহার উত্তরে আমি যাহা বলিব আপনারা নিজ নিজ চিরবদ্ধমূল সংস্কার, মান, অপমান, জয়, পরাজয় প্রভৃতি নানা সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক তাহার সারভাব গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন ও জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে এবং আপনাদিগের ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে। সমুদ্রে যেমন ছোট, বড়,

মাঝারি নানা প্রকার তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে, আবার সমুদ্রেই লয় হইতেছে, পুনরায় উত্থিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ তরঙ্গ রূপে উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন। অনাদি কাল হইতেই এরূপ চলিয়া আসিতেছে ও অনন্তকাল চলিবে। ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি, যেমনই হউক না কেন, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র জল হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্র জলে লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না; সেইরূপ এই ব্রহ্মসমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি—এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই—ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে। ফেন বুদ্‌বুদাদি স্থানীয় জগৎ চিরকাল থাকিবে না কেবল সমুদ্রের ন্যায় বিরাট ব্রহ্মই অনাদিকাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ সাকার নিরাকার অখণ্ডাকারে আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেন বুদ্‌বুদ্‌ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটি ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেন বা বুদ্‌বুদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারে, সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট বড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ হউক না কেন, সমুদ্র ইচ্ছামাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে। তেমনই ফেন বুদ্‌বুদ্‌রূপী ঋষি মুনি, অবতারগণকে উপাসনা করিলে কোন ফল নাই, করা নিষ্প্রয়োজন। যতক্ষণ তাঁহারা

জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক সতুপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহারা ফেন বুদ্‌বুদের ন্যায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে লয় পান, তাঁহাদের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং তখন তাঁহাদিগকে আর পৃথক উপাসনা, ভক্তি করিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, তিনিই একমাত্র জ্ঞান ও মুক্তি দিতে পারেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

---

## জড় ও চেতন।

ভ্রম ও অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য আমরা কাহার উপাসনা করিব? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না; তিনি, অদৃশ্য মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপকে কোন কোন মতে জড় বলেন। সুতরাং এক দিকে নিরাকারের ধারণা না হওয়ায় মনের অতৃপ্তিকর, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হইলেন জড়; সুতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। অতএব মুক্তির জন্য আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব? এ কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। কি গুণে তুমি ও ঈশ্বর চেতন এবং কিগুণের অভাবে জ্যোতি অচেতন? জড় ও চেতন কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা

যায়। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকার সংজ্ঞা ব্রহ্মের মধ্যে নাই। নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণ-রূপে অখণ্ডাকারে চেতনময় সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

জড় ও চেতনের যথার্থভাব এইরূপে বুঝিতে হয়। তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, সুষুপ্তির অবস্থায় অচেতন বা জড়। কিন্তু জাগ্রত ও সুষুপ্তি দুই অবস্থাতেই তুমি একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ। কেবল তোমার অবস্থাভেদে তোমাকে চেতন বা অচেতন অর্থাৎ জড় বলা যায়, সেইরূপ পরব্রহ্মের জড়ভাব ও চেতনভাব উপাধিভেদে উভয় ভাবই সংজ্ঞামাত্র, কিন্তু স্বরূপ পক্ষে পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্ব্বদাই যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন।

যিনি সাকার জগৎ রূপে প্রকাশমান বিরাট ভগবান তেজোময় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপকে জড় বলেন, তিনি প্রথমে বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন ? যদি তিনি বলেন যে, আমি জড়, তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে ? যদি বল আমি চেতন, তাহা হইলে বল চেতন একটি বা অনেক ? কিন্তু চেতন একটি ভিন্ন দুইটি নাই। আরও বল তুমি নিরাকার না সাকার ? যদি বল আমি নিরাকার, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্মে অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা নাই, সুতরাং কোনও অবস্থার পরিবর্ত্তনও নাই। কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জানিতে পারিতেছ। স্বপ্ন, জাগরণ

ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা তুমি প্রত্যহ ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতেছ।

স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই যে অবস্থাত্রয় ইহা সাকার ব্রহ্মে আছে, কি নিরাকার ব্রহ্মে আছে? যদি বল নিরাকার ব্রহ্মে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা ভুল নতুবা বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা হইবে। কেননা, কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলেন না যে নিরাকারে অজ্ঞানতা ও অবস্থা পরিবর্ত্তনাদি আছে। যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল তুমি সাকার কোন বস্তু? সাকার ব্রহ্ম ত প্রত্যক্ষ বিরাট-রূপে বিরাজমান আছেন। বেদাদি শাস্ত্রে লেখা আছে যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। ইহা ব্যতীত সাকার ব্রহ্ম আর কেহই নাই ও হইবেও না। ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টা? তুমি ইহার কোন একটা অথবা এই সকলের সমষ্টি? যদি বল আমি ইহার মধ্যে একটী, তাহা হইলে বল তুমি ইহার মধ্যে কোনটী, জল না জ্যোতিঃ? যদি বল জল তাহা হইলে জলের কোন বোধাবোধ নাই, যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থা, আর যদি বল তেজোময় জ্যোতিঃ তাহা হইলে জ্যোতিতে অজ্ঞানতা নাই, কারণ জ্যোতিঃ তেজোময় জ্ঞান, শুদ্ধ চেতন স্বরূপ। যদি বল আমি এই সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তাহা হইলে যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন তোমার স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়াই থাকে এবং প্রাণবায়ু চলিতে থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও, সে কে ঘুমায়? তখন তোমাতে কোন্‌ বস্তুর অংশের অভাব হয় যাহাতে তোমার বোধাবোধ থাকে না, এবং কোন বস্তুর অংশ প্রকাশ হইলে

তুমি জাগরিত হইয়া বোধাবোধ কর। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। যাহাতে এক অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে ও অন্য অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে না, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাকার ব্রহ্মে আছে। যদি বল যে, আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই. তখন তুমি কি? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ; আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছ, তখন তুমি কি, তাহা বল। যদি বল আমার বোধ নাই যে, আমি নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, তাহা হইলে যে অবোধ ব্যক্তির নিজেরই স্বরূপের বোধ নাই যে আমি কি, নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন তখন সেই অবোধ ব্যক্তি বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা চেতনময় মাতা পিতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে কি প্রকারে জড় বলিয়া মনে করে? সে ব্যক্তি ২তই বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করুক না কেন, উপাসনা ব্যতীত কি প্রকারে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জড় কি চেতনময় পরব্রহ্ম তাহা জানিতে বা চিনিতে পারিবেক? তুমি যে চেতনময় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল, তুমি গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি নেত্রদ্বারা এই যেরূপ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা এই ভ্রাতা ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বার, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল ইত্যাদি এবং শাস্ত্র দেখিয়া পাঠ করিতেছ, ইহা তোমার চেতন গুণের অথবা জড় গুণের কার্য্য। যদি জড়

গুণের কার্য্য বল তবে অন্ধকারে অর্থাৎ জড়গুণে তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিয়া বলিতে পার কি? কখনই না। আর যদি বল যে তোমার চেতন গুণের কার্য্য, তাহা হইলে এই চেতন গুণ কাহার? আপনার নিজের অথবা অন্য আর এক জনের? যদি বল তোমার নিজের তাহা হইলে তুমি যখন অন্ধকারে থাক তখন তোমার চেতন গুণ তোমার সঙ্গেই থাকে, অথচ সে সময়ে তোমার চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাও না কেন? তাহা হইলে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা দর্শন কার্য্য হইতেছে সেই চেতন গুণ তোমার নহে, অন্য এক জনের। এক্ষণে দেখ যে তিনি কে এবং কোথায় আছেন? রাত্রিতে অন্ধকারে যখন তুমি সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা প্রদীপ জ্বাল, তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, নতুবা পাও না। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণদ্বারা তুমি রাত্রে দর্শন কার্য্য করিয়া থাক, দিবসে যখন সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ হয়েন তখন তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ চেতন গুণ দ্বারা তুমি রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন কর। এ স্থলে তোমার চেতনগুণ থাকা সত্ত্বেও তুমি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নির প্রকাশ চেতনগুণ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছ না। অতএব প্রকাশ গুণ চেতন ব্যতীত অচেতন হওয়া কখনই সম্ভবে না। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় যখন তুমি অচেতন অর্থাৎ জড় অবস্থায় থাক, তখন তুমি অন্যত্র যাইয়া প্রকাশ হইতে পার না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া প্রকাশ হইতে পার, সেইরূপ চেতনগুণ না থাকিলে কখনই প্রকাশ গুণ থাকিতে পারে না। যাহার প্রকাশগুণ চেতন, সে ব্যক্তিও চেতন; সে কখনও জড় হইতে পারে না। যে বস্তু

জড়, তাহার গুণও জড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যখন সূর্য্যনারায়ণ ও তাঁহার অংশ অগ্নির চেতনগুণ দ্বারা তোমরা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, তখন তাঁহাকে না বুঝিয়া কি প্রকারে জড় বল? যাঁহার গুণ চেতন হইল, তিনি কি কখন জড় হইতে পারেন? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগন্মাতা, জগৎপিতা, জগদাত্মা, জগদ্গুরু নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে চৈতন্যময় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ জগৎ ও জগদাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে। সে যতই শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল রাত্রদিন ধরিয়া পাঠ করুক না কেন, অথবা সহস্র সহস্র শাস্ত্র রচনা করুক না কেন, যতক্ষণ উপাসনা যোগদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হইবে ততক্ষণ সে নিজে জড় থাকিবে এবং চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ করিবে। যখন উপাসনা দ্বারা জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইবে তখন তাহার চক্ষে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডাকারে প্রত্যেককে লইয়া পূর্ণরূপে চৈতন্যময় সূর্য্যনারায়ণ অর্থাৎ জ্যোতীরূপে ভাসিবে। তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না। কেবল সংস্কারদ্বারা জড় বোধ হইতেছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, জড় কি চেতন। আর ইহাও সত্য, যখন জীবের চর্ম্ম চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু, আধ্যাত্মিক চক্ষু এই তিন চক্ষুর মধ্যে কোন চক্ষুই নাই তখন সে জড় ও চেতনের সূক্ষ্মতা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে? কেহ বলিতে পারেন, চর্ম্ম চক্ষু

মানুষের নিজস্ব, নতুবা লোকে কি প্রকারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অক্ষরাদি ক্রমে বেদ বাইবেল কোরান প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, দিবসে সূর্য্যনারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ ও শাস্ত্রাদি পাঠে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ হইতেছে। শুক্লপক্ষের রাত্রে চন্দ্রমাজ্যোতির দ্বারা কথঞ্চিৎ দেখিতে পাও, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে নিজের স্থূল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে বৃহদাকার হাতী থাকিলেও বুঝিতে পার না যে কি আছে; ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে পাও না, অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ ধরিয়া তুল; পথে চলিতে প্রাণসঙ্কট ঘটে। যদি চর্ম্মচক্ষু নিজের হইত তাহা হইলে চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে নিজের হস্ত পদাদিও দেখিতে পাও না কেন? পরে, সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে তবে চক্ষের ব্যবহার চলে, নানা পদার্থ দেখিতে পাও এবং শাস্ত্রাদি পড়িয়া বুঝিতে পার। বিনা সাহায্যে তোমার কোন ক্ষমতাই থাকে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার স্থূল পদার্থ দর্শনক্ষম চক্ষের জ্যোতিঃ নাই। যখন অগ্নি, চন্দ্রমা বা সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ গুণ বিনা স্থূল পদার্থও দেখিতে পাও না তখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যে ঈশ্বর বা পূর্ণ পরব্রহ্ম কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে বা তাঁহার ভাব বুঝিবে? যেমন, অগ্নির প্রকাশ ব্যতীত স্থূল পদার্থ দেখিতে পাও না তেমনি জ্ঞানচক্ষুর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাও না। চন্দ্রমাজ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আলো না জ্বালিয়াও নিজ চক্ষে রূপব্রহ্মাণ্ড অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাও। সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজের

জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। যেমন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির প্রকাশ বিনা দর্শনকার্য্য পরিষ্কাররূপে সম্পন্ন হয় না তেমনি বিনা আধ্যাত্মিক চক্ষু আপনাকে লইয়া ঈশ্বর পরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করা যায় না। যখন, তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না, তাঁহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে।

যখন এই তিন নেত্রের মধ্যে কোন একটীও তোমার নিজের নাই তখন সূর্য্যনারায়ণ চৈতন্যময়কে কেমন করিয়া চৈতন্যময় পূর্ণরূপে বোধ হইবে? যাহাদের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া বোধ করিতেছেন এবং যাহাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বোধ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জড় কিম্বা চেতন তাহা ইহাঁরা স্বয়ং বোধ করেন নাই। তাহাদিগের নিজের এ জ্ঞান নাই যে জড় ও চেতন কাহাকে বলে, কেবল সংস্কার দ্বারা জড় ও চেতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যদি কেহ একটী সাদা ফুলকে কাল ফুল বলিয়া দেয় তাহা হইলে সে অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফুল কাল বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কিম্বা যদি কেহ বলিয়া দেয় ইহা সাদা তাহা হইলে ঐ অন্ধব্যক্তি ফুলটীকে সাদা বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে। কেন না তাহার নিজের চক্ষু নাই যে ফুলটী কাল কি সাদা, দেখিয়া বলিতে পারে। সেইরূপ অজ্ঞানাপন্ন লোকের মধ্যে যাহার যেমন

সংস্কার পড়িয়াছে সে সেইরূপ বলিতেছে ও বোধ করিতেছে আর আর সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

---

# লিঙ্গাকার।

শাস্ত্রে যে শিবের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের তিনটি লিঙ্গের বিষয় লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ ও স্থূললিঙ্গ। কারণলিঙ্গ, নিরাকার, নির্গুণ, মনোবাণীর অতীত। সূক্ষ্মলিঙ্গ, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ; সেই জ্যোতিঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় রূপে বর্ত্তমান। স্থূললিঙ্গ, চরাচর স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির স্থূল শরীর। এই স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রী পুরুষ, সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণলিঙ্গ নিরাকার নির্গুণরূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার কহে। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতিকে শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বলে। বিরাট ব্রহ্মেরই নাম শিব জানিবে।

---

# বিনশ্বর অবিনশ্বর, অনুলোম বিলোম, জীব ও ঈশ্বরের রূপ।

বিনশ্বর অবিনশ্বর, অনুলোম বিলোম কাহাকে বলে গম্ভীর ও শান্তচিত্তে তাঁহার সার ভাব গ্রহণ কর। মিথ্যা হইতে কখনই সত্য অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না ও সত্য কখনই মিথ্যা হইতে পারেন না, সত্য, সত্যই থাকেন এবং এক ব্যতীত দুই হয়েন না। সত্য হইতেই সমস্ত পদার্থ এবং ভাব উৎপন্ন হইতে পারে। এক মাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বশক্তি-মান ও পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অবিনশ্বর সত্যকে ও বিনশ্বর মিথ্যাকে বলে। সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎস্বরূপ বিস্তারমান আছেন।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সূক্ষ্মশক্তিতে লয় হন এবং সূক্ষ্ম কারণ পরব্রহ্মে লয় হন। সূক্ষ্ম স্থূল সাকার নিজ উৎপত্তিস্থান কারণে নিরাকার ভাবে স্থিত হন বলিয়া অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ এই দৃশ্যমান বিনশ্বরজগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। কিন্তু বিনশ্বর মিথ্যা নহেন। সত্য হইতে হইয়াছেন কি প্রকারে মিথ্যা হইবেন? কেবল রূপান্তর হন। স্থূল বস্তু অগ্নির সঙ্গ পাইয়া অগ্নি হন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুরূপ হন, বায়ু নিস্পন্ন হইয়া আকাশরূপ হন। আকাশ হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে বিন্দু এবং বিন্দু কারণপরব্রহ্মে স্থিত হন। ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলে। পুনরায় নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে বিন্দুরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ

মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী হয়। এই প্রকার বিস্তার হওয়াকে শাস্ত্রে অনুলোম বলিয়া থাকেন। বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ এই সপ্ত পদার্থ হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর গঠন হইয়াছে। যথা:—পৃথিবী হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের অস্থি ও মাংস, জল হইতে রক্ত, রস ও নাড়ী হইয়াছে; অগ্নি হইতে ক্ষুধা লাগিতেছে, আহার করিতেছ, অন্ন পরিপাক হইতেছে ও বাক্য বলিতেছ; বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে ও গন্ধ গ্রহণ করিতেছ; আকাশ হইতে কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছ; অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে মনোরূপে সমস্ত বুঝিতেছ এবং দিবা রাত্রি সংকল্প ও বিকল্প উঠিতেছে; এবং বিন্দুরূপী সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে, আকাশে বিরাজমান। তাঁহার বাহিরের প্রকাশ গুণদ্বারা তোমরা নেত্রদ্বারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছ ও অন্তরে চেতন গুণ দ্বারা বোধ করিতেছ যে "আমি আছি", এবং সৎ অসৎ বিচার করিতেছ। তিনি যখন বাহিরের প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করেন, তখন রূপ দর্শন করিতে পার না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর "আমি আছি, আমি আছি।" এই চেতন গুণ বা শক্তির সঙ্কোচে তোমরা এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক হইয়া অর্থাৎ অভেদে নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হইতেছ।

নিরাকার ভাবে পরমাত্মার বা জীবাত্মার কোন প্রকার নাম রূপ বা উপাধি নাই। এবং নামরূপ গুণ উপাধির সমষ্টি যে সাকার ইহাই ব্রহ্মের বা জীবাত্মার সাকার ভাব। এবং

এই সাকারের মধ্যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিই পরমাত্মা ও জীবাত্মার রূপ। এই প্রকারে বিনশ্বর, অবিনশ্বর, বিলোম ও অনুলোম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপের বিষয় বুঝিয়া লইবে।

---

# দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল শাস্ত্রেই লেখা আছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইয়াছে।

এখন আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, পক্ষপাত, সামাজিক স্বার্থপরতা, নিরাকার, সাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকু। লোকে জগতের মধ্যে কেবল অজ্ঞানবশতঃ দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুন, এবং পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি নানা প্রকার উপাধিতে আবদ্ধ হইতেছেন। ফলে আপনাদিগের যথার্থ ইষ্টদেব হইতে বিমুখ হইয়া সর্ব্বদা পরস্পর বিরোধ জন্য অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এবং নিজেও কষ্ট পাইতেছেন এবং অপরকেও কষ্ট দিতেছেন।

যথার্থপক্ষে কেহই আপন ইষ্ট দেবতাকে না নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত; না, সাকার, সগুণ, দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেছেন। কেবলমাত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্য শব্দার্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ করিয়া জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতেছেন, স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতেছেন ও অপরাপরকেও সত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতেছেন, কেহই সার বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন না। কিন্তু যে ভক্ত আপনার ইষ্টদেব অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতাকে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত ভাবেই হউক অথবা সাকার সগুণ দ্বৈতভাবেই হউক, যে ভাবেই হউক না কেন—যিনি যথার্থ সার বস্তু অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি দৃষ্ট রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিবেন তাঁহার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর হইবেই হইবে এবং তিনি নিশ্চয়ই শান্তি পাইবেন। কাহারও সহিত তাঁহার বিরোধ থাকিবে না। এবং তাঁহার দ্বারা জগতের মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল হইবে না।

স্বরূপপক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ প্রভৃতি উপাধি আদৌ নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে, অনাদি অনন্তরূপে যাহা তাহাই বিরাজমান। জ্ঞানবান ব্যক্তি, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জ্ঞান ও মুক্তির উদ্দেশ্যে উপাসনা করিবার জন্য, দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ প্রভৃতি ভাব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন। পরে যখন জ্ঞান হইবে তখন স্বয়ংই সারভাব বুঝিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ের সার ভাব

গ্রহণ করিবে। যেমন মাতাপিতা হইতেই পুত্র কন্যার জন্ম হয়; কিন্তু পুত্র কন্যার জন্মের পূর্ব্বে মাতাপিতা যাহা তাহাই ছিলেন। তাঁহার মধ্যে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব ছিল না। মাতাপিতা নাম শব্দ ছিল না ও পুত্র কন্যা নাম শব্দ ছিল না। কিন্তু যখন মাতাপিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়, তখন মাতাপিতা ও পুত্র কন্যা নাম উপাধি কল্পনা করা হয় এবং মাতাপিতা, পুত্র কন্যার কারণ বলিয়া কল্পিত হন। তথাপি স্বরূপপক্ষে মাতাপিতা পুত্র কন্যাকে লইয়া একই অদ্বৈত বস্তু জানিবে। এবং বস্তুতে, স্বরূপ পক্ষে মাতাপিতা বা পুত্র কন্যা নাম ও দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব আদৌ নাই। যেহেতু মাতাপিতা ও পুত্র কন্যা, নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া সার বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে সার বস্তু যাহা তাহাই থাকেন। ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব আদৌ নাই। যখন মাতাপিতা ও পুত্র কন্যা নাম উপাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দ্বৈত বলিয়া বোধ হয়। এইখানে মাতাপিতা শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ও পুত্র কন্যা শব্দে তোমারা চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জানিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের মাতাপিতা পূর্ণপরব্রহ্ম জগৎস্বরূপে বিস্তার হন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যাহা তাহাই ছিলেন, এখনও যাহা তাহাই আছেন; এবং পরেও যাহা তাহাই থাকিবেন। স্বরূপপক্ষে তাঁহাতে দ্বৈত, অদ্বৈত, নিরাকার, সাকার, নির্গুণ বা সগুণ ভাব আদৌ নাই ও হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে তোমাদের প্রত্যেককে লইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজমান আছেন। তিনি যখন আপন ইচ্ছায় এই জগৎব্রহ্মাণ্ড চরাচর

স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি রূপে বিস্তার হইলেন, তখন তাঁহার মধ্যে দুইটী নাম কল্পনা করা হইল—যথা দ্বৈত ও অদ্বৈত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম।

স্বরূপপক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা অদ্বৈত জানিবে এবং উপাধি ভেদে জীবশব্দ দ্বৈত জানিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত বোধ হইবে এবং তাহা মানিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা-পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ও করা উচিত; তাহাতে তোমাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয় এবং তোমরা কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার কষ্ট পাও না। যখন জ্ঞান হইবে তখন দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ সকল প্রকার ভ্রম দূর হইয়া শান্তি পাইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্ জীবঃ ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ" অর্থাৎ ভ্রান্তিদ্বারা আবদ্ধ অবস্থাকে জীবসংজ্ঞা এবং ভ্রান্তিমুক্ত অবস্থাকে শিবসংজ্ঞা জানিবে। মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ ভাব থাকিবেক না। সকলেই শান্তি পাইবে ও জগতের মঙ্গল হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ে সার ভাব বুঝিয়া লইবে।

—*○*—

## নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ব্রহ্মের বিষয়ে সারভাব গ্রহণ কর। যেমন অগ্নিব্রহ্ম

অপ্রত্যক্ষরূপে অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ ভাবে সকল স্থানেই সকল পদার্থে বিরাজমান আছেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কাষ্ঠ, লৌহ, প্রস্তর বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ঘর্ষণ করা যায় তখন অগ্নিব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ ভাব হইতে সকল প্রকার শক্তি, নাম, রূপ লইয়া সাকার সগুণরূপে প্রকাশমান হন ও সকল প্রকার ক্রিয়া করেন। যথা, তাঁহার প্রকাশশক্তি বা গুণে অন্ধকার লয়, উষ্ণতাগুণে উত্তাপ ও তাঁহার ধূমদ্বারা মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়। পীতবর্ণ শক্তির গুণে তামসিক কার্য্য, রক্তবর্ণ-শক্তির গুণে রাজসিক কার্য্য এবং শ্বেতবর্ণ শক্তিরগুণে সাত্ত্বিক-কার্য্য হয়। অগ্নিব্রহ্মের চেতন শক্তির গুণ দ্বারা তৈল বাতি প্রভৃতি সকল বস্তুই আহার করেন ও স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হয়েন। অতএব এ সকল নানা নাম, রূপ, শক্তি, গুণ তাঁহাতে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার সাকার সগুণ নাম কল্পনা করা হয়। আর যখন স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করিয়া অদৃশ্য হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার নাম, রূপ, শক্তি, গুণ আপনাতে লয় করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হন তখন তাঁহার নিরাকার নির্গুণ নাম কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ পরমাত্মাতে গুণের প্রকাশ ভাবকে সাকার সগুণ এবং গুণের সহিত অখণ্ড ভাবকে নিরাকার নির্গুন জানিবেন। কিন্তু উভয় ভাবে বস্তু একই যাহা তাহা নিত্য বিরাজমান।

যিনি নিরাকার নির্গুণ পূর্ণপরব্রহ্ম তিনিই সাকার সগুণ জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইয়া আছেন। এবং যিনি সাকার জগৎ-স্বরূপ তিনিই স্বরূপে নিরাকার নির্গুণ অনাদিকাল হইতে

বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা নিরাকার, সাকার, অখণ্ডা-কারে সমূহ শক্তি, গুণ, নাম, রূপ, ক্রিয়া লইয়া পরিপূর্ণরূপে নিরাকার ভাবেই বিরাজমান আছেন। যদি তাঁহাতে এই সকল না থাকিত তাহা হইলে এই সকল শক্তি, গুণ, নাম, রূপ কোথা হইতে আসিবে ?

যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রা যাও তখন যেমন তোমাদিগের গুণ, ক্রিয়া ও আত্মপর জ্ঞানের প্রকাশ না থাকায় তোমাদিগকে নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত বলা যায় ও যখন তোমরা জ্ঞানময় জাগরিত হও তখন তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান অহঙ্কার বা আত্মপর জ্ঞানের প্রকাশ হয় বলিয়া তোমাদিগকে সাকার সগুণ জ্ঞানময় বলা যায়। কিন্তু তুমি কি জাগ্রত কি সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতেই সকল প্রকার গুণ, ক্রিয়া লইয়া একই ব্যক্তি যাহা তাহাই থাক, স্বরূপ পক্ষে তোমার মধ্যে নিরাকার নির্গুণ বা সাকার সগুণ কোনও প্রকার উপাধি থাকে না। সেই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতার নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ভাব বুঝিয়া লইবে।

জ্ঞানবান পুত্রকন্যার এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, "আমার মাতাপিতার সুষুপ্তির অবস্থাই নিরাকার নির্গুণ কারণ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানাতীত স্বরূপ অবস্থা; মাতাপিতার এই অবস্থাকে পবিত্র বলিয়া মান্য ভক্তি করিব। আর যখন মাতাপিতা জাগ্রত হন তখন মাতা পিতার বাহিক অবস্থা, এ অবস্থাতে মাতাপিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব না।" সকলেরই বুঝা উচিত যে, সুষুপ্তির অবস্থায় যে মাতাপিতার নিরাকার নির্গুণ ভাব

থাকেন সেই মাতাপিতাই জাগ্রত অবস্থায় সাকার সগুণরূপে প্রকাশমান আছেন। সুপাত্র পুত্রকন্যার বিচার পূর্ব্বক জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত; কেননা মাতাপিতার জাগ্রত অবস্থাতেই সকল প্রকার বোধাবোধ ঘটে; নচেৎ মাতাপিতাকে কেবল সুষুপ্তির অবস্থাতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে কি হইবেক? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলে জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকেও অভক্তি করা হয় এবং জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলেও সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করা হয়। যেহেতু উভয় অবস্থায় মাতা পিতা একই থাকেন। সুষুপ্তি ও জাগ্রত ইহা মাতাপিতার দুই প্রকার অবস্থা মাত্র। অতএব নিরাকার সাকার একই জানিয়া অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও উপাসনা করিবে।

---

## পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা।

অজ্ঞানবশতঃ পঞ্চোপাসকগণ না বুঝিয়া পরস্পর কত বিরোধ করিতেছেন ও তজ্জন্য কত অশান্তি ভোগ করিতে ছেন, তাহা বলা যায় না।

আপন ইষ্টদেবতা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা-পিতাকে যথার্থ পক্ষে না চিনিয়া সকলে পরস্পরের ইষ্ট দেবতাকে পৃথক্ ভাবিয়া নিন্দা করিতেছেন ও আপন ইষ্ট দেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু তাহারা জানে না যে কে

তাহাদের ইষ্টদেবতা, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তিনি কোথায় ও কিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

শৈবগণ বিষ্ণু নামের নিন্দা করিতেছেন ও শিব নামের মান্য করিতেছেন ; বৈষ্ণবগণ শিব নামের নিন্দা করিতেছেন এবং বিষ্ণু নামের মান্য করিতেছেন। সেই প্রকার, সৌর, গাণপত্য ও শাক্ত প্রভৃতি উপাসকগণও আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামকে মান্য করিতেছেন ও আপরাপরের ইষ্টদেবতার নামকে অপূজ্য সামান্য বোধে ঘৃণা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের এ জ্ঞান নাই যে সকলের ইষ্ট দেবতা একই—নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে সকল স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। কেবল মহাত্মাগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সকলের ইষ্ট দেবতা হন।

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাঁহাতে পঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাও নাই ও পঞ্চোপাসনা নাই। কেননা নিরাকার একই আছেন। তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎস্বরূপ ত্রিগুণাত্মারূপে বিরাটব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, তাঁহাতেই সকল প্রকার উপাধি শব্দার্থ ও বিচার হইতে পারে।

ইহা সকলেই জানেন ও শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, একমাত্র বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা, জগতের গুরু মাতা পিতাই জগদ্রূপে বিস্তারমান। ইনি ছাড়া আর কেহ নাই, হন নাই ও হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতা পিতা এই বিরাট জ্যোতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বেদে দেব, দেবীমাতা

প্রভৃতি বলেন। যথাঃ—পৃথিবী দেবতা, জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, আকাশদেবতা, তারকাদেবতা, বিদ্যুৎদেবতা, চন্দ্রমা দেবতা, সূর্য্যনারায়ণদেবতা। ইহা ছাড়া আর দেব, দেবীমাতা নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। শাস্ত্রে যে তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্যই চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, প্রভৃতির ইন্দ্রিয়াদি লইয়া তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা কল্পনা করিয়াছেন, যেমন কর্ণের দেবতা দিকপাল। পুরুষ মাত্রেই শিব এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই দেবী মাতা জানিবে।

বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বিরাটব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই বিরাটব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ পৃথক দেব দেবীমাতা আর নাই। যেখানে, যে দ্বীপে, যে দিকে, পাতালে কিম্বা আকাশে—যেখানেই যাও না কেন, এই জগৎ-মাতাপিতা বিরাটব্রহ্মকে পাইবে। ইঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণপতি দেবীমাতা ও সূর্য্যনারায়ণ, সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা। এবং এই মঙ্গলকারী ওঁ বিরাট ব্রহ্মের সহস্র সহস্র অপর নাম কল্পনা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কাহারও পৃথক্ ইষ্ট দেবতা আর নাই, হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি সকলের ইষ্ট দেবতা একই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ না হইতেন তাহা হইলে কেন বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে ও সন্ধ্যা আহ্নি-

কের মধ্যে কেবল সূর্য্যনারায়ণেই সকল দেব দেবীর ধ্যান ধারণা করিবার ও একই অগ্নিতে সর্ব্ব দেব দেবীর নামে আহুতি দিবার বিধি আছে? কেবল একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্মই নিরাকার সাকার-রূপে সকলেরই ইষ্টদেবতা। ইনি সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ বিরাজ-মান আছেন, নিরাকার ভাবে অদৃশ্য সাকার ভাবে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। যদ্যপি তোমরা ইহাঁ ছাড়া আপন আপন ইষ্টদেবকে পৃথক পৃথক মনে কর তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া থাকিলে তাহাকে না সরাইয়া অপর কেহ সেই স্থানে বসিতে পারে না।

একমাত্র সর্ব্বব্যাপী বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আত্মা, মাতা, পিতা সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যদ্যপি ইহাঁ ছাড়া তোমাদের দেব দেবীমাতা, পৃথক্ পৃথক্ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন ও থাকিবেন, তাঁহাদের কি রূপ? ইহাঁকে না সরাইলে তাঁহারা ত স্থান পাইবেন না কিন্তু ইহাঁরও সরিবার স্থান নাই। ইনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সারভাব বুঝিয়া আপন ইষ্টদেবতাকে চিনিতে ইচ্ছা কর।

—•○•—

## সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম।

নিরাকার সাকার, চরাচর, জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম, বৃক্ষ লতা, গুল্ম প্রভৃতি দৃশ্য, অদৃশ্য যাহা কিছু আছে ও সকল প্রকার

নাম, রূপ, গুণ লইয়া পরমাত্মা পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। যেমন পূর্ণ বৃক্ষকে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বগুণান্বিত বলিলে তাহার মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, মিষ্টতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণ, শক্তি, নামরূপ লইয়াই বৃক্ষকে পূর্ণ, সর্ব্ব গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট বলা হয়; একটি মাত্র শাখা, পত্র, গুণ কিম্বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলা হয় না, বৃক্ষ অঙ্গহীন হয় সেই প্রকার বৃক্ষরূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে সর্ব্ব-গুণের সহিত সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ। নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার কোন রূপ, গুণ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম বলা যায় না; অঙ্গহীন করা হয়। যদি কেহ নিরাকার ছাড়িয়া কেবল সাকার উপাসনা করেন কিম্বা সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকার উপাসনা করেন তাহা হইলে পূর্ণভাবে আপনার ইষ্টদেবের উপাসনা হইবে না। সাকার একদেশী ব্যষ্টি এবং নিরাকার একদেশী ব্যষ্টি হইয়া পড়েন, কি নিরাকার কি সাকার কেহ সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণ হয়েন না, উভয়ই অঙ্গ হীন হন। যাহারা নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতাকে পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান বলেন, তাঁহাদিগের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্টদেব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চরাচর লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান কিম্বা কাহাকেও ছাড়িয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান। যদি লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইতে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব। এবং তাহা হইলেই সকলের মধ্যে বিবাদের শান্তি হয় আর যদি ছাড়িয়া পূর্ণ ও সর্ব্ব-শক্তিমান বল তাহা হইলে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান

হওয়া অসম্ভব, কেননা যাহার কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও নাম, রূপ, শক্তি বা অন্য কিছুর অভাব থাকে তাঁহার পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়া কখনই সম্ভব নহে। এক সত্যস্বরূপ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম সত্ত্বে আর একটি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান সমষ্টি বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান ব্যষ্টি, সৃত্য বা অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখুন, এই জগদ্ গুরু মাতা পিতা বিরাট ব্রহ্ম কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ রূপে, স্বতঃ প্রকাশ বিস্তারমান আছেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি লইয়া পরমাত্মা পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান রূপে অনাদি বিরাজমান আছেন। এই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ বা ব্যষ্টি অথবা সর্ব্বশক্তিমান বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান কোথায় থাকিবেন?

যেমন এই পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে আর একটি পৃথিবী থাকিতে পারে না ইহাকে স্থানান্তরিত করিলে তবেই থাকা সম্ভব; সেইরূপ এই আকাশে বিরাট পূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রীপুরুষকে লইয়া সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যদি তোমরা ইহাঁকেই তোমাদের পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেব বল তাহা হইলে তোমাদিগের ইষ্টদেব ও তাহার সর্ব্বশক্তি থাকা সম্ভব, নচেৎ যদি ইহাঁ ছাড়া তোমরা আর একটি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেব কল্পনা কর, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পূর্ণত্ব এবং সর্ব্বশক্তি বা একটি মাত্র শক্তি এই আকাশের মধ্যে কোথায় আছে? তোমার শক্তি যেমন তোমারই স্বরূপ মাত্র, সেইরূপ

ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে। জগতে এই যে সমস্ত নাম রূপ শক্তি দেখিতেছ ইহা কাহার স্বরূপ ও শক্তি? একমাত্র সর্ব্ব শক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কাহার নাম, রূপ, শক্তি হইতে পারে? বৃথা কেন মান অপমান ও সামাজিক স্বার্থের জন্য সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য, মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র বোধে ভ্রমে পড়িয়া জগৎকে ভ্রমে ফেলিতেছ। সামাজিক স্বার্থ, প্রপঞ্চ ও পরস্পরের ইষ্ট দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করাই জগতের অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তোমাদিগের সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেবতা নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া অখণ্ডাকারে একই বিরাট পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে বিরাজমান্ আছেন। তাঁহাকে চিনিয়া পূর্ণরূপে উপাসনা দ্বারা জগতের মঙ্গল স্থাপন কর, নচেৎ পূর্ণ উপাসনার অঙ্গহানি ও জগতের অমঙ্গল হইবে।

---

# ধর্ম্ম কাহাকে বলে।

মনুষ্য মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে সকলেরই ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্ম পালন না করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় না; ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান। প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে বুঝা উচিত। অনেকেরই সংস্কার আছে যে ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ হইয়াছে, ধৃ ধাতু অর্থাৎ যাহার দ্বারা ধৃত আছে বা ধারণ করা যায় তাঁহাকে ধর্ম্ম বলে। কিন্তু ধৃ ধাতু বা ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা তাহারা জানেন না এবং আদৌ বিচার করিয়া দেখেন না; কেবল ধর্ম্ম শব্দ লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, ধৃ ধাতু বা ধর্ম্ম কি বস্তু—সাকার বা নিরাকার কিম্বা নিরাকার সাকার সমষ্টি অর্থাৎ পূর্ণ? নিরাকার ব্রহ্মে ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে না। যেহেতু নিরাকার নিগুর্ণ অর্থাৎ গুণাতীত। নিরাকারে ধারণাশক্তি নাই। যেমন সুষুপ্তিতে তোমার ধারণা শক্তি থাকে না যে, আমি আছি বা তিনি আছেন। সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে, যথা, পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটব্রহ্মই সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া অনাদি কাল হইতে স্বয়ং আপনাধারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই সাত ধাতু হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ অঙ্গ বা ধাতুর দ্বারা তোমরা বা জগৎ চরাচর ধৃত নহ এবং কোন ধাতুর অংশ দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া সমস্ত ধারণা ও বোধাবোধ কর, ও সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদিগের মধ্যে কোন্ ধাতুর অংশের অভাবে বোধাবোধ থাকে না; এবং কোন্ ধাতুর অংশ তোমাদের মধ্যে পুনঃ প্রকাশে তোমরা বোধাবোধ ও ধারণা কর?

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাই নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তিমান রূপে স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ আপন আধারে আপনি বিরাজমান আছেন এবং ইঁহারই নাম ধর্ম্ম ও ইঁহার দ্বারাই সমস্ত ধৃত আছে, ও সমস্তই ইনি। ইঁহারই চৈতন্য, বুদ্ধি, বা জ্ঞান দ্বারা তোমরা আপনাকে ও সমস্ত জগৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ বা বোধাবোধ করিতেছ। তোমাদিগের

এই ধৃ ধাতু জ্যোতিঃস্বরূপ যখন সুষুপ্তির অবস্থায় কারণে লয় হন অর্থাৎ যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও তখন ধৃ ধাতু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অংশ মন ও বুদ্ধি নিরাকার কারণে স্থিত হন বলিয়াই তোমাদিগের বোধাবোধ থাকে না এবং যখন মনো বুদ্ধিরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ ধৃ ধাতু তোমাদিগের অন্তরে নিরাকার হইতে সাকার জ্যোতিঃ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিরূপ সাকার ভাবে প্রকাশমান হন, তখন তোমাদিগের বোধাবোধ বা ধারণা হয় যে, আমি আছি বা পরমাত্মা আছেন এই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ধৃ ধাতু দ্বারা সমস্ত জগৎ ধৃত আছেন এবং তোমরাও ধারণা করিতেছ। যতক্ষণ ইনি জ্যোতিঃ বা মনো বুদ্ধিরূপে স্থিত আছেন, ততক্ষণ জগৎ চরাচরের উৎপত্তি পালন ও চেতনরূপে কার্য্য হইতেছে। তিনি না থাকিলে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবেক। অতএব বৃথা শব্দার্থ ও তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া ধৃ ধাতু বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা ধর্ম্মকে চিনিয়া অর্থাৎ পূর্ণরূপে ধারণা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক।

মনুষ্য মাত্রেরই পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করা উচিত, যাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকিতে পার। এই অনাদি সনাতন ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগদ্গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইলেই জগতে নানা প্রকার কষ্ট ও অশান্তি হইয়া থাকে। যাহার বোধ নাই যে, ধর্ম্ম বা পরব্রহ্ম অথবা নিজে কি বস্তু, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম বিষয়ে সত্যাসত্য বলা বা ধর্ম্ম প্রচার করা অনুচিত ও জগতের অমঙ্গল-

কর। যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শক্তি আছে। সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা জানে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শক্তি নাই। সে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও নিজে কি বস্তু তাহা কি প্রকারে জানিবে? এইরূপ মনুষ্যের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার না হইয়া অধর্ম্মই প্রচার হয় এবং ইহাতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ ব্যক্তি রাজার দণ্ডার্হ।

---

## কাহাকে বলে চেতনা।

আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে, এক পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহই আকাশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে। অথচ পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া এ বুঝিতে পারেন না যে, নিরাকার সাকার মঙ্গলময় একই বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচরকে লইয়া অনাদি কাল হইতে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন এবং নিরাকার ও সাকারের ভেদ কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষে যন্ত্রণা ভোগ করেন। নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে ঘৃণা করিয়া জড়োপাসক বলেন ও সাকারবাদী নিরাকরবাদীকে নীরস, শুষ্ক, জ্ঞানাভিমানী বলিয়া হেয় করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী আর এক সম্প্রদায়ের লোক নিরাকারে জগৎ হইতে ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়া মনুষ্যের অনুরূপ এক পুরুষকে ঈশ্বর,, গড্, খোদা প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করেন। ইহাঁরা অন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি

স্থাপনা করা দূরে থাকুক এক দলকে শূন্যোপাসক ও অন্য দলকে জড়োপাসক জ্ঞানে সর্ব্বত্র বিবাদের অগ্নি জ্বালেন। কাহার নাম জড় ও কাহার নাম চেতন তাহার যথার্থ ধারণা হইলে সমস্ত ভ্রান্তি, বিবাদ বিষম্বাদ, অপ্রীতি লয় হইয়া জগৎ শান্তিময় হইবে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্ব্বক চেতনা কি পদার্থ উত্তমরূপে চিনিয়া পরমানন্দে কাল-যাপন কর।

বিচার না করিয়া আপাততঃ দৃষ্টিতে অথবা পরের মুখে শুনিয়া কোন বিষয়ে ধারণা করা উচিত নহে। সকলেরই বুদ্ধি আছে বিচার পূর্ব্বক সত্যকে নির্ণয় করিয়া ধারণ কর। নতুবা তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে এই কথা পরের মুখে শুনিলে কাণে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া বুদ্ধিমান জীবের অনুপযুক্ত।* সাকার সমষ্টি বা নিরাকার জড় কি চেতন এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখ, তুমি নিজে জড় কি চেতন। যদি বল জড় তবে জড়ের ত কোন বোধাবোধ বা বিচারশক্তি নাই। যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন জ্ঞান বা চেতনা থাকে না। কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে। যদি বল তুমি চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, চেতনা কি পদার্থ? পূর্ব্বেই দেখিয়াছ যে, বস্তুর দুইটী মাত্র ভাব—নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ। এতদ্ভিন্ন বস্তু নাই ও হইতে পারে না। এখন দেখ, চেতনা সাকার কি নিরাকার।

যদি বল আমি নিরাকার চৈতন্য, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, জাগরণ, স্বপ্ন ও

সুষুপ্তি এই সব অবস্থা নাই। যদি বল যে, জাগ্রতাবস্থায় আমি নিরাকার, তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক প্রথমেই দেখ যে জাগ্রতাবস্থায় তোমাতে যে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহা কি নিরাকার ব্রহ্মের? আরও দেখ তুমিত জাগ্রতাবস্থায় নিরাকার বর্ত্তমান আছ, পরে স্বপ্নাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং সুষুপ্তিতেও কি তুমি নিরাকার? যদি তাহা হয়, তবে নিরাকার কয়টা? নিরাকার এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং তাহাতে কোনও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যিনি নিরাকার তিনি নিগুর্ণ মনোবাণীর অতীত ও জ্ঞানাতীত তাঁহাতে বোধাবোধ, চেতনাচেতন, বিচারশক্তি নাই। যেরূপ তোমার সুষুপ্তির অবস্থায় ঘটে। যখন "আমি আছি" এ জ্ঞান থাকে না, তখন বিচারাদি কি প্রকারে সম্ভবে? কিন্তু তোমাতে চেতনাচেতন ভাব আছে ও তিন অবস্থা প্রত্যহ ঘটিতেছে, ইহাত নিশ্চয় জানিতেছ। যদি বল, যিনি নিরাকার চৈতন্য তিনি অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে একই ভাবে বিরাজমান। তাহা হইলে সাকার নিরাকার, ভেদাভেদ সকলই নিরস্ত হয়। কেননা তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরাকার প্রভৃতি সর্ব্ব বিশেষণ বিবর্জ্জিত একই ব্যক্তি রূপ, গুণ ও অবস্থাভেদে জড়, চেতন প্রভৃতি ভাবে প্রকাশমান হইয়াও যাহা তাহাই রহিয়াছেন। এরূপ ধারণা হইলে কোন প্রকার বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে এই জগতের যাহাতে যে কার্য্যের উপযোগী যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীব পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

যদি বল, "আমি নিরাকার চৈতন্য, নিষ্ক্রিয় ; আমার আভাস অর্থাৎ ছায়া এই দেহে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সুষুপ্তি কালে সেই ছায়ার লয় হয় বলিয়া কোন কার্য্য থাকে না। আমি সুষুপ্তি প্রভৃতি তিন অবস্থাতে একই ভাবে রহিয়াছি" তবে দেখ, একই ভাবে থাকা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় তাহা সুষুপ্তিতে থাকে না। এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা অবস্থা উদিত হয় তাহারই নাম তুরীয় অর্থাৎ ঐ তিন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাই চতুর্থ অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কল্পিত হইয়াছে। এখন বিচার করিয়া দেখ, যিনি নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য তাঁহার ছায়া বা আভাস কিরূপে সম্ভবে ? এবং তাঁহার দ্বারা কার্য্য হওয়া আরও অসম্ভব। বিশেষতঃ জড়ের তুলনায় চেতন। তুলনা নিরাকারে ঘটিতেই পারে না। যে দুই বা ততোধিক পদার্থকে মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহাদেরই মধ্যে তুলনা করা যায়। নিরাকার নির্গুণ যাঁহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তুলনা অতুলনা নাই। তিনি স্বয়ং জগতে চেতন, অচেতন উভয় ভাবে বিরাজমান। জীব নিজে চেতন বলিয়া তাহার নিকট অচেতনা অপেক্ষা চেতনা প্রিয়। সাকার নিরাকার চেতনাচেতন ভাবের অতীত যে বস্তু তাঁহাতে প্রীতি স্থাপনার জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাকে চেতনা বলিয়া আত্মভাবে উপাসনা করিবার বিধি আছে। যদি বল, যে পদার্থ চেতন ( যাঁহাকে "আমি" বলিতেছি ) তাহা দেহেই রহিয়াছে, অন্যত্র নাই তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে, স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন ও জড় অন্নাদির দ্বারা পরিপুষ্ট যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথা হইতে আসিল ? যদি বল জগতের বহির্ভূত

প্রদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে চেতনের জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। তুমি কি॰ চেতনাকে জগতে আসিতে দেখিয়াছ কিম্বা শুনিয়াছ যে অপর কেহ দেখিয়াছে? যদি বল, আমি বা কেহ না দেখিলেও ইহার প্রমাণের প্রভাব নাই। কেন না বহু পূর্ব্বে এক সময়ে এ ব্রহ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন জীব রহিয়াছে। অতএব হয় জগতের সমুদায় বা কোন পদার্থের পরিণতি বা অবস্থান্তর ঘটিয়া চেতনা উৎপন্ন হইয়াছে নতুবা চেতনা অন্যত্র হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যখন জগতের প্রত্যেক ও সমুদায় পদার্থই জড় তখন তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতনা তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতেই চেতন আসিয়াছিল। অনন্তর সেই চেতনা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রবাহ চলিতেছে—ইহাই তোমার অভিমত। এখানে বিচার করিয়া দেখ যে, চেতনা নাই অথচ চেতন ব্যবহারের উপযোগী দেহ আছে ইহা কেহ কখন দেখিয়াছ কি না? যদি না দেখিয়া থাক তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাকে অচেতন পদার্থ বল তাহাতেই তখন চেতনা আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যদি অচেতন পদার্থ এক কালে চেতনের বাসোপযোগী ছিল এমন হয় তাহা হইলে সে উপযোগিতা এখন নাই কেন? কি জন্য এখন যত্র তত্র অচেতন পদার্থে চেতনার বিকাশ নাই? কেন এখন চেতন অচেতন দুই ভিন্ন প্রকার পদার্থ রহিয়াছে? আরও দেখ, অন্যত্র হইতে চেতনা আসিয়াছে বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে। যে স্থান হইতে চেতনা আসিয়াছে সেখানে কোথা

হইতে আসিল? অন্যত্র হইতে। সে অন্যত্রে কোথা হইতে আসিল? এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। প্রথমেই "জানি না" বলিলে যে ফল ইহাতেও সেই ফল।

এই সকল কথা আলোচনা করিয়া যদি বল যে, চেতনা বা আমি সাকার, অনাদিকাল সাকারের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই সাকার চেতনা অর্থাৎ "তুমি" সুষুপ্তিতে অচেতন নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে এবং জাগ্রতে পুনরায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখ, তুমি যে বস্তু তাহা সাকার নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত—জড় ও চেতন সেই বস্তুর ভাব। নতুবা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র। যাহা উভয় ভাবের অতীত তাহারই উভয় ভাবে প্রকাশ সম্ভবে। যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তুমি চেতন সেই তুমি জড়। আরও দেখ যদি তুমি সাকার হও তাহা হইলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এই সপ্ত ধাতু বা প্রকৃতি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর। এই সাকার নিরাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চরাচর জগতকে লইয়া সর্ব্বকালে বিরাজমান। তুমি কি ইহাঁর কোন একটী অঙ্গ না সমষ্টি সাকার? যদি বল তুমি সমষ্টি, তাহা হইতে যখন তোমার সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে, তখন স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়া থাকে ও প্রাণবায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না? জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিতে চক্ষের জ্যোতিঃ থাকে না ও শরীর জ্ঞান শূন্য হয়। এখন বুঝিয়া দেখ

চেতনা কে ? যাঁহার উপস্থিতিতে তুমি চেতন ভাবে সমুদায় কার্য্য কর এবং যাঁহার অনুপস্থিতেতে তুমি সুষুপ্তিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, তিনিই চেতনা। কিন্তু তিনি কে ? যদি বল, "জানি না," তাহা হইলে স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেতনাকে জান না বা চিন না, তখন জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষে চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে ? এই জন্যই তোমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুঞ্জীভূত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, যাঁহার তেজোময় চেতনায় তোমরা জীব মাত্রই চেতন রহিয়াছে, যাঁহার চেতন শক্তির সঙ্কোচে তোমরা সুষুপ্তিতে অচেতন থাক, সেই পূঞ্জীভূত চৈতন্য, তেজোময় জ্যোতিঃ-স্বরূপকে জড় বল।

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্ত্তনের সাধারণ নিয়ম কি ? আকাশে জ্যোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্ন সুষুপ্ত জীবের চেতন, জাগ্রত অবস্থা ঘটে। সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি ত অচেতন থাক কোন গুণ বা শক্তি থাকে না ; পরে জাগ্রত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কর। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্ত্তন তাহা কাহার বা কি শক্তির কার্য্য ? তোমার ত সুষুপ্তির অবস্থায় কোন শক্তি থাকে না অথচ বিনা শক্তিতে কার্য্য হয় না। এদিকে দেখিতেছ যে জ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীব মাত্রের চেতনা হয়। ইহা দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতনা ? যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে।

যদি বল, আমি একটী অঙ্গ, তাহা হইলে তুমি কোনটী—পৃথিবী, জল বা বায়ু অথবা জ্যোতিঃ? যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহা হইলে তুমি হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল রক্ত রস নাড়ী। যদি বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা ক্ষুধা পিপাসা লাগিতেছে মাত্র। যদি বল তুমি প্রাণ বায়ু, তাহা হইলে প্রাণবায়ু সত্বেও সুষুপ্তিতে তুমি অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি জ্যোতিঃ, তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে জ্যোতিই চেতন এবং এই স্থানেই বিচার সমাপ্ত হইল।

তোমার নিজের জ্ঞান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে বোধ হইতেছে যে, "আমি, আমি" এবং সুষুপ্তিতে কাহার গুণের অভাবে তোমার বোধাবোধ থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাক। অথচ পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্য সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, ইহা স্বীকার করিয়াও এদিকে জ্যোতিঃস্বরূপ চেতন পুরুষকে জড় ভাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান, জ্যোতিঃ, তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়া বাহিরের প্রকাশগুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছেন ও অন্তরে চেতন গুণ দ্বারা বোধ করাইতেছেন যে "আমি আছি"। তিনি যখন বাহিরের সেই প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে পারিতেছ না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক, বোধ কর যে, "আমি আছি"। এই চেতন গুণ বা শক্তির সঙ্কোচ করিয়া যখন তিনি নিরাকার নির্গুণ কারণরূপে স্থিত হন, তখন তোমার সুষুপ্তির অবস্থায় নিষ্ক্রিয় ভাবোদয়

হয়, সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত থাকে। সুষুপ্তিতে স্থূল শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরমাত্মা শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাখেন। তদ্দ্বারা রক্ত চলাচল হয়, নতুবা রক্ত জমিয়া স্থূল শরীর পচিয়া যাইবে। যেরূপ সরিষার তৈলে আচার থাকিলে পচে না সেইরূপ প্রাণ-বায়ু বহমান থাকিতে শরীর নষ্ট হয় না। এ নিমিত্ত পরমাত্মা স্থূল শরীরে আমরণকাল প্রাণশক্তি রাখেন। এই শক্তির সঙ্কোচ ঘটিলে শরীরের মৃতাবস্থা হয়। মৃত্যু ও সুষুপ্তির মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, সুষুপ্তিতে প্রাণশক্তি থাকে, মৃত্যুতে থাকে না। যেরূপ অগ্নি বর্ত্তমানে তাহার সমুদায় ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, অগ্নিনির্ব্বাণের সহিত তাহার সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হয় সেইরূপ জীবাত্মার বর্ত্তমানে সমস্ত ক্রিয়া হয় ও করিতেছ; জীবাত্মার নির্ব্বাণে সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হইবে ও সুষুপ্তির অবস্থায় হইতেছে।

যেমন সিপাহিদিগের মধ্যে পাহারা বদ্‌লি তেমনি শরীরের মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি সংঘ অসংখ্য প্রকার কার্য্য করিতেছেন তাহার সমুদয় শক্তিকেই পর্য্যায় ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়। সুষুপ্তির অবস্থায় প্রাণশক্তিকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়, এজন্য দক্ষিণে প্রাণ চলিলে বামে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষিণে চলে না। বামের প্রাণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ, দক্ষিণের প্রাণ সূর্য্যনারায়ণ। এই দুই জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তান্ত্রিকগণ প্রকৃতিপুরুষ বলিয়া থাকেন; কিন্তু লোকে অজ্ঞান-বশতঃ চিনে না যে, এই দুই কাহার নাম। অজ্ঞানবশতঃ তোমরা আপনাকে অন্তরে চেতন বলিয়া স্বীকার কর কিন্তু তেজোরূপ জ্যোতিঃ বলিয়া স্বীকার কর না এবং বাহিরের যে

তেজোরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলিয়া স্বীকার কর কিন্তু চেতন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর না। তোমাদিগের মধ্যে এই প্রভেদ আছে বলিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিনি ভিতরে চেতনরূপ তিনিই বাহিরে তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান। যিনি বাহিরে তেজোময় প্রকাশমান তিনিই অন্তরে চেতনারূপে রহিয়াছেন। যিনি অন্তরে তিনিই বাহিরে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যাঁহার এরূপ অবস্থাবোধ আছে তাঁহারই জ্ঞান আছে, যাঁহার জ্ঞান আছে তাঁহার শান্তি আছে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই।

এতদূর বিচার করিয়াও তোমার মনে এই আশঙ্কা রহিয়াছে যে যদি জ্যোতিঃ ও চেতন একই পদার্থ তাহা হইলে বাহিরে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই জীবদেহে চেতনার প্রকাশ হইবে এবং জ্যোতির অপ্রকাশ হইলেই জীব দেহেও চেতনার অপ্রকাশ ঘটিবে। কখন কুত্রাপি ইহার অনুমাত্র অন্যথা ঘটিবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে, গভীর অন্ধকার গুহার মধ্যেও জীব চেতন ভাবে "আমি আছি" বোধ করিতেছে। জ্যোতির অস্ত মাত্রেই সকল প্রাণী নিদ্রিত হইতেছে না এবং উদয়ের পরে ও পূর্ব্বেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে। কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয় মাস ব্যাপী অনুদয় ও সেই পরিমাণ কাল উদয় কিন্তু সে দেশে জীবের ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাস জাগরণ ও হয় না। অতএব জ্যোতিকে চেতনা বলিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব।

বিচার করিলে দেখিবে যে তোমার আশঙ্কার স্থল নাই।

জ্যোতিকে চেতন বলিয়া স্বীকার করিলে, যে সকল আপত্তি উঠাইয়াছ সমস্তই নিরস্ত হইবে। যাঁহারা জ্যোতিকে অচেতন বলেন তাঁহারাও জ্যোতির প্রকাশ গুণ বা শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন যে, পরম্পরাক্রমে জগতের তাবৎ কার্য্য নিষ্পত্তির মূলশক্তি জ্যোতিঃ। কেবল চেতন ব্যবহারে জ্যোতির কর্তৃত্ব আছে কিনা ইহা লইয়াই বিবাদ। এখন উপরন্তু জ্যোতিকে চেতন বলিলে কি দাঁড়ায় দেখ। প্রথমতঃ দাঁড়ায় যে, জ্যোতিঃপুরুষের ইচ্ছা আছে। এবং চেতনার ব্যাপারে জ্যোতিরই অধিকার। বাহিরে ও ভিতরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর অন্য কোন পদার্থের অধিকার নাই। জ্যোতিঃ সকলকে প্রকাশ করেন, জ্যোতিকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। চেতন সকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে কেহ জানিতে পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতিঃ যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, প্রকাশ ও চেতন এই তিন শক্তির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার সঙ্কোচ বা প্রকাশ করিতে পারেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুষুপ্তিতে তোমারও চেতনা লুপ্ত হইতেছে। অথচ প্রাণশক্তি চলিতেছে। একের সঙ্কোচ করিলে সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। এ কথা বুঝিতে পারিলে সহজেই দেখিবে যে, জ্যোতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সঙ্কুচিত করিয়া অপ্রত্যক্ষ উত্তাপ বা অগ্নিরূপে কত কার্য্য করিতেছেন এবং উত্তাপ গুণের সঙ্কোচ করিয়া চন্দ্রমারূপে কত অন্য কার্য্য করিতেছেন ও প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ করিয়া জীবরূপে চেতন গুণের দ্বারা অন্য প্রকার কত কার্য্য

করিতেছেন। এবং তিন গুণ লইয়া সূর্য্যনারায়ণ রূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবহার করিতেছেন ও করাইতেছেন। যখন তিনি বাহিরের প্রকাশ ও ক্রিয়া শক্তি সঙ্কুচিত করিয়া দেহে চেতন গুণ মাত্র রাখেন তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীব "আমি আছি" এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ সঙ্কুচিত হইলে সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে। বুঝিতে সুবিধা হয় বলিয়া গুণ ও শক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচ বলা হইল। কিন্তু পরিমাণের তারতম্য বশতই উল্লিখিত কার্য্য ঘটিয়া থাকে। ঐকান্তিক সঙ্কোচ বা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ পরিমাণের তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন জীবে চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার দেখা যায়—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। অন্তরে বাহিরে যে ঘটে যে কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা তাহাই ঘটিতেছে। বহু জীব না হইলে জগতের বিচিত্র লীলা সম্পন্ন হয় না এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্তি লুপ্তপ্রায় করিয়াছেন। সেই অপ্রকাশ বা অন্ধকারে চেতন শক্তি দেহের ভেদ অনুসারে "আমি আছি" বোধ করাইয়া সংসার প্রবাহ রক্ষা করিতেছেন। পরমাত্মা দয়া করিয়া জীবের অন্তরে প্রকাশ গুণের আধিক্য ঘটাইলে জ্যোতিই চেতন ও প্রতি দেহ গত জীবরূপে পরমাত্মার সহিত অভেদে উপলব্ধ হয়েন। তখন জীব দেখেন যে, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও স্বরূপে তিনি যাহা তাহাই আছেন। তখন সর্ব্ব সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া জীব পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। যদি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ ও চেতনের সময়ক্রমে একের স্ফূর্ত্তি অপরের সঙ্কোচ না করিতেন তাহা হইলে জগতে "আমি আছি" এ জ্ঞান থাকিত না

এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রতি জীবগত চেতন ব্যবহার চলিত না। এজন্যই প্রকাশ ও চেতনের প্রভেদ ঘটাইয়া অন্ধকার বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতন অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা উৎপন্ন করিতেছেন। যথার্থপক্ষে জ্যোতিই চেতনা ও চেতনাই জ্যোতিঃ। যদি একথা তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে ধারণা না হইয়া থাকে তবে তোমাদিগের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা স্থূলরূপে যতদূর বুঝিতে পার ততদূর পর্য্যন্ত স্থূল, সূক্ষ্ম পদার্থ অন্তরে বাহিরে মেলন করিয়া দেখ বা ইহাঁর শরণাগত হও, তাহা হইলে বুঝিতে সক্ষম হইবে। যাহা তোমাতে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আছে, যাহা তোমাতে নাই তাহা ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে নাই ও হইতেও পারিবে না। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা তোমাতেও আছে।

বিরাট পুরুষের স্থূল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার হাড় মাংস দেখ। তাঁহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার রক্ত, রস, নাড়ী দেখ। তাঁহার মুখ অগ্নি বাহিরে দেখিতে পাইতেছ, ভিতরে তোমার শরীরে পিপাসা, আহার, পরিপাক শক্তি দেখ। তাঁহার প্রাণবায়ু বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার শ্বাস প্রশ্বাস প্রাণবায়ু চলিতেছে দেখ। তাঁহার কর্ণ ও মস্তক আকাশ বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতেছ, তোমার ভিতরে খোলা আকাশ ও কর্ণের ছিদ্র যাহাতে শুনিতেছ তাহা দেখ। এতদূর পর্য্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ ও বুঝিতেছে। কিন্তু তুমি স্বয়ং কে, কি বস্তু এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহা দ্বারা তুমি বুঝিতেছ তাহা যে কি, জানিতেছ না। অতএব তুমি এস্থলে বিচার করিয়া দেখ, এই যে আকাশে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ দেখিতেছ

যাহা বাহিরে বিরাট পুরুষের মন তাহাই ভিতরে তোমার মন, যাহা দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছ ও "আমার তোমার" বুঝিতেছ। এবং এই যে আকাশে সূর্য্যনারায়ণ দেখিতেছ, ইনি বাহিরে বিরাট পুরুষের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা এবং ভিতরে তুমি, তোমার বুদ্ধি ও চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা, যিনি তুমি রূপে চেতন হইয়া বিচার পূর্ব্বক সৎ অসৎ নির্ণয় করিতেছেন বা করিতেছ ও নেত্র দ্বারে রূপ, কর্ণ দ্বারে শব্দ, নাসিকা দ্বারে গন্ধও জিহ্বা দ্বারে রস গ্রহণ করিতেছ। প্রত্যহ তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিনটী অবস্থা ঘটিতেছে। জাগ্রতে তোমার অর্থাৎ বিরাট পুরুষের রূপ সূর্য্যনারায়ণ, স্বপ্নে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বেও কতকাংশে অন্ধকার, যেমন তোমার স্বপ্নাবস্থায় চেতনা আছে অথচ নাই। সুষুপ্তির অবস্থা অমাবস্যার রাত্রি, গুণ ক্রিয়ার সমাপ্তি। এই তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তিন অবস্থাতেই তুমি যে ব্যক্তি সে একই থাক। স্বরূপে তুমি সদা যাহা তাহাই রহিয়াছ। এ তিন অবস্থায় তোমার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্ব্বকালে একই পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। উদয় অস্তে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যস্বরূপ তিনি চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, তোমাদিগকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার একই পুরুষ সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই সকল কথায় তোমাদিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বাতীত যে পদার্থ তাঁহাকে বর্জ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার ও যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। বস্তু

যাহা তাহাই তোমাদিগের সহিত চরাচরকে লইয়া সর্ব্বকালে অভেদে বিরাজমান আছেন। সাকার নিরাকার বস্তু নহে। ভাব মাত্র। নিরাকার কারণ ভাব, সাকার কার্য্য-ভাব, বস্তু উভয়ই এক। কার্য্য না থাকিলে কারণ এবং কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না। কার্য্য কারণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বস্তু স্বয়ং থাকেন। সে ভাব বা সে বস্তু যে কি বা কেমন তাহা নির্দ্ধারণ হয় না। এই নির্দ্দেশ শূন্য "যাহা তাহাই" কে নির্দ্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নানা ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়া অভিমান বশতঃ দুঃখ ভোগ করে ও দ্বেষ হিংসা পরবশ হইয়া জগতে অনিষ্টের কারণ হয়। এইরূপ অমঙ্গলের আর একটী হেতু সাকার নিরাকারের মধ্যে বস্তু পক্ষে ভেদ কল্পনা। যে ব্যক্তি সাকার সেই ব্যক্তিই নিরাকার। যে মাতাপিতা সুষুপ্তির অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হইয়া সমুদায় কার্য্য করেন; উভয় অবস্থায় ব্যক্তি একই। এইরূপ নিরাকার সাকার একই ব্যক্তি। তিনি নিরাকারে কোন কার্য্য করেন না; সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ নামরূপ জগৎ ভাবে বিস্তারমান হইয়া অনন্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। তোমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা করিও না। যিনি নিরাকার সাকার চৈতন্যময় তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধারণা কর। তিনি দয়াময় নিজগুণে তোমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

---

# বেদ কাহাকে বলে।

কেহ কেহ বলেন যে বেদ অনাদি, ঈশ্বর প্রণীত, অপরাপর শাস্ত্র আধুনিক, মানব কল্পিত, সুতরাং ভ্রমপূর্ণ। অতএব বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্য করা এবং উহার মতে চলা উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদের অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে। এজন্য ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া পুরাণ, তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও বেদের ন্যায় সত্য এবং ইহার মতে চলা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলেন বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম-পুস্তক ও ঈশ্বরের বাক্য; অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা। আবার মুসলমানগণ বলেন যে, কোরাণই একমাত্র শ্রদ্ধেয় সত্যশাস্ত্র, অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ, অশ্রদ্ধেয়।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল ধর্ম্ম-মতের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোন ধর্ম্মাবলম্বী যথার্থ সত্য ধর্ম্ম আচরণ করেন। সত্য বা ধর্ম্ম এক কি বহু আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক কি দুই? 'সত্য' এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত।

যদি একই সত্যপুরুষ কর্ত্তৃক বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্রাদি রচিত হইয়া থাকে তবে কখনই তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে, তাঁহার বয়সের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা

দৃষ্ট হইবে। অতএব ঈশ্বর কর্তৃক শাস্ত্র লিখিত হইলে সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ব জীবের হিতকর একই মত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে যে এই সকল শাস্ত্রমধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল শাস্ত্রকারগণের পরস্পর অবস্থাভেদহেতু সামাজিক স্বার্থপরতা। যাহারা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র লিখিয়াছে, তাহার সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের নিশ্চয়ই মিল থাকিবে না। যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে সারতত্ত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে এবং জগতের কোন সত্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী লোকের সহিত তাহার অমিল হইবে না, ইহা নিশ্চিত জানিবে। "সত্য" সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য; "মিথ্যা" সকল স্থানেই সকলের নিকটেই মিথ্যা। পুরাকালে ঋষিদিগের মধ্যে যিনি যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই প্রকার ভাব বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাহার ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ অজ্ঞানঅবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের ভাব এবং অজ্ঞান ও জ্ঞানবান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না; এবং স্বপ্নাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জাগ্রতাবস্থাপন্ন বক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না ও স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বেদ, উপনিষৎ বাইবেল, পুরাণ, কোরাণাদি

কাহাকে বলে আর ইহারা কি বস্তু—নিরাকার, না, সাকার ? যদি নিরাকার হয় তাহা হইলে অদৃশ্য, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এবং ভিন্ন ভিন্ন না হইয়া একই। যদি সাকার হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম। ইঁহা ছাড়া আর কেহই হন না, হইবার সম্ভবনাও নাই। তবে কাহাকে বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি বলে ? যদি সত্যকে বল তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। যদি মিথ্যাকে বল, তবে মিথ্যা কি বস্তু ? যদি কাগজ কালিকে বল, তাহা হইলে জগতের যত দপ্তরখানায় কাগজ কালি আছে সকল গুলিই বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ হইতে পারে। যদি শব্দকে বল, তাহা হইলে শব্দ মাত্রেই আকাশের গুণ, সুতরাং সকল শব্দই বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ। যদি আকাশকে বল, তাহা হইলে একই সর্ব্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছেন, তাঁহার মধ্যে কোন উপাধি বা কাহারও সহিত কোন বিদ্বেষ নাই। অতএব কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধ হওয়া অসম্ভব। যদি জ্ঞানকে বল তাহা হইলে জ্ঞান একটি না অনেক ? জ্ঞান ত একই। একই জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে তোমাদের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তোমরা কোন্ ধাতুকে বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ বলিয়া স্বীকার কর ? তোমরা আপন আপন জয় পরাজয়, মান অপমান, সকল প্রকার মতামত, নানা প্রকার ভাব ও সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখ এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান

আছেন, সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুকে অখণ্ডা-কারে হৃদয়ে ধারণ কর ও তাঁহার শরণাগত হও, তাহা হইলে তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে ও শান্তি পাইবে এবং বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিবে যে, এ সমস্ত তাঁহারই নাম। যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে মানে সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখে। নতুবা যে ব্যক্তি বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিকে মুখে মানি বলে অথচ বেদ, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ কাহাকে বলে তাহার অর্থ বুঝে না এবং তাহার মর্ম্মানুসারে কার্য্য করে না, স্বার্থ প্রযুক্ত অন্তরে এক ভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদি-শাস্ত্রের অমর্য্যাদাকারী—ভণ্ড। এ সকল লোকের কোন কালেই মঙ্গল নাই। ইহারা চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাদের কথা মানিলে জগতের অমঙ্গল হয়।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতি-পাদ্য একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে। ব্রহ্ম ব্যতীত কাহারও একটি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মের আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই, যেমন তেমনই পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎস্বরূপে অনাদিকাল হইতে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। আদিতে যে পৃথিবী ছিলেন এখনও সেই পৃথিবী আছেন। সেই জল, সেই অগ্নি,

সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চন্দ্রমা, সেই সূর্য্যনারায়ণ আদিতে যেমন ছিলেন এখনও তেমনই বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না; যাহা আছেন তাহা অনাদিই আছেন। ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই, সুতরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই। সার বস্তু সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। বৃথা আড়ম্বর দ্বারা সত্য হইতে বিমুখ ও সময় নষ্ট করিতে নাই। দেখ পূর্ব্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যাবসানে আমরা এক্ষণে আর এক রাজার শাসনে আছি। এক্ষণে যদি আমরা বলি যে এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন আমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। এ স্থলে বুঝা উচিত যে, এই রাজা নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা বস্তু ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত নহে যে প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাতন, তাঁহাকে মানিব, পিতামহ নূতন ইহাকে মানিব না। ইহা যে কত বড় ভুল ও অন্যায়, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে, এই পিতামহ আদিতে ছিলেন তিনিই এখন আসিয়াছেন, যদি আদিতে না থাকিতেন তবে এখন আসিতেন না। পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয়। সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অপমান করিলে নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে অপমান করা হয়। এই

প্রকারে বেদাদি শাস্ত্র প্রভৃতির সারভাব বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক।

---

## বেদ পাঠে অধিকার।

কোন কোন সামাজিক হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদ পাঠ, ওঁকার মন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শান্তচিত্তে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক এ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ কর যাহাতে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে। যাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নির প্রয়োজন; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহারই জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহাতে তাহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানমুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়।

জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার

নাই। বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য। অতএব বেদপাট অজ্ঞান ব্যক্তির জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিষ্প্রয়োজন। যদি শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ. তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে। যেহেতু শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জগৎময় আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন, নতুবা অন্য কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তাঁহার বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তিনি অজ্ঞান তাঁহাতেই শূদ্র সংজ্ঞা হয়। তাহারই জ্ঞানমুক্তির জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই বেদপাঠ ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন। এবং তিনিই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে। যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে, আর যদ্যপি আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের আত্মাই শূদ্র

ও স্ত্রী। যতদূর পর্য্যন্ত জীবের বোধাবোধ বা মনের গতি আছে এবং যাহার দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে শাস্ত্রে তাহাকে প্রকৃতি, শক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে ভাবে বোধাবোধ ও মনের গতি নাই অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে শাস্ত্রে চৈতন্য বা পুরুষ বলে। অতএব শক্তিবিহীন পুরুষ অনধিকারী, কারণ অক্ষম এবং স্ত্রী অধিকারী, কারণ সক্ষম। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণপরব্রহ্মই, কারণপরব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত কর্ম্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও শাস্ত্রে লেখা আছে যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাতা পিতার রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সৎ সংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। এবং যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাঁহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শক্তি আছে। এবং যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তিনি জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয়েন সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লেখা আছে :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যথা ঃ—

বিপ্রাদ্দ্বি ষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদার বিন্দ
বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিং মনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি
সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণসম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণুভগবানের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরতে নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম। এবং যিনি চণ্ডাল হইয়াও আপনার, তনু, মন, ও ধন, ইত্যাদি বিষ্ণুভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সকল বিষয়ের অধিকারী। তিনি আপনাকে ও নিজ কুলকে পবিত্র করিয়া জগতের মঙ্গল করেন। পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বহন করিতে আনন্দ পান।

যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়চারণায়॥

অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম এই যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠে বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি—স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ আত্মাগুরুকে উপাসনা করিবে। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে, যিনি সত্য বলেন তাঁহাকেই বেদ জানিবে। সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

—*○*—

# পরমার্থে অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমাত্মাকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম-রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তিনি অন্য নাম-রূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই তাহাদিগকে নাস্তিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ, সকলেই ইষ্টভ্রষ্ট হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী-অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার স্বার্থ ও পক্ষপাতপরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জলজন্তুর জলে বাস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর

হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অধিকার বা অনধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেননা তাঁহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর একটী কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মার বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম বা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাঁহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।

ভাবিয়া দেখ এক মাতাপিতার দশ পুত্রকন্যার মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে বা তাঁহাদিগকে মতা পিতা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মাতা পিতা প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল সাধন করেন, না, অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুত্রকন্যা ইহা দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হন যে, "আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।" কেবল কুপাত্র পুত্র কন্যাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে। পুত্র কন্যারূপী তোমরা

জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাতা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ সাকার, নিরাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ মাতাপিতা। এই বিরাট পুরুষ ওঁকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়া ওঁকার রূপই রহিয়াছে এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। তোমরা জগদ্বাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে এবং "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র যে তাঁহার নাম তাহা সর্ব্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে দ্বিধাশূন্য হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক জপিবে। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

---

## ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে।

সর্ব্বদা ব্রহ্মতেই আচরণ করা অর্থাৎ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে তেজোময় পরমাত্মাকে অন্তরে বাহিরে প্রেমভক্তি সহকারে ধারণ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অবস্থায় রেতঃ ধারণ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না। রেতঃ অনর্থক পরিত্যাগ করিলে স্থূল শরীর দুর্ব্বল ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিয়া রীতিমত নিষ্পন্ন করিতে সামর্থ্য বা পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি থাকে না; সর্ব্বদাই অসৎ পদার্থে চিত্তের আসক্তি জন্মে এবং উৎসাহ ভঙ্গ হয়। মনুষ্য মাত্রেই জানেন যে, রেতের

ধর্ম্মই সুখ প্রদান করা। ইহাকে অনর্থক নষ্ট না করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে স্থূল শরীর ও মনের কত শক্তি ও তেজো বৃদ্ধি ও শান্তি সুখ লাভ হয়! বুঝিয়া দেখুন যে, নির্গমন কালে রেতঃ যেন বলিয়া যান যে, "হে মনুষ্য, আমার ধর্ম্মই সুখ প্রদান করা, সেই জন্য যদিও তুমি আমাকে অনর্থক ত্যাগ করিতেছ তথাপি আমি তোমাকে সুখ দিয়া চলিলাম। যদি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে তাহা হইলে আমি তোমায় সর্ব্বদা সুখ দিতাম।" যেমন বৃক্ষের ধর্ম্ম ছায়া ও ফল প্রদান করা। বৃক্ষকে নষ্ট করিবার সময়েও বৃক্ষ ছায়া ও ফল প্রদান করে কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিলে দীর্ঘ কাল ছায়া ও ফল লাভ হয়। সেইরূপ রেতঃ রক্ষা করিলে, পরমানন্দ পাইতে পার। নচেৎ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করিলে ছায়া ও ফলের আশা করা যায় না তদ্রূপ রেতঃ বৃথা নষ্ট করিলে পরমানন্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই ইহার সারভাব বুঝিয়া চলা কর্ত্তব্য ও আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে এইরূপ সৎশিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে সকলে রেতঃ রক্ষা করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে ও পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

গৃহস্থগণ যদ্যপি ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সন্তান উৎপত্তির জন্য এক মাস কিম্বা এক পক্ষ কিম্বা অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে রেতঃ ত্যাগ করে এবং পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি রাখে, তাহা হইলে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। স্বপ্ন অবস্থায় যদি রেতঃ নষ্ট হয় তাহাও ভাল তাহাতে তত অধিক হানি নাই। কিন্তু নিষ্প্রো-য়োজনে সর্ব্বদা রেতঃ নষ্ট করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্বপ্নে রেতঃ

নষ্ট হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও পরমাত্মার উপাসনা করিলে, গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও গৃহস্থগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস এই চরি ধর্ম্ম সিদ্ধি হয়। সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থ-ধর্ম্মই সকল আশ্রমের আশ্রয়।

যখন মনুষ্যের জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপবোধ ও সমদৃষ্টি হইবে তখন তিনি স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবেন ও করাইবেন। সেই ব্যক্তির চরণধূলায় সমস্ত পবিত্র হইবে; তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই।

—:০:—

## কামনা ভস্ম।

কামনা ও রেতঃ অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা ও কাম পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা ভস্ম হয়। যেমন কোনও স্থূল পদার্থই অগ্নি ব্যতীত ভস্ম হয় না, এবং অগ্নি সকল পদার্থকে ভস্ম ও আপন রূপ করিয়া নির্ব্বাণ হইলে আর নানা প্রকার পদার্থ, নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া থাকে না; সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতেরগুরু মাতাপিতা আত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে সকলের মনের বিকার ও রেত আদি ভস্ম হইয়া মন শান্ত হয়; জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভেদে পরমানন্দরূপ থাকেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা জ্ঞানজ্যোতিঃ ব্যতীত কাম ও অজ্ঞানতা কখনই অন্যকোন উপায়ে ভস্ম হয় না। ইহা ধ্রুব নিশ্চয় জানিবে।

———

# মনুষ্যগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা।

মনুষ্য মাত্রেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া জ্ঞান হয় কি না। কেবল মস্তকমুণ্ডন ও নানা ভেখ ধারণ করিয়া বনে যাইলেই কি ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান ও মুক্তি দেন? তাহা কখনই নহে; বরং বিপরীত হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ইহার সারভাব গ্রহণ করিবে।

রাজা বাগানে একজন মালী রাখিয়া, তাহাকে আজ্ঞা দিলেন যে, "তুমি সর্ব্বতোভাবে এই বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তাহা হইলে তোমাকে সময়ে পেন্‌সন দিব।" যদি মালী রাজার আজ্ঞা পালন অর্থাৎ বাগান নিয়মমত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে এবং বসিয়া বসিয়া রাজার নাম ধরিয়া প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকে, তাহা হইলে কি রাজা মালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া পেন্‌সন দেন? তাহা কখনই সম্ভব নহে। বরং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য মালীকে দণ্ড দেন। যদি মালী রাজার আজ্ঞানুসারে বাগান উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হয় এবং প্রভুর মর্য্যাদা রক্ষা করে, তাহা হইলে রাজা প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই মালীকে এরূপভাবে পেন্‌সন দেন যে মালীর কোনও বিষয়ে কষ্ট বা অভাব না থাকে। এখানে রাজা প্রভুরূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, বাগানরূপী এই মায়া জগৎ, মনুষ্য মাত্রেই মালীরূপী এবং তাঁহার ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য করা তাঁহার আজ্ঞা। প্রভুরূপী ভগবানের আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য মালীরূপ তোমরা স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক গৃহস্থ

আশ্রমে সম্পন্ন করিলে পরমাত্মা পেনসনরূপ জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন। তাহাতে তোমরা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির সংশয় থাকিবে না। যদি কেহ আলস্য বশতঃ পরমাত্মার আজ্ঞা অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যায় কিন্তু মনে তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পরমাত্মার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পরমাত্মার এমন কোন নিয়ম নাই যে, গৃহে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন না এবং বনে যাইয়া আড়ম্বর করিলেই জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন—ইহা নিশ্চিত জানিবে। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না, গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন কর ও প্রেম ভক্তির সহিত পরমাত্মাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হইবে। তোমরা জন্ম মৃত্যুর সংশয় করিও না। তোমরা অনাদি কাল হইতে পরমাত্মাকে লইয়া অভেদে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছ; কোন স্থান হইতে আইস নাই ও কোন স্থানে যাইতে হইবে না, আকাশ রূপা পরমাত্মাতেই আছ ও থাকিবে।

---

## মনুষ্যগণের আবশ্যক কি ?

মনুষ্য মাত্রেরই দুইটী বিষয় আবশ্যক—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক কার্য্যে গৃহস্থগণের কি করা আবশ্যক ? প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করা তাহার পরে ধন উপার্জ্জন করা যাহাতে গৃহস্থগণ সপরিবারে অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন বিষয়ে শারীরিক

ও মানসিক কোনও প্রকার কষ্ট না পায় এবং অপরকে না দেয়। শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা পরস্পরের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিবে, তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হয়। স্থূল শরীরের যে ঔষধ ব্যবহারে যে রোগ নিবারণ হয় তাহা সেই রোগে প্রয়োগ করা উচিত, ভগবানের যেরূপ নিয়ম আছে। ক্ষুধা রোগ হইলে অন্নরূপ ঔষধ আহার করা, পিপাসা রোগ হইলে জলরূপ ঔষধ পান করা, শীতরোগ হইলে বস্ত্ররূপ ঔষধ দ্বারা শীত নিবারণ করা, এবং অন্ধকার রোগ হইলে অগ্নিরূপ ঔষধ দ্বারা আলোক করা উচিত। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। তোমাদিগের যে অঙ্গ ও যে ইন্দ্রিয় যে কার্য্যের উপযোগী তাহার দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে, তাহাতে সহজে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হইবে। যদি ইহার বিপরীত কর অর্থাৎ পদ দ্বারা না চলিয়া মস্তকের দ্বারা চলিতে চাহ তাহা হইলে চলিতেও পারিবে না, অনর্থক কষ্ট পাইবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য অধর্ম্ম হইবে। যদি অগ্নি দ্বারা আলো না করিয়া জল কিম্বা বরফের দ্বারা আলো করিতে চাহ তাহা হইলে আলোকও হইবে না, অনর্থক পরিশ্রম সার হইবে। আর যদি অগ্নি দ্বারা আলো কর তাহা হইলে সহজেই অন্ধকার দূর হইয়া কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেইরূপ মনুষ্যের পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তির আবশ্যক হইলে তাহাতে অর্থ বা কোনও প্রকার প্রপঞ্চের প্রয়োজন করে না। কেবল মন সরল, নিষ্কপট হওয়ারই প্রয়োজন। এবং অজ্ঞান নিবারণের জন্য কেবল মাত্র জ্ঞানরূপী তেজোময় জ্যোতিঃ-

স্বরূপ বিরাট ভগবানের প্রয়োজন। অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা পরমাত্মাবিরাট চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণকে মস্তকে ধারণ এবং ইহাঁর নাম ওঁকার মন্ত্র জপ, অবস্থা অনুসারে যথাশক্তি নিত্য আহুতি দেওয়া। যাহার আহুতি দিবার ক্ষমতা নাই তাহার পক্ষে না দিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তাহার আহুতি দেওয়া উচিত। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে না দেওয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে দোষনীয়। ধন ঐশ্বর্য্য থাকিতে যদি কেহ জীবকে আহার ও অগ্নিব্রহ্মে আহুতি না দেন তাহাকে পরমাত্মার নিকট চোর বলিয়া জানিবে। সকলেই প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাট ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জগদ্গুরু মাতা পিতা পরমাত্মাকে প্রণাম করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদের কায়িক ও মানসিক, সকল প্রকার দুঃখ, অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত সর্ব্ব প্রকার পাপ, মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যেরূপ অগ্নি ব্রহ্ম চন্দন, বিষ্ঠা প্রভৃতি সকল প্রকার স্থূল পদার্থ ভস্ম করিয়া আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হন সেই রূপ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগদ্গুরু, মাতা পিতা সকল প্রকার পাপ ও অজ্ঞানতা ভস্ম ও জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভিন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন। ইহা সকল শাস্ত্রেরই সারভাব। যাঁহারা এরূপ করিবেন, তাঁহাদিগের আর কোনও শাস্ত্র বেদাদি পাঠ করিবার প্রায়াজন থাকিবে না।

# গুরু ও শিষ্যের বিষয়।

লোকাচারে প্রচলিত আছে যে গুরু দ্বারা শিষ্যের জ্ঞান বা মুক্তি হয়। কিন্তু মনুষ্য মাত্রের বিচার পূর্ব্বক ইহা বুঝা উচিত যে গুরু বা শিষ্য কাহাকে বলে। গুরু যিনি শিষ্যকে কর্ণে মন্ত্র দিয়া মুক্ত করিবেন তাঁহায় কিরূপ এবং যাহাকে মুক্তি দিবেন সে শিষ্যের কি রূপ? গুরু নিজে কি রূপ হইয়া কি রূপ শিষ্যকে মুক্তি দিবেন বা তাঁহার ভ্রান্তি দুর করিয়া মুক্ত করিবেন? গুরু ও শিষ্য ও মন্ত্রের রূপ নিরাকার বা সাকার, সত্য বা মিথ্যা? গুরু মিথ্যা হইয়া সত্য শিষ্যকে মুক্ত দিবেন, না, গুরু সত্য হইয়া মিথ্যা শিষ্যকে মুক্তি দিবেন অথবা মিথ্যা গুরু মিথ্যা শিষ্যকে জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন কিম্বা সত্য গুরু সত্য শিষ্যকে মুক্ত করিবেন?

এস্থলে বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনই সত্য হয় না, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা—মিথ্যা হইতে গুরু শিষ্য, উৎপত্তি লয় পালন, মঙ্গলামঙ্গল কিছু হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। আর ইহাও জানা উচিত যে, যদি সত্যই গুরু ও সত্যই শিষ্য হন তবে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না সত্যের উৎপত্তি প্রভৃতি অসম্ভব, কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদ মাত্র ঘটে। বস্তুতঃ একই সত্য নিরাকার বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই পূর্ণ শব্দ মধ্যে দুইটি প্রতিযোগী শব্দ কল্পিত বা প্রচলিত

আছে—নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ। এই উভয়ের মধ্যে গুরু আপনাকে কোনরূপ ও শিষ্যকে কোনরূপ জানিয়া জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন।

আপন রূপ, শিষ্যের রূপ ও মন্ত্রের রূপ উত্তম রূপে জানিয়া শিষ্যকে সদুপদেশ বা মন্ত্র দেওয়া গুরুর কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহার জ্ঞান বা মুক্তি হয়। যদি গুরু এসকল না জানিয়া স্বার্থপরতা বশতঃ বলেন যে, আমি এসকল বিষয় সমস্ত জানি এবং প্রবঞ্চনা করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র বা সদুপদেশ দেন তাহা হইলে সেই প্রবঞ্চক গুরু পরমগুরু পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়া অনন্তকাল নরক ভোগ করেন ও এরূপ প্রবঞ্চক গুরুর বিচার পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করা রাজার কর্ত্তব্য। যদি এরূপ প্রবঞ্চক গুরু দিগের মুক্তি দিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে শিষ্য দিগকে কর্ণে মন্ত্র দিবার সময়েই জ্ঞান দিয়া মুক্তি দিতে পারিতেন। যতদিন শিক্ষা কর না কেন মন্ত্রের এমন কোন শক্তি নাই যদ্দ্বারা লোকের মুক্তি হইতে পারে। নিরাকার সাকার পূর্ণরূপ ভগবানের নাম মন্ত্র বা ওঁকার। সেই ওঁকার মন্ত্র শিষ্য ভক্তি পূর্ব্বক নিরাকার সাকার পূর্ণ ভাবে জপ করিলে বা ভগবানের উপাসনা করিলে ভগবান জ্যোতিঃ স্বরূপ দয়াময় গুরু যাহার যেরূপ বাসনা দয়া করিয়া তাহার সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্যের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান গুরুর নাম, মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপিয়া উপাসনা করিবে। যতক্ষণ পুত্র কন্যা আপন মাতা পিতার উত্তর না পায় ততক্ষণ মাতা পিতাকে ভক্তি পূর্ব্বক একবার বা শতবার বা সহস্র বার মাতা পিতা বলিয়া ডাকে। যখন মাতা পিতা দয়া

করিয়া উত্তর দেন তখন আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। সেই রূপ ভগবানের নাম যে মন্ত্র তাহার সম্বন্ধে সিদ্ধি অসিদ্ধির ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। ভগবান যিনি গুরু দয়াময় তাঁহারই দয়ার উপর সিদ্ধি অসিদ্ধি নির্ভর করে। তিনি দয়া করিলে এক মুহূর্ত্তে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তিনি কৃপা না করিলে কোটী যুগ মন্ত্র জপিলেও কিছু হয় না।

গুরু শিষ্য ও মন্ত্রের রূপ স্বরূপ পক্ষে একই। রূপান্তর উপাধি ভেদে পৃথক পৃথক বোধ হয়। গুরুর রূপ নিরাকার সাকার ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ। শিষ্যের রূপ অজ্ঞান বশতঃ চন্দ্রমাজ্যোতিঃ। শিব বা জীব বাচক ওঁকার মন্ত্রের রূপ বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ। অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ শিব বা জীব ওঁকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া এক ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণ জীব সমুহের আত্মা, মাতা পিতা, গুরু, জ্ঞান মুক্তিদাতা পরম গুরু, পরমাত্মা। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ পরম গুরু মুক্তিদাতা এই আকাশের মধ্যে হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনা ও নাই ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যদি ইনি ছাড়া দ্বিতীয় সত্য কেহ থাকেন তাঁহার অস্তিত্বই বা কোথায়, তাহার গুণই বা কোথা? লৌকিক গুরু যিনি যেরূপ বা যে বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া যাহাকে যে রূপ বা যেবিষয়ে শিক্ষা দেন তাহার সেই সেই বিষয়ে তিনি গুরু হন। ইহা ছাড়া জন্ম দাতা মাতা পিতা গুরু, অন্ন দাতা গুরু ইত্যাদি। গুরু শিষ্য বিষয়ে এই রূপ সমস্ত ভাবে বুঝিয়া লইবে।

যেমন অগ্নি যাবতীয় স্থূল পদার্থ বিষ্ঠা চন্দন নামরূপ ভস্ম করণান্তে আপনার রূপ, করিয়া অদৃশ্য নিরাকার হন—আর

ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ থাকে না তেমনই জীবের নানাপ্রকার অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্তি আদিকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু ভস্ম করণান্তে আপন রূপ করিয়া জীবকে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখেন, তখন জীবের কোন ভ্রান্তি বা দুঃখ থাকে না।

## গুরু কাহাকে বলে।

গু শব্দের অর্থ অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং রু শব্দের অর্থ প্রকাশ। যেমন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে আর অন্ধকার থাকে না সেই প্রকার তিনিই গুরু যিনি প্রকাশ হইলে আর অজ্ঞানতা থাকে না, যিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন—অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপই পরমগুরু, পরমাত্মাই মুক্তি ও জ্ঞানদাতা। তিনি ভিন্ন অপর কেহই গুরু নাই ও হইতেও পারিবে না।

যিনি সত্য পথে গিয়াছেন, সত্যে যাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, যিনি সত্যই বলেন, যাঁহার সত্যই ব্যবহার, সত্যই প্রিয় এবং যিনি সকলকেই সমভাবে দেখিয়া সদুপদেশ দেন, তিনিই সদ্গুরু অর্থাৎ উপদেশ গুরু। এই প্রকার লোকের নিকট সদুপদেশ লওয়া উচিত।

## গুরুর প্রয়োজন কি।

যেমন পিপাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয় সেই প্রকার অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ও জ্ঞান মুক্তি পাইবার জন্য গুরুর আবশ্যক হয়।

# ওঁকার জপের প্রয়োজন।

পরমাত্মার নাম ওঁকার। ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন মাতা পিতাকে কোন পুত্র কন্যার ডাকিবার প্রয়োজন হইলে "মাতা পিতা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে হয় এবং মাতা পিতা উত্তর দিলে, আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। সেই প্রকার মাতাপিতারূপী নিরাকার সাকার ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে, অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে। এবং ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা তোমাদিগের ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ হইলে আর তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজন থাকিবে না। তিনি তখন তোমাদিগের সকল প্রকার অজ্ঞান, ভ্রম ও দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

---

# সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান ও ব্রহ্ম-গায়ত্রী সম্বন্ধে বিচার।

অনাদি সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণের আজ কি

দুর্দ্দশা না হইয়াছে ! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজঃ নাই, সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা নাই, সে কার্য্যতৎপরতা নাই, সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই, সে দয়া নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে সাধনা নাই সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব্ব বিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে।

বাল্যকালে সন্তানগণকে সদুপদেশ, সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ; কিন্তু অল্প পিতা মাতাই এ কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি পূর্ব্ব কালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের ন্যায় পিতামাতা সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত হইত তাহা বলা যায় না। বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিয়া মনুষ্য সংসারে প্রবেশ করিলে, তাহার দ্বারা যে সংসার যাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ইহা বলা বাহুল্য। তিনি আপনাকে প্রথমেই ত উদ্ধার করিয়াছেন, সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করেন। কিন্তু বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেন না বাল্যকালে হইতেই মন অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিলে যৌবনে ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রতাপে তাহারই বশীভূত হয়। সুতরাং বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাদের কার্য্যকারী ক্ষমতা আর থাকে না। এজন্য মন সংযত হয় না। যে অভ্যাস শৈশব অবস্থা হইতে সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম কার্য্য অর্থাৎ সাধানাও সুচারুরূপে কেন আদৌ হয় না। জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করে

বল না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এই জন্য অনাদি সনাতন ধর্ম্মে, প্রথম হইতেই বাল্যকালে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। উপনয়ন কালে দ্বিজাতিকে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগকে এই মাত্র বলা যায় যে, "আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে তোমাদের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠ করা অর্থাৎ ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সাবিত্রী জগৎ জননী বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা। এই সকল কার্য্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে।"

উপনয়ন হইবার সময় বেদপাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদপাঠ করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু সত্য আছেন, তাহা মনে প্রকাশ হওয়ায় মন পবিত্র হইবে। ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ এই যে, পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী। সেই মন্ত্র অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। সূর্য্যনারায়ণকে সাবিত্রী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রথমে ধারণ করিতে পারিবে না। তিনি প্রত্যক্ষ সাকার মঙ্গলকারী বা মঙ্গলকারিণী তেজোময় জ্যোতিঃ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে বিরাজমান আছেন। এই জন্য পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ধারণ ও নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করিতে হয়। আরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ও ধারণা করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন

আপনারা আহার না করিলে স্থূল শরীরে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না ও আহার করিলে স্থূল শরীরে বল হয় এবং উঠিবার ক্ষমতা জন্মে সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা সূক্ষ্ম শরীরে তেজোহীন ও বলহীন হইয়া আছেন। জগৎপিতা জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে অধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজঃ, বল, বুদ্ধি ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। মনে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয়। এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদে দেখিতে পাইবে এবং কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারিবে। এবং সর্ব্বদা নির্ব্বিকার হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবে। গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিবে না। লাভে ও ক্ষতিতে, সুখে ও দুঃখে সমভাবে থাকিবে। দেখিবে লক্ষ টাকা লাভ হইলে নিজের কিছুই লাভ হয় নাই এবং লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলে নিজের কিছুই ক্ষতি হয় নাই; আমি যাহা তাহাই আছি। ত্যাগ গ্রহণ সম্বন্ধে দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এমন কি বস্তু আছে যাহা আমি ত্যাগ বা গ্রহণ করিব? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম। এই বিশ্ব মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি এই যে স্থূল দেহ তাহাও আমার নহে, কেননা আমি মৃত্যুকালে ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই। অজ্ঞান প্রযুক্ত আমার ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও আমা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা ইত্যাকার বোধ

হইতেছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত লইয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান পরিপূর্ণ আছেন। জ্ঞানীগণ ত্যাগ ও গ্রহণের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে থাকেন।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে, উহাতে জগতের হিত হয়। যেরূপ কৃষক পৃথিবীতে চাষ করিয়া ধান্য বপন করে, পরে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, তৎপরে ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। এক খণ্ড জমিতে চারি অথবা পাঁচ সের ধান। বুনিলে বিশ পঁচিশ মণ ধান্য হয়। সেইরূপ অগ্নিতত্ত্বে উত্তম উত্তম দ্রব্য আহুতি দিলে তাহার ধূম আকাশে যাইয়া মেঘ হয়। পরে দেব প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন। আর যজ্ঞীয় ধূম দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়। ঐ অগ্নির তেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি জন্মে। অগ্নিতে আহুতি দিলে বিবেকের উদয় হয়; কেননা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া হয়, অগ্নি তৎসমস্তই ভস্মীভূত ও আপন রূপ করিয়া নিরাকার হইয়া যান। সেই সমস্ত দ্রব্য কোথায় যাইতেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বিবেক আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয় এবং জগৎ সংসার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাসে না—সকলই ব্রহ্মময় ভাসে এজন্য আর আসক্তি জন্মে না। শ্মশানে যাইয়া যোগ করিবার সার ভাব বুঝিতে হইবে। মনকে প্রকৃত শ্মশান বলে, যেমন বাহ্যিক শ্মশানে শব দাহ হয় সেইরূপ মনোরূপ শ্মশানে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দ্বৈত অদ্বৈত, জন্ম মৃত্যু, মায়া প্রভৃতি

ভস্মীভূত হয়। সেই মনোরূপ শ্মশানে বসিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শিব অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনা ও ধারণা করিয়া শিব স্বরূপ হয়েন। আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দাও না কেন অগ্নি ব্রহ্ম আপন রূপ করিয়া লয়েন। যদ্যপি ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বরূপে এক না হইত তাহা হইলে পরে কখনই একরূপ হইত না।

বেদাদিশাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণে নানাদেবতার নাম কল্পনা করিয়া পরমাত্মার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা প্রাতে ব্রহ্মারূপে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে এবং সায়াহ্নে শিবরূপে। প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতা-রূপে এবং সায়াহ্নে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারা-য়ণের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা—প্রাতে ব্রহ্মারূপে :—

ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র
কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং
ব্রহ্মানং ( নাভিদেশে ) ধ্যায়েৎ।

ইহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক সার মর্ম্ম এইরূপ জানিবে। যথা, "রক্তবর্ণং" অর্থাৎ প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃ বালক-স্বরূপ নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকাশ হন, সেই প্রাতঃ-সময়ের রূপ "রক্তবর্ণং"; "চতুর্ম্মুখং" অর্থে চতুর্দিকে যাঁহার মুখ আছে, যেরূপ অগ্নিজ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে। যে দিক হইতে হাত দিবে সেই দিক হইতে হাত পুড়িবে। সেইরূপ পূর্ণ-

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের দশ দিকেই মুখ আছে। "মুখ" অর্থে জ্যোতিঃ। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ যখন উদয় হন তখন তাঁহার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই নিপতিত হয়। এই জন্য মুনি-ঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মারূপে প্রকাশ হন তখন প্রত্যেক নর-নারী সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা করিবে। "দ্বিভূজং" অর্থে দুই হাত। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার দুই হাত নাই, দুই হস্তের অর্থ এইরূপ বুঝিবে যথা—বিদ্যা অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহাই তাঁহার দুই হস্ত। অবিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন। আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিতি করিতেছেন। "অক্ষসূত্র" "অক্ষ" অর্থে অক্ষয় অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই, অবিনশ্বর। "সূত্র" শব্দে জ্যোতিঃ; অর্থাৎ যে জ্যোতির ক্ষয় নাই এমন জ্যোতিঃ। "কমণ্ডলুকরং" শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল শরীর। যাহা জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিত আছেন। "হংস" শব্দে বিবেকী। হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ ভক্তজন এই সংসারকে তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে জলবৎ অসার বোধে পরিত্যাগ করিয়া অভিন্ন ভাবে পরমাত্মারূপ অমৃত ক্ষীর পান করেন। এই জন্য তাঁহাদের নাম হংস। সেই ভগবদ্ভক্ত বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ

পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ "আরূঢ় আছেন অর্থাৎ তিনি সেই ভক্তজনের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ প্রকাশ থাকেন। যদিও তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আছেন তথাপি বিবেকী পুরুষেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ হয়েন। যখন ঐ বিবেকী পুরুষ বা হংস পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে অর্থাৎ যাঁহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরমহংস। নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে ও বিরাটরূপ আকাশ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই পরমাত্মাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিও অর্থাৎ চিন্তা করিও। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে :—

ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং
গরুড়াসনমারূঢ়ং ( হৃদি ) কেশবং ধ্যায়েৎ।

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ হৃদয়ে "নীলোৎপলদলপ্রভং" অর্থাৎ নীলবর্ণ আকাশে নীলপদ্ম সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশমান আছেন। "শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং" শঙ্খ অর্থে চরাচর সমষ্টির মস্তক। যখন বিষ্ণু ভগবান চেতন মস্তকরূপী শঙ্খ বাজান, তখন সমষ্টি চরাচর সকল কার্য্য করে ও বাইবেল, কোরাণ, বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করে। যখন তিনি আপনার চেতন শক্তি সঙ্কোচ করিয়া লয়েন, চরাচরের মস্তকরূপী শঙ্খ সুষুপ্তির অবস্থাতে পড়িয়া থাকে, আর কোন কার্য্য করে না। "চক্র" অর্থাৎ জ্ঞান।

সেই জ্ঞানচক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জন্মাইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন। "গদা" অর্থে অবিদ্যা। অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাত্মা-বিমুখ লোককে তিনি ঐ অবিদ্যারূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন। এবং 'পদ্ম' শব্দে মন সেই মনোরূপ পদ্ম দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালিত হইতেছে। পরমাত্মার কৃপায় ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন জয় হয়। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়। বিষ্ণু ভগবানের যে চারিটী হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে উহা চারি অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত দ্বারা চরাচরকে পালন করিতেছেন। 'গরুড়াসনসমারূঢ়ং'। গ × ও = গো শব্দে পৃথিবী চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। সেই চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিষ্ণুভগবান আরূঢ় অর্থাৎ বিরাজমান আছেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করিতেছেন। সেই বিষ্ণু ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ পুর্ণপরব্রহ্মকে নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডা-কারে নমস্কার ও ভক্তি করা উচিৎ। তিনি প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। সায়ংকালে শিবরূপেঃ—

ওঁ শ্বেতং দ্বিভূজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্র-
বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং (ললাটে) শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

ললাটে অর্থাৎ নিজর ক্ষুদ্র কপালে এবং বিরাট ব্রহ্মের আকশ-রূপ ললাটে শ্বেত অর্থে শুভ্রবর্ণ। সায়ংকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ মাহাতেজঃ সঙ্কোচ করিয়া শীতল চন্দ্রমা জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হয়েন, সেই সময়ে শিবরূপে সেই জোতিকে ধারণ করিতে হয়। দ্বিভূজ অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ত্রিশূল অর্থে সত্ব, রজঃ তমঃ এই

তিন গুণ ; "ডমরু" চরাচরের মস্তক। এই চরাচরের মস্তকরূপী বাদ্যযন্ত্র হইতে কতপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেকাদি রাগ-রাগিনী বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। এই মস্তকরূপী ডমরু বাদ্য-যন্ত্রকে শিব চেতন অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বাজাইতেছেন ; আর ইহা হইতে নানা প্রকার শব্দ বাহির হইতেছে। "অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতং" অর্থে ভূষণ সংযুক্ত, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ তাহাতে শিব বাস করেন। ভূষনের অর্থ মায়াজগৎ। শিব শব্দে জ্যোতিঃ চেতন। "ত্রিনেত্রং" অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণ অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান নেত্রে মনুষ্য ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছে, জ্ঞান নেত্রে সদসৎ বিচার করিতে-ছেন ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে মুক্তস্বরূপ থাকেন। বৃষ (ষাঁড়) অর্থাৎ অহঙ্কার ; তাহার উপর তিনি আরূঢ় থাকেন অর্থাৎ অহঙ্কার বা কাম তাহার বশীভূত। অহঙ্কার ও কামরূপ ষাঁড়ের ন্যায় বলবান আর জগতে কিছুই নাই। 'ললাটে ধ্যায়েৎ' অর্থে কপালে ধ্যান করিবে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক আপন ক্ষুদ্র কপালে এবং আকাশরূপ কপালে ধারণ করিবে। বিরাট চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ জেতিঃস্বরূপ ব্রহ্মেরই নিম্নলিখত নাম কল্পনা করা গিয়াছে। যথা, ঋক যজু ও সামবেদ, বেদমাতা ও দুর্গা, কালী, স্বরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রীমাতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহে-শ্বর, ইন্দ্র, গণেশ, ঈশ্বর ইত্যাদি। প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ দুর্গা-মাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে।

সন্ধ্যাহ্নিকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সকল নামের ধ্যান সূর্য্যনারায়ণেতে আছে। যথা—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থারক্তবর্ণা দ্বিভুজা
অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনারূঢ়া ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।”

প্রাতে গায়ত্রীকে কুমারী ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতাস্বরূপা, ব্রহ্মরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। মধ্যাহ্নে—

“ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভূজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী
বিষ্ণু-দৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।”

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী-সাবিত্রীরূপা, সূর্য্যমণ্ডলে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। সায়াহ্নে ;—

“ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা
বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা
সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।”

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে সামবেদস্বরূপা, শিবরূপিণী, বৃষভারূঢ়া,

শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। এই সকল বিষয়েরও সার অর্থ এই যে একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে সর্ব্ব শক্তি-মান পূর্ণরূপে ধারণা করিবে। মনু বলিয়াছেন ঃ—

"অগ্নির্বায়ুরবিভ্যোস্তু ত্রয়ো ব্রহ্মসনাতনং।"

সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নি ও বায়ু এই তিন সনাতনব্রহ্ম।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ঃ—

"অগ্নির্বাঋগ্বেদোজায়তে, বায়ূর্বাযজুর্ব্বেদো জায়তে, সূর্য্য স্তু সামবেদঃ।"

অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ হইয়াছে। এই জন্য অগ্নির নাম ঋগ্বেদ মাতা, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ হইয়াছে এই জন্য বায়ুর নাম যজুর্ব্বেদ-মাতা এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে, এইজন্য সূর্য্য-নারায়ণকে সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একই বিরাট পূর্ণপর-ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধিভেদে নানা প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। চারি বেদমাতা মস্তকে বিরাজ করিতেছেন। নেত্র দ্বারে সাম বেদমাতা সূর্য্যনারায়ণ। অথর্ব্ব বেদমাতা কর্ণদ্বারে আকাশরূপ। যজুর্ব্বেদমাতা নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপ। ঋগ্বেদমাতা জিহ্বায় অগ্নিরূপ। অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি ঐ সকল কল্পিত নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুঝিয়া উপাসনা করে, মূল বস্তু পরমাত্মার প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি ঐ

সকল নাম অর্থ ত্যাগ করিয়া মূলবস্তু পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে ধারণ করেন। যেমন জলের নানাপ্রকার নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে বস্তু তাহা তুলিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয় সেইরূপ সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, গুরু, পরমাত্মার নানা-প্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিকে পূর্ণরূপে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে। নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ গুরু, মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বদা নিষ্ঠা ভক্তি ও প্রীতি রাখিবে। তাঁহার রূপ আপনার রূপ ও মনের রূপ নিরাকার অদৃশ্য ভাবে ধারনা হয় না। সাকার প্রত্যক্ষ ওঁকার মণ্ডল কারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে সেই একই বস্তু জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে।

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করে যে বিরাট ভগবান জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের মণ্ডল অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ ও তাঁহাতে যে কল্পিত দেব দেবী ভগবান তাঁহারা সূর্য্য-নারায়ণ হইতে পৃথক। তাহারা জানে না যে, দেব দেবী সূর্য্য-নারায়ণেরই কল্পিত নাম মাত্র। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জানেন সমস্ত কল্পিত দেব দেবীর নানা নাম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণেরই নাম। দেবদেবী ইহাঁ হইতে পৃথক বস্তু নহেন। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ ও দাহিকা শক্তি এ সমস্তই অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথক নহে সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণই সমষ্টি বিরাট স্বরূপ। জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যখন নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকাশ হয়েন তখন বালক বৃদ্ধ যুবা, স্ত্রী পুরুষ,

৯

সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। মনে রাখিবে যে ইনি তোমাদিগের মাতা, পিতা, গুরু ও আত্মা। ইনি তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। চারি বেদের মূল, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী; গায়ত্রীর মূল ওঁকার প্রণব মন্ত্র এবং ওঁকারের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগদ্গুরু, জগদাত্মা। যদাপি কেহ সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক করার ফল হয়। এবং সন্ধ্যা আহ্নিক ও গায়ত্রী জপ না করিয়া কেবলমাত্র একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক জপ করে তাহাতে সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করার ফল হয়। এই সকল কিছুই না করিয়া যদি বিরাটব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক পূর্ণরূপে নমস্কার করে তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই লাভ হয় ও মনে শান্তি আইসে। ওঁকার মন্ত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের নাম। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম দেবতা ও দেবীমাতা। বেদে স্পষ্টই লেখা আছে যে সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেব ও দেবী মাতা। আপনাদের এই ইষ্ট গুরু পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া আর্য্যজাতির এই অধঃপতন হইয়াছে।

জ্যোতির ধারণা পূর্ব্বক পরমাত্মার পূর্ণভাবে উপাসনার যে বিধি কথিত হইল তাহাই ব্রাহ্মণদিগের সনাতন ধর্ম্ম। যাহারা উপনিষৎ সহ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা ইহা

উত্তম রূপ জানেন। কিন্তু বস্তুর প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কেবল শব্দের আলোচনা বশতঃ যথার্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞানানুসারে সাধন ক্রিয়া নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে সাধনপ্রবৃত্তি দৃঢ় করিবার জন্য তাহার কতিপয় এখানে উদ্ধৃত হইল। যাহাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার প্রয়োজন তাঁহারা রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ দেখিবেন।

"আদিত্যে ব্রহ্মইত্যেসা নিষ্ঠা হ্যুপনিষৎস্বচ।
ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যে তৈত্তিরীয়ে তথৈবচ॥"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সূর্য্যনারায়ণকে উপাস্যব্রহ্ম বলিয়া ধারণা ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে।

"সহস্ররশ্মিরেষোঽত্রপরমাত্মা প্রজাপতিঃ।"

শাম্বপুরাণং।

এই যে অসংখ্য কিরণশালী সূর্য্যনারায়ণ ইনি এই দৃশ্যমান জগতে প্রজাপতি পরমাত্মা।

"আদিত্যাচ্চপরং নাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
স্বয়ং বেদেষু সর্ব্বেষু পরমাত্মেতি গীয়তে॥"

ভবিষ্যপুরাণং।

সূর্য্যনারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ নাই, হয় নাই, হইবে না। সর্ব্ব বেদে ইনিই পরমাত্মা বলিয়া গীত হইয়াছেন।

"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চজ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥

হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥"
"পাষাণমণিধাতূনাং তেজোরূপেন সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি॥"

যোগীযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত যে জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ তিনিই প্রাণীসকলের অন্তরে জীবরূপে অবস্থিতি করেন। যিনি সাধকগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে অন্তরাকাশে জীব বলিয়া বর্ণিত হয়েন তিনিই বহিরাকাশে সূর্য্যনারায়ণরূপে বিরাজমান। প্রস্তর মণি ও ধাতুর মধ্যে তিনিই তেজোরূপে এবং বৃক্ষ ওষধি ও তৃণের মধ্যে রসরূপে রহিয়াছেন।

"প্রত্যক্ষদেবতা সূর্য্যোজগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ।
তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী॥
তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্রচ॥"

ভবিষ্যপুরাণ।

জগতের নেত্রস্বরূপ দিবাকর সূর্য্যনারায়ণ প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন নিত্য দেবতা নাই। তাঁহা হইতেই এই জগৎ জন্মিয়াছে ও তাঁহাতেই লয় হইবে।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য হৃদয় ভগবদ্বচন (৩৭ শ্লোক):—

"আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ।
পশ্যতি যো নচাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন, যে ভক্তি পূর্ব্বক আদিত্য দর্শন করে সে নিশ্চয় করিয়া আমাকেই দর্শন করে। যে আদিত্যকে দর্শন করে না সে আমাকে দর্শন করে না। অর্থাৎ আমি (পরমাত্মা) আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশ আছি, যে ভক্ত আমাকে এইরূপে দর্শন করে সেই নিশ্চয় করিয়া আমাকে দর্শন করে বা প্রাপ্ত হয় এবং এরূপে দর্শন না করিলে আমার দর্শন বা প্রাপ্তি হয় না।

প্রচলিত প্রতিমা পূজায় রূপক ছলে এই উপদেশই কথিত হইয়াছে। লোকে বলে "রথে বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। অজ্ঞান বশতঃ লোকের বিশ্বাস ইহার অর্থ এই যে, কাষ্ঠের রথের উপর কাষ্ঠের প্রতিমা জগন্নাথকে বামন রূপে দর্শন করিলে জীবের মুক্তি হয় আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু এখানে বিচার পূর্ব্বক মনুষ্য মাত্রেরই বুঝা উচিত যে মনুষ্য নির্ম্মিত রথে কাষ্ঠের জগন্নাথকে জীব দর্শন করিলে মুক্তি পায়, না, ইহার কোন অন্য অর্থ আছে। ইহার সার ভাব এইরূপ বুঝিতে হইবে:—রথ অর্থে ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রী পুরুষের স্থূল শরীর। জগন্নাথ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ বিরাট বামন ভগবান জীব সমূহের স্থূল শরীর রথে বিরাজ করিতেছেন। জীব চেতন আপনাকেও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে অভেদে জানিয়া পূর্ণ রূপে ত্রিপুণ্ড্র মস্তক রথে পরব্রহ্ম ভাবে দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

জগন্নাথের উল্টা রথ ও সোজা রথ অর্থে জীবের মনোবৃত্তির গতি। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে

পূর্ণরূপে নিষ্ঠা বিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া যে সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আসক্তি বশতঃ নানা কষ্ট ভোগ করে, জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে—ইহাকে উল্টা রথ বলে। আর এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই ইহা জানিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে জীবের যে নিষ্ঠা হয় ইহাকে সোজা রথ বলে।

রথে তিন জ্যোতি আছেন,—বলভদ্র, জগন্নাথ ও সুভদ্রা। জীব সমূহের নেত্রদ্বারে জগন্নাথ তেজোময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, নাসিকা দ্বারে প্রাণ রূপে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ সুভদ্রা মাতা, মুখ দ্বারে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ বলভদ্র। এই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাকে চিনিয়া শরণাগত হও, যাহাতে ইনি সকল প্রকার মঙ্গল বিধান করেন।

যাহাকে জগন্নাথ সুভদ্রা বলভদ্র বলে তাহাকেই রাম সীতা লক্ষ্মণ বলে। পূর্ণরূপ ব্রহ্ম বোধ না হইয়া জীব, ব্রহ্ম, মায়া এই তিন ভিন্ন ভিন্ন বোধ হওয়ার নাম ইহাঁদের বনবাস। জ্ঞান দ্বারা অহংকার রূপী রাবণ বধ করিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণভাবে জীব ব্রহ্ম অভেদে দর্শনই বনবাস হইতে সীতা সতীকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় উত্তরাখণ্ডে মস্তকেতে রাজত্ব করা বা মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকা। রাম শব্দে পূর্ণ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সতী সীতা সাবিত্রী জগৎজননী অর্থাৎ পরব্রহ্ম রূপিণী সৃষ্টি পালন সংহার কারিণী পরব্রহ্মের শক্তি। লক্ষ্মণ বস্তুজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব প্রকৃতি এক অভেদে জানার নাম লক্ষ্মণ বা জ্ঞান। লক্ষ্মণের শক্তিশেল অর্থে সত্য হইতে ভ্রষ্ট

জীবের জন্ম মৃত্যু সংশয়। হনুমান বারকলা সূর্যানারায়ণকে গিলিয়া ফেলিলেন বা কক্ষে চাপিলেন ইহার ভাব এইরূপে বুঝিবেন। হনুমান অর্থে হরিভক্ত জন, যিনি ইন্দ্রিয়কে হনন বা জয় করেন। সেই হনুমান বার রাশী বা বার কলা রূপে এক ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলেন বা কক্ষে ধারণ করেন অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্ম মনে জানিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন তবে সতী সীতা জগৎ জননীকে উদ্ধার করিতে অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে মস্তকে দর্শন করিতে পারেন।

---

## চন্দ্রমা বা সূর্য্যনারায়ণ কি চেতন ?

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে জড় চেতন বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

যদি কেহ বলিয়া দেয় যে কান কাকে লইয়া গিয়াছে তবে কানে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাতে দৌড়ান জ্ঞানবানের অনুপযুক্ত। মনুষ্য মাত্রেরই বস্তু বিচার করিয়া জড় চেতন বিষয়ে বোধ লাভ করা উচিত। যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই।

বস্তু বিচার কি ? তুমি ও তোমার মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতা ঈশ্বর গড্ আল্লাহ ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জড় বা চেতন কি বস্তু, তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার অস্তিত্ব কোথায়, তোমার বা তাঁহার রূপ কি—ইহার নির্ণয় জন্য বুদ্ধির যে চেষ্টা তাহার নাম বস্তু বিচার। এই যে অনাদি ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম প্রকাশমান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা ইহাঁকে কোন গুণের অভাবে জড় বল আর কোন গুণের প্রকাশ থাকায় আপনাদিগকে ও যাঁহাকে তোমরা চেতন বলিয়া নাম কল্পনা করিয়াছ যে ঈশ্বর গড্ আল্লাহ পরমেশ্বর দেবদেবী ইত্যাদি তাঁহাকে চেতনময় বল ? তিনি বা তাঁহার প্রকাশ কোথায়, তাঁহার অস্তিত্বই বা কোথায়, তাহার কোন একটা গুণ কি কেহ দেখাইয়া দিতে পারিবে ? যাঁহার গুণ প্রকাশ হইবে সেই গুণ তাঁহারই রূপ মাত্র হইবে। যেমন অগ্নির দাহ নাম রূপ অগ্নির রূপই। অগ্নি যে বস্তু তাহা নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার নাম রূপ গুণ প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হয়।

যদি তোমরা বল, যে চলে বলে খায়, নড়ে চড়ে তাহাকে আমরা চেতন বলি ও যে না নড়ে চড়ে, না খায় দায়, না চলে বলে আমরা তাহার নাম কল্পনা করিয়াছি জড় তবে এখানে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, জীব সমূহ জাগ্রত অবস্থায় নড়ে চড়ে, খায় দায়, বলে চলে ও সুষুপ্তির অবস্থায় অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় নড়ে চড়ে না ও চেতনা বা জ্ঞান থাকে না যে আমি এমন [illegible] দেখিয়াছি কি না ও অমুক সময়ে শুইয়াছি ও অমুক

সময়ে উদ্ভিদ, জড় বা চেতন আছেন কি না ইত্যাদি কোন জ্ঞান থাকে না। পরে জাগ্রত অবস্থায় বোধ হয় যে, আমি সুখে শুইয়া ছিলাম। জাগ্রতে জীব সমূহের চেতনা বা জ্ঞান থাকে, সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান থাকে না, জীব জড়রূপে থাকেন। কিন্তু দুই অবস্থাতে একই জীব থাকেন। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থাকে জড় বলিবে ও কোন্ অবস্থাকে চেতন বলিবে বা উভয় অবস্থাকে জড় বা চেতন বলিবে। তোমরা ত নড় চড়, খাও দাও ও চেতন হইয়া সর্ব্ব কার্য্য করিতেছ কিন্তু তোমাদের যে মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতা ঈশ্বর গড্ আল্লাহ খোদা তিনি কোথায় থাইতেছেন, চলিতেছেন, বলিতেছেন যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি তাঁহাকে চেতন বল বা বলিবে? কোথায় কি ভাবে তাঁহার চেতনা বা জ্ঞান প্রকাশ আছে তাহা তোমরা দেখাইয়া দাও যাহাতে আমরাও দেখিয়া বুঝি যে এই ইহাঁদের ইষ্ট দেবতা ও ইহাঁর এই চেতন গুণ বা জ্ঞান যাহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য হইতেছে।

এস্থানে পুনর্ব্বার বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, তোমরা জীব সমূহ যখন শরীর ধারণ কর নাই তখন তোমরা জড় বা চেতন, দ্বৈত, অদ্বৈত বা শূন্য প্রভৃতি কি ছিলে কিছুই জানিতে না এবং ইংরেজী পার্শী উর্দ্দু সংস্কৃত আদি পাঠ করিয়া ছিলে কি না, পণ্ডিত কি মূর্খ, জ্ঞানী কি অজ্ঞ, ধনী কি নির্ধন কি ছিলে তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না। যখন তোমরা শরীর ধারণ বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখনও তোমরা সকলেই মূর্খ হইয়া জন্ম লইয়াছ। সংস্কৃত ইংরেজী পার্শী উর্দ্দু, বাইবেল কোরাণ বেদ বেদান্তাদি পাঠ করিয়া জন্ম গ্রহণ কর

নাই। এক এক, অক্ষর ক, খ, গ, ঘ, আদি পাঠ করিয়া পণ্ডিত মৌলবি পাদ্রী আদি পদ গ্রহণ বা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যক্ষ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ স্বতঃপ্রকাশ ও অনাদি কাল প্রকাশমান আছেন কিন্তু তোমরা আজ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাল, মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছ; সামান্য একটি তৃণে যে কি গুণ আছে ও কোন কোন কার্য্যে বা উপকারে লাগে ইহাও তোমাদের জ্ঞান নাই। অথচ যিনি জগতের জ্ঞান দাতা ও জ্ঞানের পুঞ্জীভূত কারণ বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মঙ্গলকারী মাতা পিতা গুরু আত্মা তাঁহাকে জড় বোধে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ ও মিথ্যা কল্পনাকে চেতন জ্ঞান করিয়া নিজে ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছ ও জগৎকে ভ্রান্তির পথে চালিত করিতেছ। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়!

যাহার যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তিনি সেইরূপ বুঝিতেছেন ও বুঝাইতেছেন। যাহার দ্বৈত সংস্কার তিনি দ্বৈত, যাহার অদ্বৈত সংস্কার তিনি অদ্বৈত, যাহার স্বভাব সংস্কার তিনি স্বভাব, যাহার শূন্য সংস্কার তিনি শূন্য, মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পুঞ্জীভূত জ্ঞানকে যাহার জড় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি জড় বোধে সেই সেই ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন। আবার যাহার সংস্কার চেতন তিনি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক ইঁহাকে পূর্ণভাবে উপাসনা করিতেছেন। কিন্তু সকল সমাজের যদি মনুষ্যের নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভব থাকিত তাহা হইলে জড় চেতন বিষয়ে পরস্পর বিতণ্ডা করিয়া ইষ্ট

দেবতা হইতে বিমুখ হইয়া হিংসা দ্বেষ অশান্তি ভোগ ও জগতের অমঙ্গলের হেতু হইতেন না। এইরূপ জ্ঞান থাকিলে বুঝিতেন যে, সৃষ্টির আদিতে কেবল এক মাত্র পরমাত্মাই ছিলেন, অপর কোনও বস্তু বা সৃষ্টি ছিল না, আপন ইচ্ছানুসারে "আমি বহুরূপ হইব" এই সংকল্প করিয়া তিনি স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল স্ত্রী পুরুষ চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান ব্রহ্ম। কারণ রূপে কারণেই আছেন, জড় শক্তির দ্বারা জড়ের কার্য্য ও সূক্ষ্ম চেতন শক্তি বা জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত চেতনের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে প্রেরণা করিয়া করিতেছেন ও করাইতেছেন। জড় অবস্থায় চেতনের কার্য্য হয় না কিন্তু চেতনের ক্ষমতা আছে যে জড় পদার্থকে কার্য্য করাইতে পারেন। স্থূল জড়কে লয় করিয়া সূক্ষ্ম জ্ঞান সংস্থাপন করিতে পারেন ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত হইবার ক্ষমতা বা শক্তিও চেতনের আছে।

---

## ব্রহ্ম গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে"॥

---

## আবাহন মন্ত্রের অর্থ।

বেদ শাস্ত্রে ওঁকারের রূপ ওঁ এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকার ওঁরূপ বর্ণনা করি-

বার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাটরূপে বিস্তার হন তখন তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া শাস্ত্র ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন। অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া বিরাট ব্রহ্মের নাম ওঁকার। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে চন্দ্রবিন্দু লিখিত আছে ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী পুরুষের মস্তকের ভিতরে ও বহিরাকাশে যে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঐ বিন্দু। অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, যিনি চরাচরের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। চন্দ্রবিন্দু অর্থে প্রকৃতি পুরুষ। "ও" অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা আছে সমস্ত লইয়া বিরাটব্রহ্মের রূপ জানিবে। "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি" ইহার অর্থ এই যে, ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ বিরাট জগৎজননী রূপে বিরাজমান আছেন। যখন মনুষ্যগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতে উপস্থিত হইবে সেই সময় প্রথমে এই মন্ত্র বলিয়া জগৎ জননী জগৎ পিতা জ্যোতিঃস্বরূপকে আবাহন করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। "আয়াহি" অর্থে আগমন করুন। "বরদে দেবি" অর্থে তুমি এক মাত্র বরদায়িনী। তুমি বরদান করিলে খণ্ড এমন কেহ নাই যিনি খণ্ডন করিতে পারেন। "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি" ইহার সার অর্থ এই যে, হে জগৎ জননী, আপনি আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন। "ত্র্যক্ষরে" অর্থে হে মাতা পিতা তুমি তিন অক্ষর অ, উ, ম অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমো গুণময় জগৎভাবে বিরাজমান আছ। তিন অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর অ, উ, ম; কারণ

সূক্ষ্ম ও স্থূল। "ব্রহ্মবাদিনী" অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর। "ছন্দসাংমাতঃ" অর্থাৎ তুমি গায়ত্রী যে বিরাটরূপ শরীর ধারণ করিয়াছ তুমি সত্বঃ, রজঃ তম ত্রিগুণময়ী জগৎমায়া হইতে ত্রাণ কর। "ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে" অর্থাৎ হে মা, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাতেই স্থিত আছে, তোমাকে নমস্কার করি; এই যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি; তাহাতে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে, উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়।

---

## ব্রহ্ম গায়ত্রী।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূঃ ভূবঃ স্বরোঁ।

---

## ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ।

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু যাহার অর্থ করেন সে বস্তু কোথায় আছে তাঁহার ঠিকানা নাই। এইখানে গম্ভীর ও শান্তভাবে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ সংক্ষেপে গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। "ওঁ ভূঃ, ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সতং" ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই ওঁকার বিরাটব্রহ্মকে শাস্ত্রে সাবিত্রী জগৎ জননী কহে। "ওঁ

ভূর্ভুবস্বঃ” কিনা ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্লোক। ভূর্লোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক আকাশ বা স্বর্গকে বলে। কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূর্লোক নাভিতে জঠরাগ্নিরূপ জ্যোতিঃ; অন্তরীক্ষ লোক হৃদয়ে প্রাণবায়ুরূপ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। এই তিন লোকের তিন রূপ। এই তিনলোকের জ্যোতিকে প্রেম ও ভক্তিসহকারে এক অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে ধ্যান করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্নরূপে ভাসিবেন, আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না। “তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্” তৎ অর্থে ঈশ্বর; সবিতুঃ কিনা জগৎ প্রসবিতার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যনারায়ণের, “বরেণ্যম্” অর্থে শ্রেষ্ঠ। “ভর্গো দেবস্য” অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের তেজ—তিনিই দেবতা। “ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ,” ঈশ্বর অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ অন্তর হইতে বুদ্ধি প্রেরণ করেন। প্রত্যেক নর নারী ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে করপুটে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভর্গ দেবস্য, হে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ জগন্মাতা জগৎপিতা জগদ্গুরু জগদাত্মা! আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্য তত্ত্বে সংযুক্ত করুন,—যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে জ্ঞান পাইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে সপরিবারে আনন্দরূপে থাকিতে পারি। “ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম” ওঁকার ব্রহ্ম, আপঃ অর্থে জল, ও জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতরূপ অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক মনুষ্যগণের

উপাসনা করা উচিত। তাহা হইলে সকল মঙ্গল সাধিত হইবে। নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্যামী দৃষ্ট হন না, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং তিনিই নিরাকার হইয়াও সাকার বিরাট প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে প্রাতে, সায়ং-কালে ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যেক নর নারীই প্রণাম করিবে ও তাঁহাকে আপনার, পরমাত্মার এবং ওঁকার মন্ত্রের একই রূপ জানিয়া চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তেজোময়কে ধারণ করিবে।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। অধিক মন্ত্রের আড়ম্বরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতেই সহজে কার্য্য উদ্ধার হইবে।

যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাহার যত ইচ্ছা হয় ওঁকার জপ করিবে। দিবসে কিম্বা রাত্রে, চলিতে, বসিতে, শয়নে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে জপ করিবে তাহাতে কোন শুচি অশুচি সংখ্যা প্রভৃতি বিধি নিষেধ নাই। পুর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ইষ্টদেবতাকে উপাসনা ও ভক্তি করিতে, কোন সময় অসময় নাই। যখন তোমাদিগের অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে সেই সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা ও জপ করিবে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই, ভালই হইবে। যাঁহার ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি মুখ বন্ধ করিয়া, "ওঁ অঃ ওঁ" এইরূপ জপ করিবেন। এবং যাঁহার পূর্ণপরব্রহ্মকে গুরুভাবে ভক্তি পূর্ব্বক জপ করিতে ইচ্ছা হইবেক তিনি উক্তরূপে "ওঁ সৎগুরু, ওঁ সৎগুরু" বলিয়া জপ করিবেন।

"ওঁ সংগুরু" জপ করিবার অর্থ এই যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নাম ওঁকার মন্ত্র। তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের গুরু, এই জন্য "ওঁ সংগুরু" বলিয়া জপ করিতে হয়। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতে ও সায়ংকালে পূর্ণরূপে প্রণাম ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে এবং মনেও শান্তি পাইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে কার্য্য করিতে পারিবে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে তাহার আর কোন মন্ত্র অথবা গুরুর দ্বারা কর্ণে মন্ত্র লইতে হইবে না; কেন না পূর্ণ-পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের অন্তর হইতে পেরণা করিয়া জ্ঞান দানে মুক্তস্বরূপ রাখিবেন। ইহা সত্য, সত্য, সত্য বলিয়া নিশ্চয় জানিও, বৃথা ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রমে পতিত হইও না।

---

## ষট্চক্রভেদ।

মনুষ্যগন বস্তু বোধ না করিয়া অজ্ঞানবশতঃ ষট্চক্র লইয়া অনর্থক নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। ষট্চক্র যাহাকে বলে সে বস্তুর প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যে ষট্চক্র বিরাট-ব্রহ্মের মধ্যে আছে সেই ষট্চক্র তোমাদের মধ্যেও আছে। বিরাটব্রহ্মের পৃথিবীচক্র তোমাদিগের মধ্যে অস্থি মাংস

চক্র, বিরাটব্রহ্মের জলচক্র তোমাদিগের মধ্যে রক্ত, রস, নাড়ী চক্র, বিরাটব্রহ্মের অগ্নিচক্র তোমাদিগের মধ্যে অগ্নিচক্র যাহার দ্বারা ক্ষুধা লাগিতেছে, আহার করিতেছ, অন্নপরিপাক হইতেছে ও কথা কহিতেছ, বিরাটব্রহ্মের বায়ুচক্র তোমাদিগের মধ্যে নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, বিরাটব্রহ্মের আকাশ চক্র তোমাদিগের অন্তরে কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছ, বিরাটব্রহ্মের চন্দ্রমা জ্যোতিশ্চক্র যাহা আকাশে দেখিতেছে তোমাদিগের ভিতরে ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিশ্চক্রদ্বারা তোমরা মনোরূপে বোধাবোধ করিতেছে, যে, "এটা আমার, এটা উহার" ও নানাপ্রকার সঙ্কল্প ও বিকল্প উদয় হইতেছে। মন অন্য মনস্ক হইলে কোন ভবেই বুঝা যায় না। এই মন বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র জানিবে। বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ মস্তকে জ্যোতিঃ বা জ্ঞান প্রকাশ হইয়া সহস্রদলে পৌঁছিলে ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞান থাকে না, জীব মুক্তস্বরূপ হয়। পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা জ্যোতিঃ লইয়া যাহাকে অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বর হইতে পৃথক ষট্-চক্র বোধ হইতেছে জ্ঞান হইলে তাহাকে আর পৃথক বোধ হয় না, কেবল একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্মই প্রত্যক্ষ কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপে ভাসমান হয়েন। এই প্রকার বোধ হওয়াকে ষট্‌চক্র ভেদ জানিবে। মূলাধার চক্র চারিদল বিশিষ্ট, ইহা চারি অন্তঃকরণ, যথা ;—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। স্বাধিষ্ঠান চক্র ছয় দল বিশিষ্ট, ছয় রিপু যথা ;—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। মণিপুর চক্র দশ দল বিশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয়ের দশ গুণ। অনাহত চক্র বার দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি। বিশুদ্ধাক্ষ চক্র ষোল দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয় চারি অন্তঃ-

করণ, বিদ্যা, অবিদ্যা। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, প্রকৃতি পুরুষ বিরাট ব্রহ্ম। সহস্রদল পরমাত্মার অসীম অনন্ত অখণ্ড মহাশক্তি ও পূর্ণ ভাবকে জানিবে।

---

# মন্ত্র জপের প্রকরণ।

জপ করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধ করিয়া নাসিকার দ্বারে ওঁ শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে শ্বাস টানিয়া লইতে হয়। তাহার পর "ওঁ" বা "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র ঐ শ্বাস প্রশ্বাস সহ মুখ বুজিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপ এক বা অধিকবার জপ করিলে যেমন শ্বাস ফুরাইয়া যায় অমনই পুনরায় আবার কথিত মত শ্বাস টানিয়া লইতে হয় ও পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র জপ করিতে হয়। যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ জপ করিতে পার এবং যে অবস্থাতে বা যে স্থানেই হউক না কেন ইচ্ছা হইলেই জপ করিবে। ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আসন বা স্থান, শুচি অশুচি কিছুই নাই।

মনে কর, এক ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় মলাদির মধ্যে অর্থাৎ অশুচি পদার্থাদির মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তখন সেই আসন্ন মৃত্যুর সময়ে সে, যে অবস্থায় আছে তাহা শুচি বা অশুচি হউক সেই অবস্থায়, প্রেম ও ভক্তির সহিত যদি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকারমন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করে এবং অশুচি বা শয্যায় শয়ান বলিয়া তাহার উক্তরূপ জপ করা যদি নিষিদ্ধ হয় এবং তদ্দণ্ডে যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে সেই ব্যক্তির প্রাণ আনন্দে জ্ঞানস্বরূপে গেল না, তাহাকে নিরানন্দে মরিতে

হইল। ইহা কখনই আনন্দময় পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি পরম ন্যায়বান, পরম দয়ালু তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারেনা। আর দেখ অশুচিরই শুচি হইবার প্রয়োজন। অশুচি অবস্থায় শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং ভগবানের নাম লইলে শুচি হয়, নচেৎ অশুচি অবস্থায় মনকে আরোও অসৎকার্য্যে নিয়োগ করা উচিত নহে। ময়লা কাপড় পরিস্কার করা উচিত, উহাকে ধৌত না করিয়া উহাতে আরও ময়লা লাগান উচিত নহে। অতএব বসিয়া বসিয়া, বেড়াতে বেড়াইতে, খাইতে খাইতে, যে সময়ে বা যে অবস্থাতেই হউক হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমের উদ্রেক হইলেই পূর্ব্ব কথিত রূপে মনে মনে জপ করা বিধি। সকলে আপন আপন পরিবারবর্গকে এইরূপ সদুপদেশ দিবে।

এইরূপ জপ করিতে করিতে যখন তোমার, স্বরূপ জ্ঞান হইবে তখন ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের আর প্রয়োজন থাকিবে না। যেমন জলপানের পর পিপাসা নিবৃত্তি হইলে আর জল পান করিতে যে প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না তাহা স্বয়ংই বুঝিতে পার সেইরূপ পূর্ণরূপে স্বরূপ জ্ঞান হইলে জপ করিবার প্রয়োজন থাকিবে না—ইহাও স্বয়ং জানিতে পারিবে।

যদ্যপি জ্ঞান স্বরূপ বোধ বিহীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে, সে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর উপাসনা ও ভক্তি কিজন্য করিব, তিনিত সমস্ততেই ও সম্যকভাবে পরিপূর্ণ আছেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় এবং মাতা পিতা কারণ স্বরূপ থাকেন। স্বরূপ পক্ষে পুত্র কন্যা মাতা পিতারই স্বরূপ; কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা সুপাত্র পুত্র

কন্যার উচিত। সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট-চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মাতা পিতা এবং তোমরা পুত্রকন্যা। স্বরূপে এক হইলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নমস্কার করা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত

যতক্ষণ মনুষ্য নদী পার না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন। নদী পার হইলে পর আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ নদীরূপী অজ্ঞান মায়া পার হইতে জ্ঞান-রূপ নৌকা ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুরূপী মাঝিকে প্রয়োজন হয়। অজ্ঞান দূর হইলে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না।

---

## প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, প্রাণায়াম করিবার সময় নানা প্রকার আসন করিতে হয়। এইরূপে পদ্মাসন, ব্রহ্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, গরুড়াসন ও কাকাসন প্রভৃতি চৌরাশী প্রকার আসন কল্পিত হইয়াছে। প্রাণায়াম করিবার সময় রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে হয়। তুমি নাসিকা দ্বারা যে প্রাণবায়ুকে বাহির হইতে অন্তরে টানিয়া লইবে তাহার নাম পূরক ও সেই বায়ুকে তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মস্তকে থামাইয়া রাখিতে পারিবে সেই অবস্থাকে কুম্ভক বলে এবং সেই বায়ুকে নাসিকা দ্বার দিয়া বাহিরে যখন ত্যাগ করিবে তাহাকে রেচক বলে।

রেচক ও পূরক করিবার সময় ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার

উপদেশ প্রচলিত আছে। যখন রেচক করা হয় তখন ওঁকার-মন্ত্র চারি বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিতে হয় ও যখন পূরক করা হয় তখন আট বার মন্ত্র জপিতে জপিতে বায়ুকে বাহির হইতে অন্তরে গ্রহণ করিতে হয় ও কুম্ভকের সময় মন্ত্র ষোল বার জপ করিতে হয়। রেচকে ষোল বার করিলে পূরকে বত্রিশ ও কুম্ভকে চৌষট্টি বার মন্ত্র জপ করিতে হয়। রেচকের দ্বিগুণ পূরক ও পূরকের দ্বিগুণ কুম্ভক। কিন্তু কুম্ভকের সময় জপ হয় না, জীব তখন ভাবের উপর থাকে। সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। সুখে যে যত সংখ্যা পারে এ প্রকারে মন্ত্র জপ করিবে। রেচক পূরক ও কুম্ভক যাহার ইচ্ছা হয় করুন, ভালই। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানপক্ষে রেচক, পূরক ও কুম্ভকের অর্থ এই, তুমি যে তোমার মনের বৃত্তির সহিত বহির্মুখে বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল হইয়া আছ সেই অবস্থাকে রেচক জানিবে। যখন তুমি আপনার মনকে বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়া অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে সংযুক্ত করিবে সেই অবস্থার নাম পূরক জানিবে ও যখন তুমি পরমাত্মার সহিত অভেদে মুক্তস্বরূপ হইবে তাহাকে কুম্ভক জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় নাম রেচক, জ্ঞান অবস্থার নাম পূরক ও স্বরূপ অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে; স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগ্রত অবস্থা পূরক ও সুষুপ্তির অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে। যেখানে তুমি ও তোমার মন ও মনের বৃত্তি কারণে যাইয়া স্থিত হও ও হয় সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে। এবং কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুসারে যে নিরাকার হইতে সাকার বিরাটস্বরূপ বহুনামরূপে বিস্তার হন—এই অবস্থাকে

রেচক জানিবে ও যখন পরমাত্মা এই জগৎ নামরূপকে সঙ্কোচ করিয়া আপনার স্বরূপ কারণে লয় করিতে প্রবৃত্ত হন সেই অবস্থাকে পূরক জানিবে, স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে। চন্দ্রমারূপ প্রকাশকে রেচক, সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশকে পূরক এবং আমাবস্যায় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ নিরাকার হইয়া যে আকাশময় অন্ধকাররূপে থাকেন তাহাকে কুম্ভক জানিবে।

---

## আসন প্রকরণ।

আসন কাহাকে বলে? পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু তিনিই জীবের মূল আসন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভিন্ন আর অন্য আসন নাই। যাঁহার উপরে মনের স্থিরতা হয় তাঁহারই নাম আসন। কেননা আমি যদি চৌরাশী আসন করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকি এবং মন অন্তর হইতে বাহির মুখে বিষয়ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল লইয়া ভ্রমণ করে, তাহা হইলে আমার আসন কোথায় রহিল? বাহিরে দেখিতেছে এক জন মহাত্মা সিদ্ধাসনে বসিয়া আছি কিন্তু অন্তরে মন যে কতদূর চঞ্চল হইয়া আছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। আর যদি কোন আসন না করি ও চক্ষু না বুজি, এবং বাহিরে কোন আড়ম্বর না করিয়াই অন্তরে অন্তর্য্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে প্রেমভক্তিরূপ আসনে আনন্দে উপবিষ্ট হই তাহা হইলে সেই আসনই সত্য আসন হইবে কি না? যিনি জ্ঞানবান তিনি সেই আসনকেই প্রকৃত আসন জ্ঞান করেন।

চৌরাশী আসনের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীবমাত্রেই নিজ নিজ অঙ্গাদির গঠনানুসারে যেরূপে সুখে বসিতে পারে সেইরূপই সেই জীবের পক্ষে যথার্থ আসন। মনুষ্যমাত্রেই যিনি যেরূপে বসিলে সুখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন তিনি সেইরূপ বসিয়া কার্য্য করিবেন ইহাই ঈশ্বরের বিধি। পশুগণ সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা যেরূপে বসিলে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই আসনই তাহাদিগের বিধি। পৌরাণিক চৌরাশী আসন কেবল মাত্র মনুষ্যের জন্য নহে। পশু পক্ষী, খেচর ভূচরাদি সমস্ত জীবের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই জন্যই আসনের এত আধিক্য। মনুষ্যের নানা কল্পিত আসনাদির কোন প্রয়োজন নাই। যদি প্রত্যেক নরনারী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, মাতা পিতা, গুরুর সম্মুখে নমস্কার, ধ্যান ধারণা করে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত মত ওঁকার মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাণায়াম ও আসনাদি কিছুই করিতে হইবে না, সহজে জ্ঞান হইয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে, ত্রিতাপ ও পাপাদি একবারে দূর হইয়া যাইবে।

---

## অগ্নি স্থাপনা।

কোনও কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অগ্নি স্থাপনা, অগ্নির বিবাহ আদি দশবিধ সংস্কার করিয়া যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন;

অজ্ঞান বশতঃ দশবিধ সংস্কার না করিয়া কখনই যজ্ঞাদি করেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "অগ্নির্গুরু দ্বিজাতীনাং" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতির দেবতাঅগ্নি গুরু; "অগ্নিমুখেন খাদন্তি দেবাঃ" ইহার অর্থ দেবগণ অর্থাৎ ঈশ্বর পরব্রহ্ম অগ্নি মুখে আহার করেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যখন অগ্নি দ্বিজাতির দেবতা অনাদি গুরু হইলেন তখন সামান্য মনুষ্য হইয়া আপন ইষ্টগুরুর স্থাপনা, বিবাহ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে।

অগ্নিব্রহ্ম আপনাদিগকে লইয়া ভিতরে বাহিরে নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ, অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষভাবে, অধ্যাত্মিক অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি, ভৌতিক অগ্নিরূপে অনাদিকাল হইতে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অধ্যাত্মিক অগ্নি নিরাকার ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে তাঁহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। ইনিই জ্ঞানাগ্নি রূপে প্রত্যক্ষ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন। এবং ইনিই স্ত্রীপুরুষ সকলকে অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য চেতনরূপে নিষ্পন্ন করাইতেছেন ও করিতেছেন। ইনিই ভৌতিকাগ্নিরূপে বিরাজমান আছেন; ইহাঁরই দ্বারা তোমরা ব্যব্যহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতেছ। এই অগ্নিব্রহ্ম তারাগণ, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎরূপে আকাশে এবং উদরে জঠরাগ্নিরূপে ও বাহিরে অনলরূপে এবং চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্মরূপে চরাচরকে লইয়া অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানরূপে

বিরাজমান আছেন। ইহাঁকে স্থাপন ও বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? ইনিই চরাচর স্ত্রীপুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই গুরু। ইনিই তোমাদিগের সৃষ্টি, পালন ও লয়কারী এবং ইনিই জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিতেছেন। "অগ্নিমিলে পুরোহিতং" বৈদিক মন্ত্রে ইনিই বর্ণিত তোমরা ইহাঁর বস্তু ইহাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি প্রদান করিলেই ইনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন। যেহেতু, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্মকে ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলে তিনি পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করেন। যেরূপ মাতাপিতাকে পুত্র কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্য থালে সাজাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহারের জন্য বিনা মন্ত্রে প্রদান করিলেও মাতাপিতা প্রীতি-পূর্ব্বক আহার করেন। যেহেতু, মাতাপিতা চেতন, ভাব বুঝেন যে, পুত্রকন্যা আহার করিবার জন্য এই সকল দ্রব্য আনিয়া দিয়াছে। সেইরূপ অন্তর্যামী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্ম মাতা পিতাকে তোমরা ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রীপুরুষ পুত্রকন্যা শ্রদ্ধা ভক্তি-পূর্ব্বক আহুতির দ্রব্য ওঁকার মন্ত্র পাঠ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন। যেহেতু তিনি চেতনময় সমস্তই বুঝেন। যাহাঁর চেতন শক্তিতে তোমরা চেতন হইয়া বুঝিতে পারিতেছ তিনি কি বুঝিতে পারেন না? আহুতি দিবার সময় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক বলিবে যে, হে অন্তর্যা-মিন্! পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান জগতের মাতা পিতা, গুরু, আমরা আপনারই বস্তু আপনাকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদান করিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

যখন আমরা একটী সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না তখন আমাদের কি বস্তু আছে যে আপনাকে দিব? আপনিই ত জগৎচরাচরকে নানা দ্রব্য দিয়া পালন করিতেছেন। হে অন্তর্যামিন্, গুরু মাতাপিতা, নিজগুণে কৃপা করিয়া আপনার বস্তু আপনি গ্রহণের দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

যজ্ঞাহুতি সমাপ্ত হইতে "ওঁ শান্তিঃ" এই মন্ত্র তিন বার বলিলে বলিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল অর্পন করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিবে। পরে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণপরব্রহ্মকে মনে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূর্ণরূপে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। ইহা ব্যতীত আর অধিক আড়ম্বর এবং বহুবিধ প্রপঞ্চ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অগ্নি ব্রহ্ম চেতন জ্ঞান স্বরূপ তিনি অন্তরের ও বাহিরের সকল ভাব গ্রহণ করেন। তিনি শান্তিস্বরূপেই আছেন তোমাদিগের মনের শান্তি এবং অপরাধ ক্ষমার জন্যই শান্তির প্রার্থনা করিতে হয়।

ক্ষুধাতুর জীব মাত্রকেই আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধে আহার ও জল দিয়া সুখে রাখা এবং অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দেওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত। ইহাই শাস্ত্র বেদের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই পরমাত্মার আজ্ঞা। মনুষ্য মাত্রেরই ইহা পালন করা উচিত। তাহা হইলে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে সকল দেব দেবীর পূজা ও আহার দেওয়া হয়। ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য জানিবে। যে নিমিত্ত পরমাত্মা দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়াছেন বিচার পূর্ব্বক সেই উদ্দেশে তাহাকে প্রয়োগ করা মনুষ্যগণের উচিত, যাহাতে আপনার ও অন্যের কোনও প্রকার কষ্ট না হয়। তাহা হইলে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন রূপ ধর্ম্ম করা হয়।

এইরূপ না করিলে পরমাত্মার আজ্ঞা লঙ্ঘন ও অধর্ম্ম হেতু জগতের অমঙ্গল ও কষ্ট হয়, ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবে

---

# আহুতির মন্ত্র প্রকরণ।

স্ত্রী ও পুরুষ সকলে অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া আহুতি দিবে। যথা:—

"ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা"।

"ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা।"

এক এক বার "স্বাহা" বলিয়া এক এক বার আহুতি দিবে।

এই প্রকারে তিনবার কিম্বা পাঁচ বার আহুতি দিবে। ইচ্ছা হইলে যত অধিক হয় ততবার আহুতি দিতে পার। গাওয়া ঘৃত অভাবে মহিষের ঘৃত, মিষ্টান্ন, গুড়, চিনি প্রভৃতি, চন্দনাদি সুগন্ধ ও কিশমিশাদি মেওয়া আহুতি দিবে। যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই যথাশক্তি আহুতি দিবে। ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য না মিলিলে কেবল ঘৃত ও চিনি হইলেই হইবে। ভক্তিপূর্ব্বক যাহা তোমাদের জুটিয়া যায় তাহাই ভগবানের নামে আহুতি দিবে। অক্ষম ব্যক্তি নিজের দৈনিক আহারীয়ের অংশ আহুতি দিতে পারেন। তিনি তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

কাষ্ঠ সম্বন্ধে আম্র ও বেল মিলিলে ভালই হয়। নতুবা যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তদ্দারাই কার্য্য সমাধা করিবে।

কাষ্ঠাভাবে ঘুঁটের অগ্নিতে আহুতি দিবে। ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যাহা দিবে তিনি তাহাই প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন।

স্থান ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কুণ্ডে, কিম্বা মাটি, পিতল অথবা তাম্রের ধুনাচিতে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আহুতি দিবে। অথবা ভক্তগণের যে সময়ে সুবিধা হইবে, সেই সময়ে আহুতি দিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই। আপনার আহারের পূর্ব্বে দেওয়াই প্রশস্ত।

---

## প্রার্থনা।

প্রাতে বা সায়াহ্নে অথবা অবসর মত মনুষ্য মাত্রেই মঙ্গলময় জগৎ মাতা পিতা বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বা ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে যে স্থানেই হউক শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক বিনীত ভাবে করযোড়ে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিবে।

"হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতাগুরু আত্মা, আপনিই নিরাকার, নিগুর্ণ আপনিই সাকার সগুণ ত্রিগুণাত্মা জগৎ চরাচর লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। আপনি অদ্বৈত, আপনিই দ্বৈতরূপে ভাসিতেছেন। আপনিই মঙ্গলময় মঙ্গলস্বরূপ, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল বিরাট জ্যোতীরূপে প্রকাশমান আছেন, আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। হে অন্ত-র্যামিন্ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আপনি জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা, আপনি অমৃত স্বরূপ, মঙ্গল ও শান্তিময়। আমরা বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি,

আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে বা জানিতে পারি না। আমরা নিজে যে কে, আমাদিগের স্বরূপ কি, তাহাই যখন আমরা জানি না তখন আপনাকে কি প্রকারে জানিব বা চিনিব? যদিও আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি তথাপি, হে অন্তর্যামিন্, আপনি নিজগুণে আমাদিগকে ভুলিবেন না। আপনি নিজগুণে আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তিদানে আমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখুন। আপনাকে আমরা পূর্ণরূপে বারম্বার প্রণাম করি।

হে অন্তর্যামিন্, জ্যোতিঃস্বরূপ আমরা যোগ তপস্যা, উপাসনা ধ্যান, ধারণা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা কিছুই জানি না, যাহাতে আপনাকে জানিতে বা চিনিতে পারি। আপনিই আমাদিগের যোগ তপস্যা, উপাসনা ধ্যান ধারণা ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আমাদিগের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা পৌরষের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে বা চিনিতে পারি।

হে অন্তর্যামিন্, আমরাত চাহিতেছি যে ক্ষুধা পিপাসা না হউক, স্থূল শরীর বা মনে কোনও প্রকার দুঃখ কষ্ট না হউক, দিবা কি রাত্র না হউক আমাদিগের নিদ্রা অজ্ঞানতা না আসুক, বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম না হউক; কিন্তু হে অন্তর্যামিন, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা, আত্মা আমাদিগের ইচ্ছায় কিছুই হইতেছে না, আপনার ইচ্ছায় যে সময় যাহা হইবার সেই সময় তাহা হইতেছে। যদি আমাদিগের এবিষয়ে কোনও ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। হে অন্তর্যামিন্, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা, যদি আমাদিগের দ্বারা পূর্ব্বে, বর্ত্তমান কালে অথবা ভবিষ্যতে জ্ঞানে বা

অজ্ঞানে কোনও অপরাধ হইয়া থাকে বা হয় তথাপিও আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তিবিধান পূর্ব্বক আমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখুন। হে অন্তর্যামিন্, আপনি মঙ্গলময় মঙ্গল করুন! আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি।

হে অন্তর্যামিন্, আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। যেমন পুত্র কন্যা মাতা পিতার নিকট অপরাধ করিলেও মাতা পিতা নিজ গুণে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করেন, সেই প্রকার আপনি জগতের মাতা পিতা, আপনি নিজগুণে সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া আমাদিগের শান্তি বিধান করুন এবং যাহাতে সকলে আনন্দে কালযাপন করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিউন।

হে অন্তর্যামিন্, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা, আপনি ছাড়া এ আকাশে আর দ্বিতীয় কে আছে যে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন? আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও আমাদিগের শান্তি বিধান করুন। আপনি ত অনাদি শান্তিরূপ আছেন। আমাদিগের অজ্ঞান মোচন পূর্ব্বক মন পবিত্র করিয়া শান্তি দিউন, যাহাতে আমরা মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি। আপনাকে আমরা বারম্বার পূর্ণরূপে প্রণাম করি।

# চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা।

শাস্ত্র পাঠে মনুষ্যের এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে, দেবাসুরে মিলিয়া বাসুকী নাগ দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা উদ্ধার করিয়াছেন। সেই বাসুকী নাগের মুখের দিকে অসুরগণ ও লেজের দিকে দেবতাগণ আকর্ষণ করিয়া সমুদ্র মন্থন কারলে অমৃতাদি নিঃশেষ হইবার পর বিষ নির্গত হইয়া জগৎকে ব্যথিত করে। দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ বিরাট-ব্রহ্ম জগতের হিতার্থে সেই বিষ পান করিলেন। তদবধি তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ।

লৌকিক চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ কি? মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার স্বতঃ প্রকাশ পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রত্ন, বিদ্যা বা বস্তু নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মার শক্তি বা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি-স্বরূপ সৃষ্টি পালন ও সংহার প্রভৃতিকে চৌদ্দ রত্ন বা, চৌদ্দ বিদ্যা বলে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এই বিরাট ব্রহ্মের মঙ্গলকারী সাতটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব সমূহের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও সংহার হইতেছে। পৃথিবী হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্রের পালন ও স্থূল শরীরের হাড় মাংসাদির বৃদ্ধি হইতেছে। জল হইতে পিপাসা

নিবৃত্তি ও বারি বর্ষণে অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে। ইত্যাদি। এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চৌদ্দরত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা প্রভৃতি অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ বিরাজমান। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম এই চৌদ্দ বিদ্যা ও চৌদ্দ রত্নের দ্বারা জীব মাত্রের সর্ব্ব কালেই সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল করিতেছেন। যাহারা সমদৃষ্টি সম্পন্ন, জ্ঞানবান, পরমাত্মার প্রিয় তাঁহারা ইহা জ্ঞান নেত্রে সর্ব্ব প্রকারে দেখিতে পান। পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে বা দেখিতে না পাইয়া অজ্ঞানে অভিমান বশতঃ নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বকালে সর্ব্ব প্রকারে কষ্ট ভোগ করে।

এই জগৎ-মায়া বা মন সমুদ্র মন্থন করিয়া চৌদ্দ রত্ন ও চৌদ্দ বিদ্যা বাহির হইয়াছে। অসুররূপী ইন্দ্রিয়ের যে নীচ গুণ বা মুখ তাহা অসৎ দিকে টানিতেছে ও দেবতারূপী ইন্দ্রিয়ের যে সৎ গুণ বা লেজ তাহা সৎ দিকে সদা সর্ব্বদা টানিতেছে।
"চৌদ্দ রত্ন" যথা—লক্ষ্মী, কৌস্তভ, পারিজাতক, সুরা, ধন্বন্তরী, চন্দ্রমা, ধেনুকামদুহা, সুরেশ্বরগজ, রম্ভাদি দেবাঙ্গনা, অশ্বসপ্তমুখঃ, সুধা, হরিধনুঃ, শঙ্খো, বিষং চাম্বুজে।

লক্ষ্মী—অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী জ্যোতিঃ, যাহার দ্বারা জীব মাত্রেরই সকল প্রকারে মঙ্গল হইতেছে। কৌস্তভ—মণি, হীরক প্রভৃতি অর্থাৎ সকল মণির মণি জ্যোতির্ম্মণি, সূর্য্য-নারায়ণ। পারিজাতক—স্বর্গের ফুল অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্রমা তারাগণরূপ জ্যোতির ফুল। সুরা—মদিরা অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান যাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় বা ব্রহ্মযোগে সর্ব্বদাই লাগিয়া

থাকে। ধন্বন্তরী—বৈদ্য অর্থাৎ ভগবান বৈদ্য অজ্ঞান প্রভৃতি রোগ হইতে জ্ঞান ঔষধি দিয়া জীবকে সকল প্রকারে মুক্ত করেন। ধেনুকামদুহা—অর্থাৎ পূর্ণ বিরাট মঙ্গলকারী কামধেনু দ্বারা সকল প্রকারে জীব পালিত ও জ্ঞান দুগ্ধ দ্বারা অভেদে মুক্ত হইতেছে। যাঁহারা পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ঋষি মুনিগণ তাঁহাদেরই নিকট তিনি মঙ্গলকারিণী ধেনুকামদুহারূপে প্রকাশ থাকেন। সুরেশ্বর গজঃ—ঐরাবত হস্তী অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা, মনোরূপী মঙ্গলকারী চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। রম্ভাদি—অপ্সরা বা স্ত্রীগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চেতন করিয়া যে জ্যোতিঃ জগৎকে মোহিত করেন সেই জ্যোতিকে দেবী অপ্সরাদি বলিয়া জানিবে, জগৎ তাঁহারই বশীভূত। অশ্ব সপ্তমুখঃ—সাত মুখোঘোড়া অর্থাৎ জীবসমূহের দুই নেত্র, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ এই সাত ছিদ্র যুক্ত মস্তক। সেই সপ্তমুখ ঘোড়ার উপর আরূঢ় হইয়া মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া জীব সমূহকে চালাইতেছেন। মনোরূপী ঘোড়া মুহুর্ত্ত মধ্যেই আকাশ পাতাল ঘুরিয়া আইসে, বিদ্যুৎ ও ইহাকে ধরিতে পারে না। সুধা—অমৃত অর্থাৎ ভগবান যিনি জ্ঞানরূপ সুধা দ্বারা অজ্ঞানরূপী মৃত্যু হইতে জীব সমূহকে রক্ষা করেন। সেই জ্ঞান বা ভগবানরূপী অমৃত পানে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হন, আর মৃত্যু ভয় থাকে না। হরিধনুঃ—বুদ্ধি বা জ্ঞান অর্থাৎ ধনুরূপী ওঁকার। সেই ওঁকাররূপী সূর্য্যনারায়ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদে পরমানন্দে রাখেন, তিনিই বুদ্ধি বা, জ্ঞানস্বরূপ। শঙ্খ—মস্তক অর্থাৎ জল হইতে জীব মাত্রেরই শরীর,

মস্তক হাড় বা শঙ্খ জন্মে। মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এই শঙ্খ অন্তরে মস্তক হইতে বাজাইতেছেন, তাহাতে জীব সমূহ নানা প্রকারের রব করিতেছে। যখন তিনি চেতন জ্যোতিঃশক্তি মস্তক হইতে সঙ্কুচিত করেন অর্থাৎ নিরাকার ভাব হন তখন জীবের সুষুপ্তির অবস্থা হয় আর মস্তক শঙ্খ হইতে কোন শব্দ হয় না। পুনরায় তিনি বাজাইলে সমস্ত মস্তক শঙ্খ হইতে শব্দ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। বিষ—অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এই জগৎ যে পৃথক ভাসমান হয় তাহাকে বিষ জানিবে। এই অজ্ঞান বিষে জীব জর্জ্জরিত হইয়া মৃত তুল্য থাকে। দেবাদিদেব মহাদেব এই জগদ্ব্যাপী বিষকে আপনার আত্মা জানিয়া পান বা গ্রহন করায় তাঁহার কণ্ঠ নীল বর্ণ। মহাদেব বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গল কারীর কণ্ঠে নীলবর্ণ আকাশ সমভাবে বিস্তারমান। অজ্ঞান অবস্থাপন্নলোকে ইহাঁকে পূর্ণরূপে ধারণ করিতে বা বুঝিতে পারে না। অম্বুজ—পদ্মফুল অর্থাৎ মঙ্গল-কারী বিরাট ব্রহ্ম যাঁহার জ্ঞান কমল নেত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ বিরাজমান আছেন ও সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করিতেছেন।

"চৌদ্দবিদ্যা" যথা—ব্রহ্মজ্ঞান, রসায়ন, কবিতা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ধনুর্ধারণ জলতরং, সঙ্গীত, বৈদ্যক, বাজিবাহন, কোকশাস্ত্র, নটনৃত্য, সম্বোধনা ও চাতুরী। ব্রহ্মজ্ঞান—যাহার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকেই ব্রহ্মবিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়া ধ্রুব জানিবে। "রসায়ন"—পরমাত্মার উদ্দেশ্য উত্তমরূপে বুঝিয়া

ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য প্রীতিপূর্ব্বক সম্পন্ন করাকে 'রসায়ন' জানিবে। যেমন ব্যঞ্জনাদিতে পরিমানমত লবন দিলে সুস্বাদু হয় সেইরূপ বিবেক, ভক্তি, ধৈর্য্য, সন্তোষ প্রভৃতি দ্বারা রসায়ন করিয়া ধীরে ধীরে মঙ্গলকারী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সংসর্গে অভেদ জ্ঞান হওয়ার নাম প্রকৃত রসায়ন জানিবে। "কবিতা"—পদ্য প্রভৃতিকে লোকে কবিতা বলে। কিন্তু প্রকৃত বস্তুজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তুর যে পদ সেই নিয়মানুসারে রচনা বা প্রকাশ করাকে "কবিতা" কহে। যাহাতে বস্তু বোধ নাই, বৃথা নানা শব্দ রচনা করিয়া লোককে মোহিত করে মাত্র তাহাকে প্রকৃত কবিতা বলে না। বেদ—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ যাহা দ্বারা মনুষ্য জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করে। জ্যোতিঃস্বরূপের নামই বেদমাতা। সামবেদ নেত্রদ্বারে, যজুর্ব্বেদ নাসিকা দ্বারে, ঋগ্বেদ জিহ্বাদ্বারে, অথর্ব্ববেদ কর্ণদ্বারে। "জ্যোতিষ" — যাঁহার পক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ প্রকাশ হইয়াছে তিনিই জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ-বেত্তা, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পূর্ণরূপে পরমাত্মার সহিত অভেদে সর্ব্বকালে জানেন ও যখন যাহা ঘটিবে তাহাও পরমাত্মা দ্বারা জানিতে পারেন। "ব্যাকরণ"—ব্যাকরণোক্ত বর্ণাদি কি বস্তু ও যাহা হইতে বর্ণ প্রভৃতি হয় তাহা কি? কালী হইতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লিবলিঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে সংস্কারানুসারে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে কালীর অঙ্কিত বর্ণাদিকে পৃথক পৃথক বোধ করে। কিন্তু যাঁহার জ্ঞান বা ব্যাকরণের আধ্যাত্মিক ভাব বোধ

আছে তিনি সমস্ত বর্ণকেই কালী মাত্র জানেন। যেহেতু সমস্ত বর্ণ কালী হইতে হইয়াছে, কালীর রূপই। কেবল লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা মাত্র। কালীরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন, সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর বর্ণ তাঁহা হইতে গঠিত হইয়াছে, তাহারই রূপ মাত্র। স্থূলশরীরকে ব্যঞ্জনবর্ণ ও সূক্ষ্মশরীরকে স্বরবর্ণ জানিবে। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। তোমাদের সূক্ষ্মশরীর স্বরবর্ণ যখন শুইয়া থাকে তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহারদ্বারা আর কোন ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। পুনরায় যখন তোমাদের স্বরবর্ণ সূক্ষ্মশরীর জাগিয়া উঠে তখন ব্যঞ্জনবর্ণ স্থূল শরীর ও স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীরের যোগ হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে। বিসর্গ (ঃ) তোমাদের নেত্র বা জ্ঞান নেত্র। এই রূপ বর্ণাদির ভাব বুঝিয়া লইবে। "ধনুর্দ্ধারণ" ধনু মানে ওঁকার। সেই ওঁকাররূপী ধনু জীবাত্মা শ্রদ্ধা পুর্ব্বক ধারণ করিয়া অদ্বৈত বা অভেদ জ্ঞান রূপ শর বা তীর দ্বারা পরমাত্মা লক্ষ্যকে বিদ্ধ বা হনন করিলে তাহাকেই প্রকৃত ধনুর্দ্ধারণ কহে। জলতরং—জল হইতে জমিয়া যন্ত্র অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল শরীর হইয়াছে তাহার অন্তরে পরমাত্মা নানা তরঙ্গরূপী ভাব প্রকাশ করিতেছেন যথা— জ্ঞান, বিজ্ঞান, তান, সূর, লয় ইত্যাদি। "সঙ্গীত"— স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎকে পরমাত্মায় বিবেক দ্বারা লয় করা

অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বা পরমাত্মা রূপই দেখার নাম তাল। পূর্ণ পরমাত্মা হইতে জগৎকে পৃথক বোধ করাকে ফাঁক তাল ও বেতাল জানিবে। প্রেম এবং ভক্তি রাগ রাগিনী বা প্রকৃতি পুরুষ সহ মঙ্গল কারী পরমাত্মাতে অভেদে লয় হওয়াকে প্রকৃত সঙ্গীত জানিবে। "বাজিবাহন"--অশ্বরূপী চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর। ইন্দ্রিয় ঘোড়ায় আরোহী পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদিকে প্রেরণা করিয়া সমস্ত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন। যে জীব ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত মনোরূপ অশ্বকে দমন করিয়া অর্থাৎ প্রীতি পুর্ব্বক পরমাত্মারূপ জানিয়া সর্ব্বদা আরোহী থাকে সেই প্রকৃত অশ্বারোহী জানিবে। "কোক শাস্ত্র"—স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়াঘটিত যে শাস্ত্র তাহাকে লোকে কোক শাস্ত্র কহে। পরমাত্মার ভক্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানিগণ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান বা মিলন সদা অনুভব করেন। পরমাত্মাকেই প্রকৃত মূল কোকশাস্ত্র জানিবে। "নটনৃত্য"—এই যে ব্রহ্মাণ্ড চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরূপ বিস্তার করিয়া পরমাত্মা নিজে নাচিতেছেন ও জীব সমূহকে নাচাইতেছেন অর্থাৎ লীলা করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত নটনৃত্য জানিবে। "সম্বোধনা"—যাঁহার সমদৃষ্টি জ্ঞান আছে, যিনি সকল-কেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানেন তাঁহাকেই সম্বোধনা জানিবে। "চাতুরী"—পরমাত্মা ব্যতীত কেহ চতুর হয় নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনিই এই চতুরতা বুদ্ধি বা জ্ঞানদ্বারা উৎপত্তি পালন ও লয় করিতেছেন। সেই চতুরতা বুদ্ধির দ্বারা জীব মাত্রের অন্তরে চতুরতা বুদ্ধি প্রেরণা করিয়া তিনি সকল প্রকারের কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন।

সমস্ত বিদ্যা, শস্ত্র, জীব জন্তু ইত্যাদির কারণ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকেই জানিবে ও এই জগৎ জ্যোতিরই রূপমাত্র। মঙ্গলকারী পরমাত্মা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইলে সহজে সমস্ত বুঝা যায় ও সমস্ত বিষয়ে মঙ্গল হয়—ইহা ধ্রুব সত্য জানিও।

---

## বেদের সার বেদান্তে সৃষ্টি প্রকরণ।

একাধিক সত্য না থাকায় জগতের সমুদায় উত্তমাধম গুণ বিরাট ব্রহ্মের অন্তর্গত, যেমন তোমার উত্তমাধম সমুদায় গুণ তোমার অন্তর্গত। অজ্ঞান বশতঃ উত্তম গুণ প্রকাশ না হইয়া অধম গুণেরই প্রকাশ হয়।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়া হইতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; যথাঃ—আকাশ তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ;—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ু তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ; চলা, বলা, দৌড়ান, প্রসারণ আকুঞ্চন। অগ্নি তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ; ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য, নিদ্রা, ক্লান্তি। জল তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ; শুক্র, শোনিত, লাল, মূত্র, ঘর্ম্ম। পৃথিবী তত্ত্বের পাঁচ রূপ ও গুণ; অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী, লোম। পৃথিবী আদি পঞ্চতত্ত্ব হইতে পাঁচিশ রূপ গুণ তত্ত্ব হইয়াছে। এই পাঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টিতে স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রের শরীর গঠিত হয়। এই শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টি যথা;—

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি ; এই সতের তত্ত্বে সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা ;— শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা ;— জিহ্বা, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য। পঞ্চ প্রাণ যথা ;—প্রাণ, আপান, সমান, উদান, ব্যান।

এই শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের নাম ; যথা ;— শ্রবণের দেবতা দিক্‌পাল, দশদিক ব্যাপিয়া স্থিত আকশারূপ ব্রহ্ম, শব্দ তাঁহার বিষয়। ত্বকের দেবতা বায়ু, স্পর্শ তাঁহার বিষয়। চক্ষুর দেবতা সূর্য্যনারায়ণ, রূপ তাঁহার বিষয়। জিহ্বার দেবতা বরুণ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ তেজঃ, রস তাঁহার বিষয়। ঘ্রাণের দেবতা অশ্বিনী কুমার অর্থাৎ জীবাত্মা অহঙ্কার তেজোরূপ, গন্ধ তাঁহার বিষয়। বাক্যের দেবতা অগ্নি, বচন তাঁহার বিষয়। হস্তের দেবতা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহার বিষয় গ্রহণ ও প্রদান। পদের দেবতা বামন অর্থাৎ বায়ু, গমনাগমন তাঁহার বিষয়। উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গের দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ তৈজ জ্যোতিঃ, রতি ভোগ তাঁহার বিষয়। গুহ্যের দেবতা যমরাজ অর্থাৎ জঠরাগ্নি জ্যোতিঃ, মলত্যাগ তাঁহার বিষয়। মনের দেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সঙ্কল্প ও বিকল্প তাঁহার বিষয়। বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, সত্যকে নিশ্চয় করা তাঁহার বিষয়। চিত্তের দেবতা বাসুদেব অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণু ভগবান চন্দ্রমা সূর্য্যনরায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, সত্যে নিষ্ঠা ইহাঁর বিষয়। অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ অহং অস্মি-রূপ অভিমান তাঁহার বিষয়।

উপরের লিখিত যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদির

অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম কল্পিত হইয়াছে তৎ-সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দেব দেবীর নাম নহে। এ নাম সকল একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গুণ ক্রিয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম মাত্র।

তোমাদিগের এই স্থূল দেহ অন্নময় কোষ। কোষ অর্থে আধার বা থাপ যথা—"অসিকোষ" অর্থাৎ তলবারের থাপ। তুমি যাহাকে "আমি" বল তাহা জ্যোতিঃ — সেই জ্যোতিঃ তরবারের স্বরূপ এবং এই স্থূল দেহ যাহাতে "তুমি" জ্যোতিঃ এক্ষণে আবৃত রহিয়াছ তাহা ঐ জ্যোতির কোষ বা আধার বা থাপ। অর্থাৎ তলবার যেমন কোষ বা থাপে রক্ষিত হয়, সেইরূপ যে পদার্থকে "আমি" বল অর্থাৎ জ্যোতিঃ তাহা এই স্থূল শরীররূপ কোষ বা থাপে রক্ষিত হইতেছে।

স্থূল শরীরের দ্বারা রক্ষিত যে জ্যোতিকে "আমি" বল উহার আর একটী নাম সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে আবার তিনটি কোষ আছে,—প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটির সমষ্টির নাম প্রাণময় কোষ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টীর সমষ্টির নাম মনোময় কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয়টির সমষ্টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। প্রাণময় কোষের কার্য্য এই স্থূল শরীরকে সজীব রাখা। যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে প্রাণময় কোষ থাকে ততক্ষণ এই দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর জীবিত থাকে।

মনোময় কোষের কার্য্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত

ক্রিয়া। যতক্ষণ মনোময় কোষ এই স্থূল শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে সক্ষম হও। মনোময় কোষ নষ্ট হইলে এই দেহ সচেতন থাকে বটে কিন্তু সে দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। যেমন মানুষ যখন সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে অচেতন দেহ তখনও জীবিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন—কেননা, প্রাণময় কোষ তখনও কার্য্য করিতেছে কিন্তু তখন মনোময় কোষ নিশ্চেষ্ট থাকায় সেই দেহ কোন প্রকার বোধাবোধ করিতে পারে না।

বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য বিচার ও সত্য নিষ্ঠা। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরের আটটী কারণ অবস্থা, যথা :—

১। অজ্ঞান তমোগুণাবস্থা। ২। সুষুপ্তি গাঢ় নিদ্রাবস্থা। ৩। হৃদয়স্থান স্বপ্নাবস্থা। ৪। পশ্যন্তি দৃষ্টি করার ও কথা কহার অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা। ৫। আনন্দভোগ, পূর্ব্বের চারি অবস্থার বোধে আনন্দিতাবস্থা। ৬। দিব্য শক্তি, বস্তু সম্বন্ধে বোধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ কিঞ্চিৎ সংশয়াবস্থা। ৭। মকারমাত্র "আমি আছি" বোধাবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানবস্থা। ৮। প্রজ্ঞা আমি কি বস্তু তাহার বোধাবস্থা অর্থাৎ আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন এই বোধাবস্থা।

এই কারণ শরীরে এই আটটি, অবস্থা থাকাতে এবং শেষ অবস্থাতে অর্থাৎ অষ্টমাবস্থাতে জীব ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বোধ হেতু পরমানন্দ হয় এজন্য কারণ-শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়া হইতে শব্দের সহিত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রের লেখা আছে। এই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ অথচ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে, পরব্রহ্মের আশ্রিত যে মায়া তাহা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পর-ব্রহ্মের যে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও লয় ঘটে সেই শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে; কিন্তু পরব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তিরূপ মায়া তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন, পরব্রহ্মেরই স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত শক্তি পরব্রহ্মই স্বয়ং। যেরূপ তোমার আশ্রিত তোমার শক্তি, তেজঃ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি তোমা হইতে পৃথক্ নহে, তোমারই স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যখন বর্ত্তমান আছ তখন তোমার সর্ব্বশক্তি তোমার সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। যখন তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় যাইবে তখন তোমার শক্তি সমূহ তোমার সঙ্গে লয় পাইবে। পুনরায় যখন তুমি জাগ্রত হইবে তখন তোমার শক্তি তোমার সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিবে। যেমন তোমার শক্তির তোমা হইতেই পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তুমিই কার্য্য করিবার জন্য শক্তিরূপে প্রকাশ হও, সেইরূপ শুদ্ধ-চৈতন্য-পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যবহারের জন্য নিরাকার হইতে সাকার হইয়া বহু শক্তিরূপে বিস্তারমান। পুনরায় সেই শক্তির সঙ্কোচ দ্বারা জগৎকে লয় করিয়া স্বয়ং কারণস্বরূপে স্থিত হন এবং এখনও আছেন। ইহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া ব্যবহার ও পরমার্থ সাধনাই সার। অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য মাত্র।

——:০:——

# পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল।

মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ কর্ম্মফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে স্বার্থ বশতঃ অশান্তি পাইতেছেন তাহার সীমা নাই। কেহ বলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা জন্মমৃত্যু, ফলাফল ভোগ হইতেছে। কেহ বলেন, যেমন পরমাত্মা অনাদি সেই প্রকার সৃষ্টি ও কর্ম্ম অনাদি। কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম কোথায় ছিল? সৃষ্টি অনাদি হইতে পারে না, অতএব কর্ম্মের দ্বারা জন্ম মৃত্যু ফলাফল ও হইতে পারে না।

কর্ম্মফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি লইয়া কষ্ট ভোগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত নহে। জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে এই উভয় বিষয় বুঝা যায় না, স্বরূপ বোধ হইলে অর্থাৎ পরমাত্মা বুঝাইলে সহজেই বুঝাযায়, তখন কাহারও সহিত বিরোধ বা দ্বেষ হিংসা থাকে না।

জ্ঞানবান ব্যক্তির বুঝা উচিত যে, কর্ম্মফল, পুনর্জন্ম থাক আর না থাক শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য। তাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়েই মঙ্গল হয়। যদ্যপি কর্ম্ম ফল, ও পুনর্জ্জন্ম থাকে তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে শুভ ফলই হইবে। মনুষ্য মাত্রেরই উচিত উত্তম কার্য্য করা। ফলাফলের বিষয় অন্তর্যামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য, যাহাতে জগতে মঙ্গল হয়।

যাহারা কর্ম্ম ফলাফল পুনর্জন্ম মানিতে চাহেনা তাহাদিগের উদ্দেশ্য এই যে কর্ম্ম ফলাফল পুনর্জ্জন্ম না থাকিলে আপন স্বার্থ

সিদ্ধির জন্য যথেচ্ছাচারে অপরকে কষ্ট দিয়া লোকে নির্ভয়ে থাকিতে পারে! লোকে কেবল ঐহিক সুখকে পরম সুখ জানিয়া আপন সুখের দিকে লক্ষ্য রাখে, পরের সুখে সুখী বা দুঃখে দুঃখী হইতে চাহে না। যাহারা বলেন পুনর্জন্ম নাই তাহা-দিগের মনে রাখা উচিত যে, যখন একই অনাদি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে প্রত্যক্ষ জন্ম বোধ হইতেছে তখন পরে যে আর জন্ম বোধ হইবে না তাহার কারণ কি? শাস্ত্রে লেখা আছে যে, বাসনাযুক্ত মানুষের পুনর্জন্ম হয় এবং বাসনা শূন্য ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না। এই দৃষ্টান্তে দ্বারা ইহার ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন, যাহার খেমটা নাচ দেখিতে আসক্তি আছে, তাহাকে যেখানে খেমটা নাচ হয় সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে এবং উহাতে যাহার আসক্তি নাই তাহার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই ও যাইবেন না। সেইরূপ যাহাদিগের কর্ম্মফল জন্য কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা আছে তাহাদিগের পুনর্জন্ম বোধ হইবেক। এবং যাঁহাদিগের এসকল ভোগের ইচ্ছা নাই, কেবল শুদ্ধ চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি আছে ও সমস্তই পরমা-ত্মাতে অর্পণ করেন, ফলের বাসনা রাখেন না, তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না।

শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ বর্ণিত আছে। যাঁহারা নিষ্কাম নিস্পৃহ, কর্ম্মফলাফল, পুনর্জন্ম ভোগের ইচ্ছা রাখেন না, সত্যপ্রিয়, সারবস্তু পরমাত্মার অনুসন্ধায়ী তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ড গ্রহণ করেন ও মুক্তস্বরূপ থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যজ্ঞাহুতি করিয়াও তাহার ফলাফল

রমাত্মাতে অর্পণ করেন তাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত ও মুক্তস্বরূপ থাকেন।

কর্ম্মকাণ্ড দুই প্রকার বর্ণিত আছে। এক প্রকার, যাঁহারা গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও সত্য বস্তু জানিবার ইচ্ছা করেন, অথচ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে গৃহস্থ ধর্ম্মের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং যজ্ঞাহুতি করেন এবং সমস্ত কর্ম্মফলাফল ভগবানের নামে অর্পণ করেন তাঁহারা সেই নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য পবিত্র-চিত্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে অভেদে আনন্দরূপ থাকেন, তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম নাই। অন্য প্রকার, যাহারা নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলাফল কৈলাস বৈকুণ্ঠ স্বর্গ ইত্যাদি ভোগ করিবার ইচ্ছা করে তাহাদিগের পুনর্জ্জন্মও কর্ম্মফলের সংশয় থাকে।

সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়া ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মে অর্পণ করিলে সে কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না। মনুষ্যমাত্রেরই ইহা করা উচিত। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কেহই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারে না, প্রথমে সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে শেষে মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান হইলে সহজেই নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া যায়। উত্তম কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবেই কর অথবা সকাম ভাবেই কর না কেন, উত্তম কর্ম্মেই উত্তম ফল। ইহা সকলেরই করা উচিত। যে কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয় উত্তমরূপে ও সহজে নিষ্পন্ন হয়, সেই কর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক করা উচিত। এবং যে কার্য্য করিলে এই উভয় বিষয়ের কোনও প্রকার প্রয়োজনে আসে না তাহা করা উচিত নহে। কেবল অনর্থক দিবারাত্র সময় নষ্ট ও আত্মাকে কষ্ট দিয়া কর্ম্ম করা নিষ্ফল,

তাহাতে কর্ম্ম করাই সার হয়। যেমন ক্ষুধায় অন্নাহার করিলে সহজেই ক্ষুধা নিবারণ হয়; তাহা না করিয়া যদি প্রস্তর চিবাইয়া খাও তাহা হইলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না, কেবল কষ্টই সার হয়। যদি অগ্নিদ্বারা অন্ধকার দূর না করিয়া জল ও বরফের দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা কর তাহা কখনও হইবার নহে, কেবল কষ্ট করাই সার হয়। এইরূপ সকল কর্ম্মের ভাব বুঝিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবে, যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার এবং অপরকেও কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

যাঁহার জ্ঞান হয় তাঁহার ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি লয় হইয়া তিনি জ্ঞান-মুক্তস্বরূপ থাকেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি জ্ঞান নেত্রে এইরূপে দেখেন—যেরূপ দশ ব্যক্তি শয়ন করিয়া নিদ্রিত অবস্থাতে দশ প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, কেহ রাজা, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহস্থ, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে ইত্যাদি। ঐ দশ ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও স্বপ্নের ভাব বুঝিতে পারিতেছে না, যে কে কি প্রকার ও কি বস্তু স্বপ্নে দেখিতেছে। এবং স্বপ্নাবস্থায় তাহাদের মনে বোধ হইতেছে না যে, তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন তাহারা যাহা দেখিতেছে ও করিতেছে তাহা সত্য সত্য বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছে। সে সময় কর্ম্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই সত্য বলিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী মায়ারূপে নানাপ্রকার রচনা করিয়া সকলের অন্তরে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখাইতেছেন তিনি

সকলের ভাব বুঝিতেছেন। পরে যখন ঐ দশ ব্যক্তি জাগ্রত হইবে তখন তাহারা স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিয়া বোধ করিবে এবং দেখিবে যে, যখন স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা তখন তাহার কর্ম্মফলাফল প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যদি স্বপ্নের কর্ম্ম সত্য হইত তাহা হইলে স্বপ্নের কর্ম্ম ফলাফল সত্য হইত। স্বপ্নের কর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নের ফলাফল জাগ্রত অবস্থায় ভোগ করিতে হয় না। সেইরূপ যাহারা অজ্ঞানরূপ স্বপ্নে যে কর্ম্ম করিতেছে তাহাদের কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অজ্ঞান অবস্থাতেই বোধ ও ভোগ হইবে এবং ইহা তখন তাহাদিগকে সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যখন তাঁহারা জাগরিতরূপ জ্ঞানস্বরূপ হইবেন তখন তাঁহাদিগকে আর কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না। তখন তাঁহারা বোধ করিবেন যে, যদি কর্ম্ম ফলাফল সত্য হইত তাহা হইলে ভগবদুপাসনা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মফলাফল ভস্ম হইয়া মুক্তস্বরূপ হইয়া যায় কেন? এবং যখন পরমাত্মা পূর্ণ অনাদি বিরাজমান আছেন, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই, তখন তাঁহার মধ্যে কর্ম্ম ফলাফল প্রভৃতি তাঁহাহইতে ভিন্ন কি বস্তু হইবেক ও কোথায়? এই প্রকারে ভাব বুঝিয়া লইবে। বিচারপূর্ব্বক দেখিতে হয় যে, যখন তোমরা বা পরমাত্মা অনাদি অনন্ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান এবং যখন পরমাত্মা তোমাদিগকে লইয়া অনাদি পরিপূর্ণরূপে একমাত্র সত্যস্বরূপ আছেন তখন তোমরা জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম ফলাফল লইয়া অনর্থক ভাবিয়া কষ্ট পাও কেন?

---

# পরমাত্মার জ্যোতীরূপে বহু বিস্তার।

কেহ কেহ মনে বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সূর্য্যনারায়ণ আছেন তবে ইষ্টদেবতা জগন্মাতা পিতা গুরুকে এই সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশিত বলিয়া কেন মানিব, ইহাঁ অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ ও বড় আছেন তাঁহাকেই মানিব। একথা কতদুর অন্যায়, মূর্খোচিত এবং অমঙ্গলকর তাহা বলা যায় না। যেহেতু, প্রজারা যে রাজার রাজত্বে বাস করেণ, সেই রাজার আজ্ঞা তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে এবং পালন করা উচিত। প্রজাগণের এরূপ মনে করা বা বলা উচিত নহে যে, যে রাজার রাজত্বে বাস করি তাঁহার আজ্ঞা পালন বা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিব না; কেন না এ রাজার মত অনেক রাজাই আছেন। যদি প্রজারা এইরূপ মনে করেন তাহা হইলে ইহাও তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, রাজা আপন প্রজার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং রাজার হস্তে প্রজার সুখ দুঃখ নিহিত আছে, যেহেতু রাজা স্বাধীন। সেইরূপ প্রজারূপী এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রী পুরুষ, মুনি ঋষি অবতার প্রভৃতি এবং রাজারূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি গুরু মাতা পিতা আত্মা ও সর্ব্বমঙ্গলকারী; ইনি ব্যতীত এই আকাশে তোমাদিগের দ্বিতীয় রাজা কেহই নাই, হন নাই, হইবেক না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনিই এক মাত্র তোমাদিগের সুখ দুঃখ দাতা, সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা ও

বিধাতা, ইহাঁকেই তান্ত্রিকগণ প্রকৃতি পুরুষ এবং বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ বলিয়া থাকেন। পরমাত্মা পূর্ণ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকারে থাকিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজা হইয়া অনাদি কাল হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। এই অল্প জ্যোতিঃ প্রকাশ হওয়ার জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রী পুরুষদিগের অহঙ্কার পূর্ব্বক বলা উচিত নহে যে, এই বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজাকে মানিব না, যেহেতু এই প্রকার জ্যোতিঃ রাজা এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক জন আছেন: ইনি আমাদিগের ঈশ্বর নহেন। আমাদিগের প্রকাণ্ড এবং অনন্ত বড ঈশ্বর আছেন। ইনি ছোট ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া মানিব না, ইহাকে অপমান করিতে হইবে। এই প্রকার মনে করা অজ্ঞানের কার্য্য। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটী সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর তোমার মাতা পিতা কোন ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া কিড়কী দিয়া তোমাকে দেখিতেছেন। মাতাপিতার চক্ষু মাত্র তোমার দৃষ্টিতে আসিতেছে। এ অবস্থায় যদি তুমি প্রীতিভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার চক্ষের সন্মুখে পূর্ণ ভাবে প্রণাম কর বা অপমান করিয়া কীল দেখাও তাহাতে মাতা পিতা কি ক্ষুদ্র চক্ষে মাত্র না স্থূল সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লইয়া পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হন? অন্ধ মাতাপিতা কর্ণে কটূক্তি বা ভক্তি পূর্ণ সম্ভাষণ করিলে মাতা পিতা কি ক্ষুদ্র কর্ণ মাত্রে, না, পূর্ণরূপে প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইয়া পুত্রকন্যার মঙ্গলামঙ্গল করেন? অন্ধ বধির মাতা পিতার নাসারন্ধ্রে সুগন্ধ বা বিষ্ঠাদির দুর্গন্ধ দিলে মাতা পিতা নাসিকা মাত্রে বা পূর্ণরূপে প্রসন্ন অপ্রসন্ন হন? পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা। তোমরা জগৎ-

বাসী স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্র পুত্র কন্যা। অজ্ঞান বশতঃ তোমরা তাঁহাকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাও না, তাঁহার জ্যোতীরূপ নেত্রই তোমাদের নিকট প্রকাশমান। সেই নেত্রের সম্মুখে যদি তোমরা পূজা বা অপমান কর কিম্বা তাঁহার আকাশরূপ কর্ণে স্তুতি বা নিন্দা কর কিম্বা তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুতে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ সংযুক্ত কর তাহাতে তিনি কি এক এক অঙ্গ মাত্রে ক্রুদ্ধ বা প্রীত হন বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল বা অমঙ্গল করেন?

আরও বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, সূর্য্যনারায়ণ জগৎ হিতার্থে যৎকিঞ্চিৎ যে জ্যোতীরূপে প্রকাশ আছেন তাহারই তেজঃ কেহ সহ্য করিতে সক্ষম নহেন, যদি তিনি আর অধিক জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হন তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবেক।

জ্ঞানবান ব্যক্তির এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, জল সকল স্থানে পরিপূর্ণরূপে বিস্তৃত আছে, আমি পিপাসা নিবা-রণের জন্য কেন এক গেলাস জল পান করিব না কিম্বা অগ্নি পূর্ণরূপে অসীম আছেন, আমি যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি দ্বারা আলো করিয়া কেন ঘরের অন্ধকার দূর করিব? ইহাতে আমার মান্য নষ্ট হইবে। যদি এইরূপ মনে করিয়া অল্প অগ্নি দ্বারা আলোক না কর কিম্বা এক গেলাস্ জলের দ্বারা পিপাসা নিবারণ না কর তাহা হইলে মূর্খতা হেতু নিজেই কষ্ট ভোগ করিবে। সেইরূপ অগ্নিরূপী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতীরূপে বিরাজমান আছেন তাহাতে

জ্ঞানবান ব্যক্তির এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, আমার যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞান এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের প্রকাশ দ্বারা লয় করিব না, আমার মান্য যাইবেক; আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে পূর্ণ অসীম অখণ্ডাকার ঈশ্বরেকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া হৃদয়ে রাখিয়া অজ্ঞান দূর করিব। বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে, যৎকিঞ্চিৎ অগ্নিদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্ত্রী পুরুষ, জ্ঞানী অজ্ঞান, রাজা বাদসাহদিগের স্থূল শরীর ভস্ম হইয়া যায়। তখন এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অল্প জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশ দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ত্রী পুরুষদিগকে অজ্ঞান লয় হইবে ইহাতে কিসের ভয় বা সন্দেহ?

হে মনুষ্যগণ, তোমরা কেন বৃথা অহঙ্কার পরবশ হইয়া জগতের অমঙ্গল ও আপনাদিগের শান্তি পথের কণ্টক হইতেছ? এখন হইতে সমস্ত মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়ের শরণাগত হও, যাহাতে ইনি দয়া গুণে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করেন এবং তোমরা সর্ব্বদা সকল প্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার। ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও যে, এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা ব্যতীত এই জগতের অমঙ্গল ও দুঃখ মোচন কর্ত্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, হইবেন না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাকে তোমরা সামান্য ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি নিরাকার অদৃশ্য ভাবে এবং বিরাট সাকার দৃশ্য ভাবে অখণ্ডাকারে পূর্ণ-রূপে বিরাজমান আছেন। ইনিই আপন ইচ্ছায় জগতের মঙ্গল

বিধান ও কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিরাকার হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাকার জ্যোতীরূপে দৃষ্টি গোচর ও বোধ গম্য হন। ইনি যে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের বোধায়ত্ব নহে। জ্ঞানী ভক্তগণই পরমাত্মার কৃপায় এই বিচিত্র লীলার বিষয় অবগত আছেন। সাধারণে যে জ্যোতিকে বহু খণ্ড খণ্ড ও অল্পাধিক বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে, তিনি বহু বা অল্পাধিক নহেন। অন্তর্গত একই জ্যোতিঃ নিরাকার হইতে বহির্ম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বহু বলিয়া বোধ হইতেছেন। যেরূপ একটী প্রকাণ্ড অগ্নিজ্যোতির উপরে ছোট বড় কোটী কোটী ছিদ্র বিশিষ্ট কোন পাত্র আচ্ছাদিত করিলে ঐ ছিদ্র দিয়া কোটী কোটী জ্যোতির ধারা বহির্ম্মুখে দৃষ্টি গোচর হয়, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ঐ জ্যোতিকে ভিন্ন ভিন্ন কোটী কোটী জ্যোতিঃ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে অন্তর্গত অগ্নি জ্যোতিঃ অখণ্ডাকারে একই আছেন; কেবল পাত্রের নানা ছিদ্র রূপ উপাধি ভেদে বহির্ম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হইতেছেন তথাচ কিন্তু জ্যোতিঃ বহু বা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। সেইরূপ অগ্নিরূপী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অসীম সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এবং নানা ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্ররূপী অবিদ্যা উপাধি ভেদে অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জ্যোতিঃ বহির্ম্মুখে পৃথক পৃথক কোটী কোটি বলিয়া বোধ হইতেছেন। কিন্তু চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ন বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ পৃথক্ পৃথক্ বা কোটী কোটী নহেন। স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অন্তরে ও বাহিরে নিরাকার

সাকার অখণ্ডাকারে অসীম অনন্তরূপা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পর-ব্রহ্মকে আপনার সহিত অভিন্নরূপে সর্ব্বকালে দেখিতেছেন এবং তাঁহারাই জানিতেছেন যে, অবিদ্যা দ্বারাই অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে জ্যোতিঃ বহির্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন।

জ্যোতির অদ্বৈত ভাবের বিষয় বুঝিতে হইবে যে, চতুর্দ্দিকে মেঘ বিশিষ্ট আকাশে একদিকে যৎকিঞ্চিত বিদ্যুৎ চমকিল কিম্বা দশদিকে পৃথক পৃথক রূপে চমকিল ইহাতে, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই দিকে ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎকে খণ্ডাকারি যৎকিঞ্চিৎ এক বা দশ মনে করে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ যে নিরাকার ভাবে চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে আছেন তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে, মেঘ ও অন্তর্গত একই বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে আছেন, প্রয়োজনানুসারে যে দিকে যত টুকু পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছেন সেদিকে ততটুকু সাধারণের বোধগম্য হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ সীমাবদ্ধ বা পৃথক পৃথক্ নহেন; পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ইচ্ছাতে প্রকাশ হইতেছেন। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, সমস্ত আকাশময় জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইবেন তাহা হইলে তাহাই হইবে। ঐরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদি অনন্তরূপে অখণ্ডাকারে নিরাকার ভাবে বিরাজমান আছেন, কেবল মাত্র জগতের প্রয়োজন হেতু আবশ্যক-মত চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ত্রিগুণাত্মা-রূপে প্রকাশ হইয়াও ত্রিগুণাতীত ভাবে সর্ব্বকালে বিরাজমান থাকেন। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ইহাঁর পূর্ণ ভাব অবগত

না হইয়া ইহাঁকে ব্যষ্টি যৎকিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ মনে করে। কিন্তু সে জ্ঞানী ভক্তগণকে ইনি নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়া আপন স্বরূপ দেখাইয়াছেন তাঁহারা ইহাঁকে অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু পরমাত্মা ও এক মাত্র সর্ব্ব মঙ্গলকারী বলিয়া চিনিতে পারেন।

---

# জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রাধান্য ও অপ্রধান্য লইয়া মনুষ্যগণ সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব বিদ্বেষে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। কেহ বলেন, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, জ্ঞানই প্রধান। কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন কর্ম্মই এক মাত্র মুক্তির উপায়। এ স্থলে গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক সার ভাগ গ্রহণ কর।

প্রত্যক্ষ দেখ. অগ্নির প্রকাশ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ গুণ, উষ্ণতা, দাহিকা শক্তি ও শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ হয়। অগ্নির নির্ব্বাণে ঐ সকল গুণের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নিরাকার হয়। আরও দেখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাশমান হইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনোবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তি গুণ ক্রিয়া প্রকাশ হয়। পুনরায় তোমার সুষুপ্তি ঘটিলে ঐ সমস্ত শক্তি গুণ ক্রিয়া তোমার সহিত অভিন্নভাবে কারণে স্থিত হয়। সেইরূপ কোনও ব্যক্তিতে বিবেক উদয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান, ভক্তি বা প্রীতি, কর্ম্ম বা সাধন অনুষ্ঠান আপনা হইতেই উদয় হয়।

বিবেকী জীবের যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা, তাহাই প্রীতি বা ভক্তি জানিবে এবং বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার প্রাপ্তির উপায় অনুসন্ধানের নাম বিচার বা জ্ঞান। যতক্ষণ তাঁহাকে ও আপনাকে অভিন্ন না দেখিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে ভক্তি পূর্ব্বক বিচার, অনুসন্ধান ও অন্য অনুষ্ঠান, তাহাই কর্ম্ম জানিবে। এই তিনের মধ্যে একটী না থাকিলে কোনটীই থাকে না। একটী থাকিলে তিনটীই থাকিবে। যেমন, জ্ঞান না থাকিলে সুষুপ্তির অবস্থায় ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই থাকে না, জাগ্রতে তিনটীই থাকে।

যাঁহার জ্ঞান আছে তাহার ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই আছে। যাহার ভক্তি আছে তাহারই জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ই আছে। জ্ঞান ও ভক্তি বিনা যে শরীর ও মনের পরিশ্রম তাহা কর্ম্মই নহে।

মনুষ্য মাত্রেই মিথ্যা ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া এই রূপে সার ভাব গ্রহণ কর ও জগতের হিত সাধনে রত হইয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপে অবস্থিতি কর।

---

## ভেল্কীতে বিশ্বাস।

যে সকল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের ইষ্টদেব পরমাত্মা হইতে বিমুখ তাহারা সাধুদিগের নিকট হইতে ভোজ বিদ্যা ও ভেল্কী দেখিতে ইচ্ছা করে ও দেখিয়া সাধুদিগকে ভক্তি কিম্বা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে চাহে। সেরূপ বিশ্বাসকে ধিক্ এবং যে বিশ্বাস করে তাহাকেও ধিক্ এবং যাহারা সাধু সাজিয়া মনুষ্যদিগকে এরূপ ভেল্কীর দ্বারা বিশ্বাষ জন্মাইয়া

আপনার সেবা করাইয়া লয় এবং সত্য হইতে আপনি বিমুখ হইয়া অপরকেও সত্য হইতে বিমুক করে, তাহাদিগকেও ধিক্। তোমরা বিচার পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের মহিমা দেখ যে, জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে তোমাদের কোনও বোধাবোধ ছিল না যে, তোমরা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ছিলে এবং এইরূপ সৃষ্টি, রাজ্য, বাদসাহী কখন দেখিয়াছিলে কি না। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ নানাপ্রকার সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ ও দুঃখ সুখ বোধ করিতেছ। পরমেশ্বর পরমাত্মার এই প্রত্যক্ষ নানা প্রকার লীলা ও মহিমা দেখিয়াও তোমাদের জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেছে না, তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া আছ এবং সামান্য ভেল্কী ভোজ বিদ্যা দেখিয়া তোমরা সেই ভেল্কীকারী ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা ভক্তি করিতে ইচ্ছা কর। কি ঘৃণার বিষয়! ইহা কি জ্ঞানবান মনুষ্যোচিত কার্য্য? যদি এইরূপ ভেল্কী দেখিয়া সাধুকে ও ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে হয়, তাহা হইলে বেদিয়ারা ত নানা প্রকার শক্তি দ্বারা ভেল্কী দেখায়; তবে বেদিয়াদিগকে কি ভক্তি করা উচিত? এইরূপ করিয়াই রাজাপ্রজা সকলেই যথার্থ ইষ্টদেব সত্য পরমাত্মা ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রম বশতঃ উৎসন্ন গিয়াছেন ও যাইতেছেন।

---

## সর্ব্ব শাস্ত্রের সার।

মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে সার ভার গ্রহণ কর অর্থাৎ আপনাপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে

চিনিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ও শরণ ভিক্ষা কর,, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ও জীব সমূহ সদ্ভাবে একমত হইয়া পরস্পর মঙ্গল চেষ্টায় শান্তি লাভ করে।

বিচার পূর্ব্বক বুঝ, মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা কোন কালেই সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে উৎপত্তি, পালন, স্থিতি, মঙ্গলামঙ্গল, জীব বা ইষ্ট দেবতা ব্রহ্ম প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্য স্বতঃ-প্রকাশ, সত্য কখনও মিথ্যা হন না। স্বরূপপক্ষে সত্যের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেই পারে না, অসম্ভব। রূপান্তর উপাধিভেদে সত্য হইতে সমস্তই হইতে পারে, সত্য সর্ব্বশক্তি-মান। সত্যই নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরা-কার, বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল নানা নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্ব-ব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রকাশমান।

এই পূর্ণরূপ প্রকাশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নমতে নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইনি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই পূর্ণ শব্দ মধ্যে দুইটী শব্দ শাস্ত্র ও লোক ব্যবহারে প্রচলিত। এক, নিরাকার নির্গুণ অপ্রকাশ ও আর এক, সাকার সগুণ প্রকাশমান। নিরাকার অদৃশ্য-ভাবে থাকেন দেখা যান না, সাকার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অথচ মনুষ্য ইহাঁকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। ইনি দয়া করিলে তবে ইহাঁকে ও নিজকে চিনা যায়।

এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রকাশমান। ইহাঁরই

বিশ্বনাথ, বিষ্ণু ভগবান, গণেশ, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী দেবীমাত. সূর্য্যনারায়ণ ওঁকার প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত হইয়াছে। এই মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা গুরু আত্মা ইহাঁ হইতে জীব সমূহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি ও ইনি ব্যতীত এই আকাশ মন্দিরে জীবের মঙ্গলামঙ্গলকারী দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহাঁকেই চিনিয়া ইহাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ও শরণ প্রার্থণা পূর্ব্বক ইহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। ইহাঁকে ভক্তি পূর্ব্বক উদয়াস্তে নমস্কার প্রণাম বা দণ্ডবৎ করা ও মন্ত্রের, আপনার ও গুরুর রূপ জ্যোতি এই ধারণা সহ "ওঁ সৎ গুরু" মন্ত্রের জপ, জীব সমূহ সদ্ভাবে একমত হইয়া পরস্পারের প্রতিপালন ও মঙ্গল চেষ্টা. নিত্য অগ্নিতে উত্তম উত্তম পদার্থের আহুতি নিজে দেওয়া ও অপরকে দেওয়ান—এই ইহাঁর প্রিয় কার্য্য।

জীব মাত্রকেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া আহার দান ও অগ্নিতে আহুতি অর্পণই ভগবানের পূজা ও তাঁহার ভোগ—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ইহার অন্যথাচরণে জগতের অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। পণ্ডিতগণ জানেন "অগ্নিমুখে দেবাঃ খাদন্তি" অর্থাৎ ভগবান্ পূর্ণরূপে অগ্নিমুখে আহার গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রকারে আহরণীয় দ্রব্য, শরীর, মন, বস্ত্র, শয্যা, গৃহ, রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহা ব্যতিরেকে মিথ্যা কল্পনা করিয়া নিজে কষ্ট ভোগ করিও না ও অপরকে কষ্ট দিও না। ইহার অতিরিক্ত আড়ম্বর করিলে বা এই কার্য্যে বিমুখ হইলে কখনও মঙ্গল হইবে না ও ভগবানের নিকট দোষী হইতে হইবে। ইহ ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সম্পূর্ণ।